পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 258 Sunday, 18 August, 2024 ✻ ২৯ বর্ষ, ২৫৮ সংখ্যা ✻ ১ ভাদ্র ১৪৩১, রবিবার, ১৮ আগস্ট, ২০২৪ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

আর জি করে তাণ্ডবে ধৃত বেড়ে ৩০

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ আগস্ট ঃ আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ভাঙচুরের ঘটনায় জারি রয়েছে ধরপাকড়। শনিবার সকাল পর্যন্ত ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০। শুক্রবার পর্যন্ত এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় ২৪ জনকে। এর পর নতুন করে আরও ৬ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আর জি কর হাসপাতালে নির্যাতিতা চিকিৎসককে হত্যা নিয়ে তুলকালামের মধ্যে মূল ঘটনার প্রতিবাদে গত ১৪ আগস্ট রাতে 'রাত দখল' কর্মসূচিতে অংশ নেন মহিলারা। অভিযোগ, ওই রাতেই আর জি করে ঢুকে তাণ্ডব চালায় প্রচুর বহিরাগত। ভেঙে তছনছ করা হয় হাসপাতাল। জখম হন আন্দোলনরত চিকিৎসক ও পুলিশকর্মীরা। জরুরি বিভাগ, ওষুধের স্টোররুম ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাসপাতালে বহিরাগতরা কীভাবে ঢুকে এই তাণ্ডব চালালো, তা নিয়ে অভিযোগ ও প্রশ্ন ওঠে। পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠা ' অভিযোগে কার্যত দায় স্বীকার করে নেন সিপি। তিনি বলেন, আরজি করের সামনে আন্দোলন যে আচমকা হিংসাত্মক হয়ে উঠবে, ভাবতে পারিনি। আমাদের ভাবনায় ভুল ছিল। একে আমাদের ব্যর্থতা বললে বলতে পারেন। বৃহস্পতিবার থেকেই অভিযুক্তদের খোঁজ করে ধরতে শুরু করে পুলিশ।

জেলে ফের অসুস্থ জ্যোতিপ্রিয়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ আগস্ট ঃ জেলে ফের অসুস্থ রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে। সূত্রের খবর, অস্বাভাবিক হারে ওজন কমে গিয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রীর। হৃদযন্ত্রে সমস্যা, মাথা ঘোরা-সহ একাধিক উপসর্গও রয়েছে তাঁর। সে কারণেই প্রেসিডেন্সি জেল থেকে সোজা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জ্যোতিপ্রিয়কে।

প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি! কর্মবিরতির পথে আলু ব্যবসায়ীরা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৭ আগস্ট ঃ আবার কর্মবিরতি করতে চলেছেন আলু ব্যবসায়ীরা। যার জেরে সপ্তাহের শুরু থেকেই বাজারে আলুর জোগানে টান পড়বে মনে করা হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, জুলাই মাসের বৈঠকে একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দুই মন্ত্রী। তার পর থেকে আর কোনও যোগাযোগ করা হয়নি। এমনকী, ভিনরাজ্যে আলু পাঠাতে গেলে পুলিশ গাড়ি আটকে হেনস্তা করছে বলেও দাবি তাদের। এর প্রতিবাদে ফের কর্মবিরতির পথে হাঁটছেন তাঁরা। জুলাই মাসে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছিলেন আলু ব্যবসায়ীরা। বাজারে সাময়িক সংকট তৈরি হয়েছিল। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তড়িঘড়ি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এবং কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না। ব্যবসায়ীদের দাবি, আলোচনায় একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মন্ত্রীরা।সেই সময় বলা হয়েছিল, সরকার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ২৪-২৫ টাকা কেজি দরে আলু কিনবে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছিলেন তারা। কিন্তু বৈঠকের পর থেকে আর যোগাযোগ করা হয়নি বলে অভিযোগ। পাশাপাশি, আলুবোঝাই ট্রাক রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্তে আটকে রাখা হচ্ছে। হেনস্তা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সংগঠনের। তাই তার প্রতিবাদে পুনরায় তাঁরা ধর্মঘটের পথে হাঁটতে চলেছেন বলে খবর মিলেছে।

আর জি কর কাণ্ডে

নারকীয় ঘটনা, কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত',ফের প্রতিক্রিয়া সৌরভের

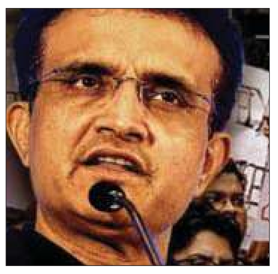

১৭ আগস্ট ঃ আর জি করে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সৌরভের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে। কোনও কোনও মহল থেকে বলা হয়েছে, এ হেন নৃশংস ঘটনায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্বের থেকে আরও স্পষ্ট প্রতিবাদ প্রত্যাশিত ছিল। এবার সেটাই শোনা গেল প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের গলায়। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আর জি করের নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদ করলেন সৌরভ। তিনি বললেন, এটা নারকীয় ঘটনা। আশা করব এর কঠোর শাস্তি হবে। আর জি করের নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে গত রবিবারই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন সৌরভ। তাঁর বক্তব্য ছিল, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তবে ভারত এবং বাংলার মহিলাদের জন্য নিরাপদ। সৌরভের সেই প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়ে যায়। এদিন মেয়ে সানার অফিসের এক অনুষ্ঠানে গিয়ে সৌরভ বলেন, আমার আগের মন্তব্য কীভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে জানি না। কিন্তু এটা একটা নারকীয় ঘটনা। এর কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বললেন, পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে এই ধরনের ঘটনা ঘটলেই তার প্রতিবাদ হবে। আমাদের দেশের মানুষ যেভাবে প্রতিবাদ করছেন, সেটাও প্রত্যাশিত। এই ধরনের নারকীয় অপরাধীর কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। তবে আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে চিকিৎসকদের যে কর্মবিরতি চলছে সেটাও পুনর্বিবেচনা করা উচিত বলে মনে করছেন সৌরভ। তিনি বলেন, এই ধরনের ঘটনার প্রতিবাদ হওয়া উচিত। কিন্তু চিকিৎসকদের পেশা সমাজের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। হাজার হাজার মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সেটাও ভাবা প্রয়োজন।

সঞ্জয় ঘোষকে টানা জেরা সিবিআইয়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ আগস্ট ঃ আর জি কর-কান্ডে অভিযুক্ত ওই হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সঞ্জয় ঘোষ শনিবার অফিসটাইম শুরু হতে না হতেই হাজির হন সিবিআই দফতরে। তাঁকে দীর্ঘ সময় ধরে চলে জেরাপর্ব। এদিন সকাল দশটা নাগাদ ক্যাবে করে পৌঁছন সিবিআই দফতরে। এদিনও সিজিও কমপ্লেক্সের পিছনের গেট দিয়ে কড়া নিরাপত্তায় ভিতরে ঢোকেন। সেই সময় সাংবাদিকদের কাছে তাঁর অনুরোধ, দয়া করে বলবেন না, আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সিজিও কমপ্লেক্সে ঢোকার সময় তিনি আরও বলেন, আমাকে সিবিআই তদন্তের স্বার্থে ডেকেছে। আমি তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব। দয়া করে বলবেন না আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, শুক্রবার দুপুর তিনটে নাগাদ মাঝরাস্তা থেকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সূত্রের খবর, রাত দেড়টা পর্যন্ত ম্যারাথন জেরা করা হয় আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষকে।

আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে, দোষীদের শাস্তির দাবিতে

দেশজুড়ে ডাক্তারদের ধর্মঘট, ৫৫ হাজার হাসপাতালে ব্যাহত পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ আগস্ট ঃ প্রথমে শুধু এই রাজ্যে। পরে দেশের কিছু কিছু শহরে হল ধর্মঘট। এখন সারা ভারতজুড়ে কর্মবিরতির ডাক দেশের সর্ববৃহ চিকিৎসক সংগঠনের। আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে আজ শনিবার সারা দেশে কর্মবিরতি পালন করে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)। ফলে আজ দেশের মোট ৫৫ হাজার হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা থমকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আইএমএ-র তরফে দাবি করা হয়েছে, সংগঠনের যেসব সদস্য বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত তাঁরা আউটডোরে বসবেন না। চেম্বারও বন্ধ রাখবেন। সংগঠনের জাতীয় সভাপতি আর ভি অশোকন এবং সাধারণ সম্পাদক অনিলকুমার জে নায়েকের স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দেশের সব রাজ্যেই চিকিৎসকরা 'সফট টার্গেট'। রোগীর মৃত্যু হলে অথবা চিকিৎসারত অবস্থায় অবস্থা সংকটজনক হলে প্রথম রোষ আছড়ে পড়ে চিকিৎসকদের উপর। প্রায় এমন ঘটেছে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের তরুণী চিকিৎসককে নৃশংস খুন-ধর্ষণের ঘটনায়। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, বুধবার রাতে নিরস্ত্র চিকিৎসকদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। হাই কোর্ট চিকিৎসক খুনের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু সহর্মমিতা দেখাতেই কর্মবিরতেতে অংশ নেবেন সদস্যভুক্ত দেশের প্রায় সাড়ে চার লক্ষ চিকিৎসক। আইএমএ-র দাবিকে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে বিভিন্ন চিকিৎসক সংগঠন। তবে অনেক সংগঠন কর্মবিরতিতে অংশ নিচ্ছে না। এরমধ্যে দিল্লির অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল সায়েন্সেস, পিজিআই চণ্ডীগড়, ওড়িশা এইমস, পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণী এইমস বা ইএসআই জোকা'র মতো কেন্দ্রীয় হাসপাতাল কর্মবিরতির বিরোধিতা করেছে। কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে। আর জি কর আন্দোলনের আবহেই ৪৩ জন চিকিসককে বদলির নির্দেশ জারি করল রাজ্য স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দফতর। এর প্রতিবাদ জানিয়েছে চিকিসক সংগঠন। চিকিৎসক সংগঠন ' ডক্টর্স ফ্রন্ট অ্যাসোসিয়েশন'-এর তরফে শনিবার বদলির প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। এক্স পোস্টে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ' রাজ্যপাল আমাদের প্রতিবাদ সমর্থনকারী সদস্যদের অন্যায় ভাবে বদলি করেছেন। এই শাস্তিমূলক পদক্ষেপ কিন্তু ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তার জন্য আমাদের দাবি স্তব্ধ করতে পারবে না। আমরা আমাদের লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।''অ্যাসোসিয়েশন অফ হেল্‌থ সার্ভিস ডক্টর্স-এর সাধারণ সম্পাদক উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ' সব ডাক্তারই এই ঘটনার প্রতিবাদে নেমেছেন। তার মধ্যে কেউ কেউ বেশি সক্রিয়। আমাদের প্রোমোশন আটকে আছে। এই রকম পরিস্থিতি চলছে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে। তার মধ্যে আমাদের বদলির নির্দেশ কেন?''বিজেপির অভিযোগ, ওই চিকিৎসকেরা আরজি কর হাসপাতালে চিকিসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন। সে কারণেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের এই ' পদক্ষেপ'। অন্য দিকে, রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য শনিবার বলেন, 'এই বিষয়ে আমি কিছু জানি না। তাই আমার কিছুই বলার নেই।'' কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও নির্মমভাবে হত্যার ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব। তাঁর মতে, আর জি করের তরুণী চিকিৎসকের সঙ্গে বর্বরোচিত ঘটনা ঘটেছে। শনিবার দিল্লিতে এসেছেন লালুপ্রসাদ যাদব। এদিন দিল্লিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব বলেছেন, আন্দোলনে থাকা চিকিৎসকদের বিচার প্রদান করতে হবে। সেখানে প্রশিক্ষণার্থী ডাক্তারের সঙ্গে যা ঘটেছে তা বর্বরোচিত। লালু বলেছেন, মহিলা ডাক্তারের সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত জঘন্য।

শকুনের রাজনীতি করছে বামরাম ঃ কুণাল ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, ১৭ আগস্ট ঃ আরজিকর কাণ্ডে ময়দানে নেমে পড়ছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। দোষীদের ফাঁসি চেয়েছেন তিনি। ধর্মতলায় মিছিল করেছেন। নিজেদের অবস্থায় স্পষ্ট করে দিয়ে জানিয়েছেন, আমারও দোষীদের ফাঁসি চাই। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, আরজিকরের এমার্জেন্সি ভাঙল কে বা কারা, প্রায় ৫০ কোটি টাকার ক্ষতি করল কেন। দলের সক্রিয়তা নিয়ে এবার অভিষেককে উদ্দেশ্য করে এক্স হ্যান্ডেলে বার্তা দিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। এক্স হ্যান্ডেলে দেওয়া এক বার্তা কুণাল ঘোষ লিখেছেন, আমরাও প্রতিবাদী। দোষী বা দোষীদের ফাঁসি চাই। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস ও বাংলা বিরুদ্ধে শকুনের রাজনীতি করছে বামরাম। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসব রুখে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সেনাপতি অভিষেককেও সক্রিয়ভাবে সামনে চাই। আমাদেরও কিছু ভুল শুধরে সঠিক পদক্ষেপে সব চক্রান্ত ভাঙতেই হবে। আরজিকর ঘটনার পরপরই দোষীদের শাস্তি চেয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডায়মন্ডহারবারের এক সভায় তিনি দোষীদের এনকাইন্টারে মারার কথাও বলেন। গত ১০ অগাস্ট এক সভায় অভিষেক বলেন, আমাদের হাত বাঁধা। এরকম ঘটনা যারা ঘটনায় তাদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। বিচার হবে, রায় হবে। তারপর তাদের ফাঁসি কিংবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে । কিন্তু যে ঘটনা ঘটিয়েছে সে পুলিস, নাকি ইঞ্জিনিয়ার, খেলোয়াড় নাকি রাঁধুনি, নাকি আর্কিটেক্ট তা দেখার প্রয়োজন নেই। একজন ধর্ষকের কোনও জাত হয় না। সে ধর্ষক।

এএসআইয়ের বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে পালানোর চেষ্টা করেও শ্রীঘরে যুবক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ আগস্ট ঃ এ যেন সিনেমার কোনও দৃশ্য। থানার ভিতরে আচমকাই আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে পালানোর চেষ্টা। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। এক পুলিশকর্মীদের সাহস ও বুদ্ধিতেই শেষমেশ শ্রীঘরে ঠাঁই অভিযুক্তের। শনিবার সকালের ঘটনা। খাস কলকাতার জোড়াবাগান থানায়। তার পরেই জোর শোরগোল পড়ে যায়। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, জোড়াবাগান থানার পুলিশ শুক্রবার এক যুবককে আটক করে। পুলিশের দাবি, সেই সময় তার কাছ থেকে শুধুমাত্র ছুরি পাওয়া গিয়েছিল। থানাতেই বসিয়ে রাখা হয় তাকে। শনিবার সকালে তাকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলার পরিকল্পনা ছিল পুলিশের। আচমকাই দেখা যায়, ওই যুবক পালানোর চেষ্টা করছে। তাতে বাধা দেন এক এএসআই। অভিযোগ, সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে রাখা আগ্নেয়াস্ত্র বের করে অভিযুক্ত। আর তা এএসআইয়ের বুকে ঠেকায়। যেকোনও মুহূর্তে অঘটন ঘটতেই পারত। তবে উপস্থিত বুদ্ধির জোরে অঘটন রোখেন আরেক পুলিশকর্মী। ল্যাং মেরে তিনি অভিযুক্ত যুবককে ফেলে দেন। হাত থেকে ছিটকে পড়ে আগ্নেয়াস্ত্র। এর পর ওই যুবককে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়। দৌড়ে পালাতে যায়। আটকানো হয়। তার পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই যুবকের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র এল কীভাবে, তা পুলিস খতিয়ে দেখছে বলে জানা গিয়েছে।

৪৩ চিকিৎসকের বদলি স্থগিত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ আগস্ট ঃ আর জি কর কাণ্ডের মাঝেই ৪৩ চিকিৎসকের বদলি নিয়ে দানা বাঁধছিল বিতর্ক। সন্ধেতেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে সেই বদলি স্থগিত করা হল। স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতেই আপাতত প্রত্যাহার করা হচ্ছে বদলির বিজ্ঞপ্তি। সাংবাদিক সম্মেলন করে স্বাস্থ্যসচিব জানান, চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ৬ হাজার অধ্যাপক রয়েছেন। তাদের পদোন্নতি, বদলি এগুলো রুটিনমাফিক হয়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। অভিযোগ উঠছিল, আর জি কর কাণ্ডে প্রতিবাদ করায় সেই মেডিক্যাল কলেজের দুজন, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ৪ জন-সহ মোট ৪৩ জনকে বদলি করা হয়েছে। কাউকে কাউকে তো প্রান্তিক এলাকায় পাঠানো হয়েছে। এর পরই কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের কাউন্সিলের বাইরে বিক্ষোভ শুরু হয়। এর মাঝে সন্ধেবেলা বদলির নির্দেশিকা প্রত্যাহার করা হয়। সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে নিগম জানান, বদলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত আগেই হয়েছিল। আর জি কর কাণ্ডের আগেই এনিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে সেই নির্দেশিকা জারির আগে বেশ কিছু দিক দেখে নিতে হয়। সেই প্রক্রিয়াই চলছিল। তার পর এদিন নির্দেশিকা জারি করা হয়। পরিশেষে তাঁর সংযোজন, আপাতত এই সমস্ত চিকিৎসকেরা পরিষেবা দিচ্ছেন। চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে বদলির নির্দেশিকা প্রত্যাহার করা হল।

সন্ত্রাসবাদী মাস্টার মাইন্ড তাহাউর রানাকে হেফাজতে পেতে চলেছে ভারত!

মুম্বাই, ১৭ আগস্ট ঃ মুম্বইয়ে ২৬/১১ সন্ত্রাসবাদী হামলার অন্যতম মাস্টারমাইন্ড তাহাউর হুসেন রানাকে হাতে পেতে চলেছে ভারত। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত কানাডার ব্যবসায়ী জঙ্গিকে নয়াদিল্লির হেফাজতে দিতে মার্কিন প্রশাসন আদালতে আবেদন করেছিল। মার্কিন কোর্ট অফ আপিল ফর নাইনথ সার্কিট জানিয়ে দিয়েছে, রানা ভারতের কাছে প্রত্যর্পণযোগ্য।

২৬/ ১১ কাণ্ডের অন্যতম চক্রী কানাডার নাগরিক রানা এখন আমেরিকায় জেল খাটছে। মুম্বইয়ে হওয়া ওই ভয়াবহ হামলায় ছয় মার্কিন নাগরিকেরও মৃত্যু হয়। ২০১৩ সালে তাকে ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা দেয় আমেরিকার আদালত। ২০২০ সালে স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে তাকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। কিন্তু ভারতের প্রত্যর্পণের আবেদনে খুনের মামলায় ফের তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রসঙ্গত, গত বছর নৃশংস হামলার অন্যতম চক্রী তাহাউর রানার বিরুদ্ধে বিশেষ আদালতে চার্জশিট পেশ করে মুম্বই পুলিশ। তখনই জানা যায়, দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত কানাডার ব্যবসায়ী রানাকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে আমেরিকা। মুম্বই পুলিশের চার্জশিটের ফলে রানার প্রত্যার্পণ তরান্বিত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছিল। অবশেষে মার্কিন আদালত জানিয়ে দিল, রানা ভারতের কাছে প্রত্যর্পণযোগ্য।

পুলিশের চতুর্থ ব্যাটেলিয়নের অফিসে তদন্তে সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ আগস্ট ঃ আর জি কর হসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তের 'ডেরা ছিল কলকাতা পুলিশের ফোর্থ ব্যাটেলিয়নের ব্যারাক। শনিবার সেখানেও গেল সিবিআই।

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের জন্যই গোয়েন্দারা সল্টলেকের ওই দফতরে যান বলে মনে করা হচ্ছে। সেখানকার একাধিক আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ঘটনার পরে অভিযুক্ত যখন ফোর্থ ব্যাটেলিয়নে পৌঁছন, তখন তাঁর আচরণ কেমন ছিল, তিনি মত্ত অবস্থায় ছিলেন কি না, খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেন তদন্তকারীরা। জানা গিয়েছে, ঘটনার পরে ফোর্থ ব্যাটেলিয়নে যাওয়ার পর অভিযুক্তকে সেখানকার এক কর্মী আর জি করের ঘটনার কথা জানিয়েছিলেন। তা শুনে তিনি বলেছিলেন, 'আচ্ছা দেখছি।''আদালতের নির্দেশে আর জি কর-কাণ্ডের তদন্ত করছে সিবিআই। এখনও পর্যন্ত গ্রেফতারির সংখ্যা এক। যাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তিনি কলকাতা পুলিশের অধীনে সিভিক ভলান্টিয়ার হিসাবে কাজ করতেন। সেই সূত্রেই অভিযুক্ত ফোর্থ ব্যাটেলিয়নের ব্যারাকে যেতেন বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যারাকে নিয়মিত যাতায়াত ছিল তাঁর। অনেকটা সময় সেখানে কাটাতেন। ঘটনার পরে আরজি কর থেকে সেখানেই গিয়েছিলেন অভিযুক্ত। সেখান থেকে রাতে তাঁকে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পরে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

স্বাধীনতা দিবসে স্বামী প্রণবানন্দ সেবা সম্মান প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা,১৭আগষ্টঃ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বৃক্ষ রোপন ও স্কুল ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ঢোলাহাট থানার রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের গ্রামীণ সেবাকেন্দ্র মন্মথপুর প্রনব মন্দিরের উদ্যোগে। সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সঙ্ঘের পুরী শাখার স্বামী শ্রেয়সানন্দজী মহারাজ ও স্বামী অন্বেষানন্দজী মহারাজ। ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এলাকায় রাস্তার দুইধারে রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগীতায় ৭৮ টি চারা গাছ লাগানো হয়। এলাকার বিশিষ্ট মানুষদের পাশাপাশি ১৫ জন মাধ্যমিক ও ১৫ জন উচ্চমাধ্যমিক ছাত্র ছাত্রীদের স্বামী প্রণবানন্দ মেরিট এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এছাড়া ১৫জন প্রবীন ব্যক্তিকে তাদের বহুমুখী কৃতকর্মের জন্য স্বামী প্রণবানন্দ সেবা সম্মান প্রদান করা হয়। ১৫ জনকে স্বামী প্রণবানন্দ প্রতিভা বিকাশ সম্মান প্রদান করা হয়। অনুষ্টানে উপস্থিত প্রতিটি ছাত্র ছাত্রীকে একটি করে সুপারি গাছের চারা দেওয়া হয় এবং প্রতিটি সম্মানিত ব্যক্তিকে দুটি করে ফলের চারা গাছ দেওয়া হয়।

চিকিৎসা কর্মীদের নিরাপত্তা উদ্বেগের বিষয়ঃকিরেন রিজিজু

ভুবনেশ্বর, ১৭ আগস্ট ঃ কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। চিকিৎসা কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে তিনি যে উদ্বিগ্ন তাও জানিয়েছেন। শনিবার সকালে ওডিশার ভুবনেশ্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কিরেন রিজিজু বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে, তাতে চিকিৎসা কর্মীদের নিরাপত্তা উদ্বেগের বিষয়। এটা শুধু ডাক্তার ও নার্সদের চিকিৎসা সম্মিলনের বিষয় নয়। এটি একটি দেশব্যাপী সমস্যা। এটি একটি নিরাপত্তা এবং একটি সামাজিক সমস্যা। এটা সবার জন্য উদ্বেগের বিষয়, সাধারণ মানুষও বিক্ষুব্ধ।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আশু কি ধরনের সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত

দুরন্তবার্তা,১৭আগষ্টঃভূমিধস, বন্যা বা ঘূর্ণিঝড় এর মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আশু কি ধরনের সতর্কতা মূলক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এবং তা নিয়ে শিশুদের সচেতন করতে রাজ্য শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন বিষয়টি স্কুল সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছে। এই নিয়ে স্কুল সিলেবাস এক্সপার্ট কমিটির সদস্যদের সঙ্গে কমিশনের সম্প্রতি একটি বৈঠক হয়েছে বলে বিদ্যালয়ের শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সম্প্রতি বেড়ে যাওয়া বিভিন্ন বিপর্যয়ে শিশু ও নারীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই কথা মাথায় রেখে বর্তমান বিদ্যালয় সিলেবাসে পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত যে বিষয়গুলি রয়েছে বৈঠকে সেগুলিকে আরো সুসংহত করে তোলার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

কর্মরত সংগীতা পালকে অন্যত্র বদলি

দুরন্তবার্তা,কলকাতাঃরাজ্য সরকার আরজিকর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের স্ত্রী সঙ্গীতা পালকেও সরিয়ে দিয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে ওই হাসপা তালের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে শিক্ষক চিকিৎসক পদে কর্মরত সংগীতা পালকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির একত্রিত হওয়া সময়ের প্রয়োজনঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট ঃ গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির একত্রিত হওয়া সময়ের প্রয়োজন। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এক কণ্ঠে একসঙ্গে পাশে দাঁড়াও এবং একে অপরের শক্তি হও। আমাদের একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে হবে এবং একে অপরের ক্ষমতা ভাগ করতে হবে। আমাদের বিশ্বের জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ অংশকে স্বীকৃতি দিতে হবে। ভারত গ্লোবাল সাউথের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতা ভাগ করতে বদ্ধপরিকর। আমরা বাণিজ্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, এসডিজির অগ্রগতি এবং নারী নেতৃত্বাধীন উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।প্রধানমন্ত্রী মোদী শনিবার তৃতীয় ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিটে ভাষণ দেন। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মহাম্মদ ইউনূসও সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিতে, ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামোর অবদান একটি বিপ্লবের চেয়ে কম নয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আমাদের লক্ষ্য হল 'এক বিশ্ব, এক স্বাস্থ্য' এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল 'আরোগ্য মৈত্রী', যার অর্থ 'স্বাস্থ্যের জন্য বন্ধুত্ব'। মানবিক সংকটের সময়, ভারত নিজস্ব বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলিকে প্রথম প্রতিক্রিয়াকারী হিসাবে সাহায্য করে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিট হল এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা, যারা কথা শোনা হয়নি তাঁদের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষার কথা বলতে পারি। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের শক্তি আমাদের ঐক্যের মধ্যে নিহিত এবং আমরা একটি নতুন দিকে অগ্রসর হব। রাষ্ট্রসংঘ 'সামিট' আয়োজন করছে। আগামী মাসে, যেখানে 'প্যাক্ট ফর দ্য ফিউচার' নিয়ে আলোচনা চলছে, আমরা কি ঐক্যবদ্ধভাবে ইতিবাচক পন্থা নিতে পারি, যাতে আমরা এই চুক্তির মাধ্যমে গ্লোবাল সাউথের আওয়াজ তুলতে পারি?

ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট টিউশনের প্রতি ঝোঁক কেন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৭ আগস্ট ঃ দেশ বা রাজ্য কোন দিশায় এগুবে তা জাতির মেরুদন্ড হিসেবে শিক্ষকদের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। শনিবার আগরতলায় কুঞ্জবনস্থিত স্টেট কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এসসিইআরটি)- এর নতুন অ্যাকাডেমিক ভবন ও শিক্ষক আবাসনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রী।। ও বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে শিক্ষকদের। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের ন্যায়বোধ, নীতিশিক্ষা, শিষ্টাচার ইত্যাদি মূল্যবোধের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে গড়ে তুললে একটি সুস্থ সমাজও গড়ে উঠবে। ফলে আদর্শ সমাজ গঠনে শিক্ষক সমাজের দায়িত্ব অপরিসীম। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে গুণগত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে বহু সংস্কার করেছে। তা সত্বেও ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট টিউশনের প্রতি ঝোঁক কেন তা নিয়ে চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। কেন তারা বা তাদের বাড়ির বড়রা এ বিষয়ে আরও ভাবনা চিন্তা করেন না। এসসিইআরটি সহ শিক্ষা দপ্তরকে প্রাইভেট টিউশন বন্ধে কার্যকরি পদক্ষেপ করার জন্যও উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, ৪০ শয্যা বিশিষ্ট শিক্ষক আবাসনটি তৈরিতে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা এবং অ্যাকাডেমিক ভবনটি তৈরিতে ৬ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। দুটি ভবন নির্মাণে দায়িত্বে ছিল গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. ধনঞ্জয় গণচৌধুরী এবং এসসিইআরটি-র অধিকর্তা এল ডার্লং।

৭৮তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালেঃরাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুরদেশবাসীর প্রতি ভাষণ

নতুন দিল্লি,(পিআইবি),১৭আগষ্টঃ স্বাধীনতা দিবস প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান মাননীয়া রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মু। দেশজুড়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, লালকেল্লা, রাজ্যগুলির রাজধানী অথবা স্থানীয় প্রতিবেশী, যেখানেই হোক না কেন, এই উপলক্ষে তিরঙ্গার উত্তোলন প্রত্যক্ষ করা সবসময়েই আমাদের হৃদয়কে রোমাঞ্চিত করে। ১৪০ কোটির বেশি দেশবাসীর সঙ্গে আমাদের এই মহান দেশের আনন্দের অংশীদার হওয়ার বহিঃপ্রকাশ হল, এই উদযাপন। আমাদের পরিবারের সঙ্গে আমরা যেমন বিভিন্ন উৎসব উদযাপন করি, তেমনই আমরা পরিবার ও নাগরিকদের সঙ্গে মিলে স্বাধীনতা দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করি। শ্রীমতি মুর্মু বলেন, ১৫ অগাস্ট গোটা দেশ এবং বিদেশেও ভারতীয়রা পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে অংশ নেন, দেশাত্মবোধক গান করেন এবং মিষ্টি বিতরণ করেন। ছোট ছোট শিশুরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। যখন আমরা আমাদের এই মহান দেশ এবং নাগরিক হিসেবে গর্বিত হওয়ার কথা তাদের বলতে শুনি, তখন আমরা আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। তখন আমরা উপলব্ধি করতে পারি, আমরা এক শৃঙ্খলের অংশ, যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে স্বাধীনতার লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারীদের স্বপ্ন এবং সেইসব মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, যা আগামী দিনগুলিতে পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হবে।রাষ্ট্রপতি বলেন, ইতিহাসের এই শৃঙ্খলের যোগসূত্র হিসেবে আমরা গর্বিত। এটি আমাদের সেইসব দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যখন আমাদের দেশ বিদেশী শাসনে ছিল। দেশপ্রেমিক এবং নির্ভীক সন্তানরা প্রভূত ঝুঁকি নিয়েছিলেন এবং জীবন বলিদান করেছিলেন। তাঁদের আমরা কুর্নিশ জানাই। তাঁদের নিরলস শ্রম শত শত বছরের জড়তা থেকে ভারত আত্মাকে জাগরিত করেছিল। নানা ধরনের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ, কয়েক প্রজন্ম ধরে মহান নেতাদের ছোঁয়া এক নতুন অনুভূতি এনে দিয়েছিল। বৈচিত্র্যময় পরম্পরাকে একত্রিত করা এবং জাতির জনক ও আমাদের ধ্রুবতারা মহাত্মা গান্ধীর মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটেছিল।৪.এছাড়া সর্দার প্যাটেল, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, বাবাসাহেব আম্বেডকর, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ এবং আরও অনেক মহান নেতার নাম উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, এটি ছিল দেশজোড়া আন্দোলন, যাতে অংশ নিয়েছিলেন সব সম্প্রদায়ের মানুষ। আদিবাসীদের মধ্যে ছিলেন, তিলকা মাঞ্জি, বিরসা মুন্ডা, লক্ষ্মণ নায়েক এবং ফুলো ঝানো। এছাড়া, আরও অনেকে ছিলেন, যাঁরা আত্মত্যাগ করেছিলেন। ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্ম জয়ন্তীকে জন জাতীয় গৌরব দিবস হিসেবে উদযাপন করছি আমরা। আগামী বছর তাঁর ১৫০তম জন্ম বার্ষিকী আমাদের জাতীয় পুনর্জাগরণে তাঁর অবদানকে আরও একবার সম্মান প্রদর্শনের সুযোগ এনে দেবে। দেশবাসীর উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, গত বুধবার রাতে ১৪ অগাস্ট, দেশে বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস উদযাপিত হচ্ছে, যা আমাদের দেশ ভাগের বিভীষিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একটি মহান দেশকে বিভাজিত করা হয়েছিল, লক্ষ লক্ষ মানুষকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল, লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়ে ছিলেন। স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের একদিন আগে আমরা সেই বিভীষিকাময় ঘটনার কথা স্মরণ করি এবং যাঁরা বিভাজনের শিকার হয়েছিলেন, সেইসব পরিবারের পাশে দাঁড়াই।৬. সংবিধানের ৭৫তম বার্ষিকী উদযাপনের কথা উল্লেখ করে শ্রীমতি মুর্মু বলেন, নতুন স্বাধীন ভারতের যাত্রাপথ বাধাবিঘ্নহীন ছিল না। ন্যায়, সাম্য, স্বাধীনতা এবং সৌভ্রাতৃত্ব- সংবিধানের এই আদর্শের উপর ভর করে আমরা ভারতকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে যথার্থ স্থান দখলের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে চলেছি।৭. এই বছর দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, প্রায় ৯৭ কোটি ভোটার তাঁদের নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন। রাষ্ট্রপতির মতে, এটি একটি ঐতিহাসিক রেকর্ড, যা মানব সমাজে সবচেয়ে বেশি ভোটারের অংশগ্রহণের নজির তৈরি করেছে। এই ব্যাপক আকারে নির্বাচন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে অভিনন্দন জানান তিনি। প্রবল গরম উপেক্ষা করে এবং ভোটারদের সাহায্য করার কাজে নিযুক্ত সমস্ত আধিকারিক ও নিরাপত্তা কর্মীকে ধন্যবাদ জানান তিনি। রাষ্ট্রপতি বলেন, বিপুল সংখ্যক নাগরিকের ভোটাধিকার প্রয়োগ আমাদের গণতান্ত্রিক আদর্শকে মজবুত করেছে। ভারতের এই সফল নির্বাচন বিশ্বের গণতান্ত্রিক শক্তিকে মজবুত করেছে।৮. দেশবাসীর উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, ২০২১ থেকে ২০২৪, ভারত বিশ্বের দ্রুততম আর্থিক বিকাশশীল দেশগুলির মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছে। বার্ষিক অগ্রগতির গড় হার দাঁড়িয়েছে ৮ শতাংশ। এটি শুধুমাত্র মানুষের হাতে আরও অর্থ জোগানের সংস্থান করেনি, সেই সঙ্গে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিয়েছে। যাঁরা দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করছেন, তাঁদের সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই করা হচ্ছে না, পাশাপাশি তাঁদের দারিদ্র মুক্ত করার চেষ্টাও চলছে। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, কোভিড ১৯-এর গোড়ার পর্বে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা চালু করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে এখনও দেশের প্রায় ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে যাঁরা সাম্প্রতিককালে দারিদ্রের কবল থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁদের আবার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে হচ্ছে না। ৯.শ্রীমতি মুর্মু বলেন, এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে উঠে এসেছে এবং আমরা খুব শীঘ্রই বিশ্বের তিনটি শীর্ষ অর্থনীতির দেশের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠতে চলেছি। কৃষক এবং শ্রমিকদের নিরলস কঠোর শ্রম, পরিকল্পনা রচয়িতা ও সম্পদ সৃষ্টিকারীদের দূরদর্শিতা এবং নেতৃত্বের দূরদৃষ্টির জন্যই এটি সম্ভব হয়েছে। কৃষকদের প্রশংসা করে তিনি বলেন, আমাদের অন্নদাতা কৃষকরা প্রত্যাশার চেয়ে বেশি কৃষি উৎপাদন বজায় রেখেছেন। এর ফলে, কৃষিক্ষেত্রে ভারতকে স্বনির্ভর করার ক্ষেত্রে তাঁরা ব্যাপক অবদান রেখে চলেছেন এবং আমাদের দেশবাসীর জন্য খাদ্যের সংস্থান করছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যাপক গতি এসেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। রাষ্ট্রপতি বলেন, কৌশলী পরিকল্পনা এবং যথার্থ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ফলে সড়ক ও মহাসড়ক, রেল এবং বন্দরের সম্প্রসারণ ঘটেছে। আগামী দিনে প্রযুক্তির ব্যাপক সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে সরকার সেমিকন্ডাক্টর এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো ক্ষেত্রকে তুলে ধরছে, যা স্টার্টআপ এর বিকাশে গতির সঞ্চার করছে। এর ফলে, ভারত লগ্নির গন্তব্যের ক্ষেত্রে ক্রমশ আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। তিনি বলেন, ব্যাপক স্বচ্ছতার ফলে ব্যাঙ্কিং এবং আর্থিক ক্ষেত্রে আরও বেশি দক্ষতা এসেছে। এইসব ব্যবস্থার ফলে আগামী প্রজন্মের জন্য আর্থিক সংস্কার ও আর্থিক সমৃদ্ধির পথ তৈরি হচ্ছে, যা ভারতকে উন্নত দেশে রূপান্তরিত করবে।রাষ্ট্রপতি বলেন, দ্রুত এবং সামগ্রিক অগ্রগতির ফলে ভারত এখন আন্তর্জাতিক স্তরে এক বিশেষ সমীহ আদায় করে নিয়েছে। জি -২০ সভাপতিত্বের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ভারত এখন গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠস্বর হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। আন্তর্জাতিক শান্তি এবং সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারত প্রভাববিস্তারকারী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে মন্তব্য করেন শ্রীমতি মুর্মু। তাঁর প্রিয় দেশবাসীকে সম্বোধন করে রাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকরের কথা আমাদের মনে রাখা উচিৎ। আম্বেদকর যথার্থই বলেছিলেন, আমাদের উচিৎ, রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে সামাজিক গণতন্ত্রে পরিণত করা। সামাজিক গণতন্ত্র ভিত্তি না হয়ে উঠলে রাজনৈতিক গণতন্ত্র স্থায়ী হতে পারে না।

কানপুরের কাছে লাইনচ্যুত সবরমতী এক্সপ্রেসের ২২টি বগি, কেউ হতাহত হননি

কানপুর, ১৭ আগস্ট ঃ উত্তর প্রদেশের কানপুর স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে গেল ১৯১৬৮ সবরমতী এক্সপ্রেস। শনিবার ভোররাত ২.৩৫ মিনিট নাগাদ রেললাইনে থাকা কোনও বস্তুর সঙ্গে ধাক্কা লাগার পরই সবরমতী এক্সপ্রেস বেলাইন হয়ে যায়। মোট ২২টি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। তবে, সৌভাগ্যবশত এই ট্রেন দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। ট্রেনটি বারাণসী থেকে রওনা দিয়েছিল, গন্তব্য ছিল আহমেদাবাদ।ভারতীয় রেল জানিয়েছে, শনিবার ভোররাত ২.৩৫ মিনিট নাগাদ সবরমতী এক্সপ্রেস (বারাণসী থেকে আহমেদাবাদ) কানপুরের কাছে লাইনচ্যুত হয়েছে। ইঞ্জিনটি রেললাইনের ওপর রাখা বস্তুকে আঘাত করে এবং লাইনচ্যুত হয়ে যায়। তীক্ষ্ণ আঘাতের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রমাণ সুরক্ষিত রয়েছে, যা লোকো থেকে ১৬তম কোচের কাছে পাওয়া গিয়েছিল। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, রেললাইনে কোনও ফাটল নেই। আইবি ও উত্তর প্রদেশ পুলিশও তদন্ত করছে। যাত্রী অথবা কর্মীদের কোনও আঘাত লাগেনি।এডিএম সিটি (কানপুর) রাকেশ বর্মা বলেছেন, ২২টি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। তবে কেউ আহত হয়নি। সমস্ত যাত্রীকে বাসে করে স্টেশনে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এখানে একটি মেমো ট্রেনও চলছে... সৌভাগ্যবশত, কোনও ধরনের হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।অন্যদিকে উত্তর প্রদেশের কানপুর স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে গেল ১৯১৬৮ সবরমতী এক্সপ্রেস। শনিবার ভোররাত ২.৩৫ মিনিট নাগাদ রেললাইনে থাকা কোনও বস্তুর (বোল্ডার) সঙ্গে ধাক্কা লাগার পরই সবরমতী এক্সপ্রেস বেলাইন হয়ে যায়। কানপুর ও ভিমসেন স্টেশনের মাঝে আহমেদাবাদগামী সবরমতী এক্সপ্রেসের মোট ২২টি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। তবে, সৌভাগ্যবশত এই ট্রেন দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।দুর্ঘটনার পরই রেলের পক্ষ থেকে হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। হেল্পলাইন নম্বরগুলি হল ঃ০৫৩২-২৪০৮১২৮, ০৫৩২-২৪০৭৩৫৩, ০৫৩২--২৪০৮১৪৯, ০৫১২--২৩২৩০১৮, ০৫১২-২৩২৩০১৬, ০৫১২-২৩২৩০১৫, ০৫৪৪-২২২০০৯৭, ৭৩৯২৯৬৪৬২২, ০৫৩২--২৬৯৭২৫২, ৮৮৪০৩৭৭৮৯৩, ৭৫২৫০০১২৪৯, ৭৫২৫০০১৩৩৬ এবং ৭৫০৫৭২০১৮৫।অন্যদিকে কী কারণে লাইনচ্যুত হল সবরমতী এক্সপ্রেস, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। শনিবার কানপুরের পুলিশ কমিশনার অখিল কুমার বলেছেন, যেখানে সবরমতী এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়েছে সেখানে টিম পৌঁছেছে। কোনও যাত্রী আহত হয়নি, ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং তদন্ত চলছে। উত্তর মধ্য রেলের জিএম উপেন্দ্র চন্দ্র যোশী বলেছেন, সবরমতী এক্সপ্রেস ট্রেনের চালক আমাদের জানিয়েছেন, একটি বস্তুর সঙ্গে ট্রেনটির ধাক্কা লাগে। এটি তদন্তের বিষয়...যাত্রীরা ইতিমধ্যেই নিজেদের গন্তব্যের দিকে রওনা হয়েছেন। শুধুমাত্র একটি রেললাইন প্রভাবিত হয়েছে, যা পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে।রেল সূত্রে খবর, এই দুর্ঘটনার জেরে শনিবার বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি, একাধিক ট্রেনের গতিপথও বদল করা হয়েছে। বাতিল হওয়া ট্রেনের মধ্যে রয়েছে ০১৮২৩০১৮২০৪ ঝাঁসিলখনউ, ১১১০৮ ভায়া ঝাঁসি লখনউ জংশন, ০১৮০২০১৮০১ কানপুর--মানিকপুর, ০১৮১৪০১৮১৩ কানপুর ভায়া ঝাঁসি, ০১৮৮৭০১৮৮৮ গোয়ালিয়র--এটাওয়া, ০১৮৮৯০১৮৯০ গোয়ালিয়রভিন্দ। এছাড়া মোট তিনটি ট্রেনের গতিপথ বদল করা হয়েছে। সেগুলি হল- ১১১১০ লখনউ জংশন ভায়া ঝাঁসি (ঘুরপথে গোবিন্দপুর এটাওয়াভিন্দ গোয়ালিয়র ভায়া ঝাঁসি), ২২৫৩৭ গোরক্ষপুর-লোকমান্য তিলক টার্মিনাল (ঘুরপথে গোবিন্দপুর এটাওয়া ভিন্দ গোয়ালিয়র ভায়া ঝাঁসি), ২০১০৪ গোরক্ষপুর -লোকমান্য তিলক টার্মিনাল (ঘুরপথে কানপুরে এটাওয়াভিন্দ গোয়ালিয়র ভায়া ঝাঁসি)।

অন্নদাতাদের জন্য প্রয়াস, 'কিসানো কি বাত' রেডিও অনুষ্ঠান শুরু করছে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট ঃদেশের অন্নদাতাদের জন্য আরও একটি নতুন প্রয়াস গ্রহণ করতে চলছে ভারত সরকার। কৃষকদের কাছে বিজ্ঞানকে সহজলভ্য করতে তুলতে ভারত সরকার রেডিওতে 'কিসানো কি বাত' নামে একটি অনুষ্ঠান শুরু করতে চলেছে। এই অনুষ্ঠানটি আকাশবাণীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের আদলে তৈরি করা হবে।নতুন দিল্লিতে কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, এই কর্মসূচি আগামী মাসে শুরু হবে। কৃষিমন্ত্রী জানান, তিনি ছাড়াও, কৃষিবিদ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিকরা কৃষকদের তথ্য দেবেন।

নাসিকের পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে, হিংসার ঘটনায় গ্রেফতার ১৫ জন

নাসিক, ১৭ আগস্ট ঃবাংলাদেশে হিন্দুসহ সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার ইস্যুতে শুক্রবার প্রতিবাদ মিছিল বেরিয়েছিল মহারাষ্ট্রের নাসিকে। সেই প্রতিবাদ মিছিল চলাকালীন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। শুক্রবারের হিংসাত্মক ঘটনায় ১৫ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অবশেষে শনিবার পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এলাকায় চাপা উত্তেজনা থাকায় পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।জোন ১ ডিসিপি রবীন্দ্র কুমার চৌহান বলেছেন, গত শুক্রবার ঘটনার পরে এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে। ১৫ জন অভিযুক্তকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ছবি এবং ভিডিওর ভিত্তিতে আরও কয়েকজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। গ্রেফতারের প্রক্রিয়া চলছে। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

কেজরিওয়াল শীঘ্রই জেল থেকে বেরিয়ে আসবেন, আশাবাদী সিসোদিয়া

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট ঃ অরবিন্দ কেজরিওয়াল খুব শীঘ্রই জেল থেকে বেরিয়ে আসবেন, আশার কথা জানালেন দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (এএপি)'র নেতা মনীশ সিসোদিয়া। কিছু দিন আগেই সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেয়েছেন মনীশ সিসোদিয়া। তিহার জেল বেরোনোর পরবর্তী দিন, হনুমান মন্দিরে পুজো দিয়েছিলেন তিনি।আর শনিবার সকালে দিল্লির কালকাজি মন্দিরে পূজার্চনা করেছেন মনীশ সিসোদিয়া। পুজো দেওয়ার পর সিসোদিয়া বলেছেন, জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর, আমি কালকাজি মন্দিরে প্রার্থনা করলাম। দিল্লির জনসাধারণের প্রার্থনা শোনার জন্য আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আশাবাদী, অরবিন্দ কেজরিওয়ালও শীঘ্রই জেল থেকে বেরিয়ে আসবেন।

আর জি করের ঘটনায় মমতা পদক্ষেপ নেবেন, আশাবাদী অখিলেশ যাদব

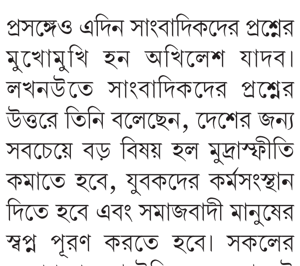

লখনউ, ১৭ আগস্ট ঃ কলকাতার আর জি করের ঘটনায় তোলপাড় গোটা দেশ, ক্ষোভে ফুঁসছেন ডাক্তাররা। এমতাবস্থায় আর জি করের ঘটনায় প্রসঙ্গে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। তিনি দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন।বিজেপিকে আক্রমণ করে অখিলেশ বলেছেন, এই ধরনের কোনও ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করার ট্যালেন্ট বিজেপির আছে। যে কোনও ঘটনার রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করার ট্যালেন্ট তাঁদের আছে।ইউসিসি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তব্য প্রসঙ্গেও এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন অখিলেশ যাদব। লখনউতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, দেশের জন্য সবচেয়ে বড় বিষয় হল মুদ্রাস্ফীতি কমাতে হবে, যুবকদের কর্মসংস্থান দিতে হবে এবং সমাজবাদী মানুষের স্বপ্ন পূরণ করতে হবে। সকলের অংশগ্রহণ করা উচিত এবং তাতেই আমাদের সমাজ সমৃদ্ধ হবে।

হরিয়ানায় এবারের ভোটে কংগ্রেস জিতবে, আত্মবিশ্বাসী সুরজেওয়ালা

চন্ডীগড়, ১৭ আগস্ট ঃ হরিয়ানার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসই জিতবে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন কংগ্রেস নেতা রণদীপ সুরেজওয়ালা। শনিবার রণদীপ বলেছেন, ভারতীয় জনতা পার্টির নৃশংসতার ১০ বছরের মেয়াদ শেষ হয়েছে। গত ১০ বছরে এমন কোনও শ্রেণী নেই যারা বিজেপির দ্বারা প্রতারিত হয়নি, হরিয়ানার জনতা ১ অক্টোবর ভারতীয় জনতা পার্টির সমাপ্তি শুরু করতে চলেছে। এবারের ভোটে কংগ্রেস জিতবে বলেই তিনি আত্মবিশ্বাসী।উল্লেখ্য, হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে আগামী ১ অক্টোবর। হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে ৪ অক্টোবর। নিব্বাচন কমিশন জানিয়েছে, হরিয়ানায় মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর। মনোনয়ন স্ক্রুটিনি হবে ১৩ সেপ্টেম্বর। ভোটগ্রহণ হবে ১ অক্টোবর (বুধবার) এবং ৪ অক্টোবর (শুক্রবার) ফল ঘোষণা হবে। হরিয়ানার ভোটার তালিকা ২৭ আগস্ট প্রকাশিত হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনন্দ পরিসরের দিনে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বিষয়ে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

বাঁকুড়া,১৭আগষ্টঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর তথা পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের নির্দেশ মোতাবেক১৭০৮২০২৪ তারিখ বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত শিশু মিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে আনন্দ পরিসরের দিনে ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ক্যুইজ প্রতিযোগিতার বিষয়INDIAN FREEDOM MOVEMENT. এই ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের মোট ৫৮ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় প্রথম,দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান যারা অধিকার করেছে তাদের পুরস্কার দিয়ে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয় জানতে পেরে ছাত্রছাত্রীরাও খুব খুশি। আজ চাইল্ড ক্যাবিনেটের মন্ত্রীদের কন্ঠের শোনা গেল আমরা আনন্দে আত্মহারা, আনন্দ পরিসর, ক্যুইজ প্রতিযোগিতায়, অংশ নিয়েছি যারা।।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৩২ শ্রাবন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজীঃ১৭ আগষ্ট ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলি ৫১২৫, সৌরঃ১ ভাদ্র, চান্দ্রঃ১৩ ঋষিকেশ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২ ভাদ্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৬ শ্রাবন ১৯৪৬, মৈতে ১৩ হাবান, আসামঃ ৩২ শাওন, মুসলিমঃ ১১সফর১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ১৭ঃ০১ এবং অস্তঃ বিকাল ০৬ঃ০৩ঃ০৪।চন্দ্র উদয়ঃ বিকাল ০৪ঃ২৪ঃ৩৭(১৭) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৩ঃ১৭ঃ ৪৫(১৭)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ ত্রয়োদশী (জয়া) সকাল ঘ ০৩ঃ ৫৫ঃ০৬ দং ৫৬৩৪৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ পূর্বাষাঢ়া সকাল ঘ ১০ঃ১০ঃ১৪ দং ১২১২৪৭.৫ পর্যন্ত পরে উত্তরাষাঢ়াকরণঃকৌলব বিকাল ঘ ০৪ঃ৩১ঃ২৮ দং ২৮৫৫২.৫ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃপ্রীতি সকাল ঘ ১০ঃ১১ঃ১৯ দং ১২১৫৩০ পর্যন্ত পরে আয়ুষ্মানঅমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ ৩২ঃ২৮ থেকে- ১২ঃ৫৬ঃ৪৪ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ১৭ঃ৫৭ থেকে- ১০ঃ ৩২ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০২ঃ৩৬ থেকে- ০১ঃ৩২ঃ২৮ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ১৭ঃ২৪ থেকে- ০৩ঃ৪৭ঃ১৫ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ০৮ঃ ১১ থেকে - ০৬ঃ৫৯ঃ১৫ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০৬ঃ০৩ঃ০৯ থেকে - ০৬ঃ৪৮ঃ০৫ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৫ঃ৫৪ থেকে- ০২ঃ৫১ঃ৩৯ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৫ঃ১৭ঃ০৭ থেকে- ০৬ঃ৫২ঃ৫২ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ২৭ঃ২৪ থেকে- ০৬ঃ০৩ঃ০৯ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৬ঃ০৩ঃ০৯ থেকে - ০৭ঃ২৭ঃ২৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ৫২ঃ৫২ থেকে - ০৫ঃ১৭ঃ০৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৪০৩৯৩৫ (১০) ১ পদচন্দ্রঃ ৯৬৯৩২ (২১) ৩ পদমঙ্গলঃ ১২২২৩১ (৪) ৪ পদবুধঃ৩২৩২২৪ (৯) ৩ পদবৃহস্পতিঃ১২৩৫১৩ (৫) ১ পদশুক্রঃ৪২১১৩৫৩ (১১) ৩ পদশনিঃ১০২০১৮২৫ (২৫) ১ পদরাহুঃ১১১৬৪৭২৯ (২৭) ১ পদকেতুঃ৫১৬৪৭২৯ (১৩) ৩ পদবুধ বক্রিশনি বক্রি।লগ্নঃসিংহ রাশি সকাল ০৭ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ০৯ঃ৩৩ঃ৪৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১১ঃ৪৭ঃ৫৪ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০২ঃ০৩ঃ ৩৯ পর্যন্ত। ধনু রাশি বিকাল ০৪ঃ ০৮ঃ৫৫ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৫ঃ৫০ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৭ঃ২৯ঃ১৩ পর্যন্ত। মীন রাশি রাত্র ০৯ঃ০০ঃ১৭ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ১০ঃ৪০ঃ৫১ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৯ঃ১৫ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫২ঃ৩৪ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০৫ঃ০৮ঃ১৬ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতকরা এবং ৭৬ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৯টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ২টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় হবে ৫টা ১৪ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬টা ৯মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃব্যবসা ভালো চললেও সঞ্চয় ভাগ্য খুব একটা ভাল নয়।
বৃষ রাশিঃ কর্মপ্রার্থীদের নতুন কিছু করার সুযোগ আসবে।।
মিথুন রাশিঃশ্বশুরকুল থেকে হঠাৎ কিছু সম্পত্তি হাতে আসতে পারে।
কর্কট রাশি ঃদূরে কর্মরত সন্তানের খবর না পাওয়ার ফলে মানসিক উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাবে।
সিংহ রাশিঃ স্ত্রীর প্রচেষ্টায় পারিবারিক অশান্তি অনেকাংশে লাঘব হবে।।।
কন্যা রাশিঃপুরনো বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। রাজনীতিবিদরা সমাজকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে নিজের নাম, যশ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারবেন।
তুলারাশিঃ শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা নিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে।
বৃশ্চিক রাশিঃ উচ্চশিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্য। সন্তানদের বিবাহ স্থির হলেও পারিবারিক কারণে স্থগিত রাখতে হতে পারে।
ধনু রাশিঃ সামাজিক কাজের মাধ্যমে আপনার মান ও যশ বৃদ্ধি পেলেও কতিপয় ব্যক্তি আপনার কাজে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।
মকর রাশিঃ আর্থিক দিক থেকে শুভ। উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে নিজের কাজ সুসম্পন্ন করার চেষ্টা করুন।
কুম্ভ রাশি ঃ স্বার্থান্বেষী লোকজনদের কাছ থেকে সতর্ক থাকুন।
মীন রাশিঃ ঠিকাদারদের কোনও লাভদায়ক কাজ হাতছাড়া হতে পারে।সংসারে শান্তি আসতে পারে।

ব্যঙ্ক প্রতারণা টাকা এবং মোবাইল ফোন উদ্ধার করল নববারাকপুর থানার পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ১৭ আগস্টঃ পুলিশের সফলতা এবার নব বারাকপুর থানার সাইবার বন্ধু টিম ।বেসরকারি ব্যাঙ্কের অনলাইন প্যান কার্ড ভেরিফিকেশনে মোবাইলে ভিডিও মারফত ফোন হ্যাক করে ২৬ জুলাই ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫০০ টাকা খোওয়া যায় দক্ষিণ তালবান্দার পেনশনার দিলিপ কুমার বিশ্বাস। পরদিন নববারাকপুর থানার সাইবার বন্ধু টিম অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার তদন্তে নেমে ১৩ দিনের মাথায় পুরো টাকা উদ্ধার করে। শুক্রবার সন্ধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত ব্যঙ্ক কর্মী দিলিপ কুমার বিশ্বাসের হাতে খোওয়া ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫০০ টাকা তুলে দিলেন ঘোলা এসিপি তনয় চট্টোপাধ্যায়।ছিলেন থানার ওসি সুমিত কুমার বৈদ্য, এসআই সৌমেন দাস প্রমুখ। পাশাপাশি এদিন খোওয়া ছয়টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয় এদিন। এসিপি ঘোলা তনয় চট্টোপাধ্যায় জানান ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের নগরপাল অলক রাজোরিয়ার উদ্যোগে প্রতিটি থানায় চালু হয়েছে সাইবার বন্ধু।

পুলিশ সমাজের বন্ধু ।সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে থানার সাইবার বন্ধু টিম প্রতারিত হওয়া সাইবার জালিয়াতি মামলার তদন্ত করে দ্রুত উদ্ধার করছে চুরি বা খোওয়া মোবাইল ফোন বা প্রতারণার অর্থ। ঠিক সেই রকম নববারাকপুর থানার সাইবার বন্ধু টিম তদন্তকারী অফিসাররা খুব দক্ষতার সাথে ভালো কাজ করছেন। সম্প্রতি ইন্টারনেট ব্যঙ্ক প্রতারণার অভিযোগে পেনশনার অবসরপ্রাপ্ত ব্যঙ্ক কর্মীর খোওয়া দু লক্ষ ৩৬ হাজার ৫০০ টাকা এবং ছয়টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে উপভোক্তাদের হাতে তুলে দিল নববারাকপুর থানার পুলিশ।চুরি যাওয়া মোবাইল উপভোক্তারা ফিরে পেয়ে বেজায় খুশি। পুলিশের সফলতা কে কুর্নিশ জানিয়েছেন মালিকরা।

আরজি কর কান্ডে মহিলা চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের ফাঁসির দাবিতে রাস্তায় মন্ত্রী চন্দ্রিমা

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ১৭ আগস্টঃ আমরা অভিযুক্তদের ফাঁসি চাই।সিবিআই কে রবিবারের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে হবে। যেটা মুখ্যমন্ত্রীর দাবি বারবার বলেছেন। সময় বেঁধে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী নিহত মেয়েটির পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন। পরিবারের পাশে সবসময়ই আছেন বলেছেন। অভিযুক্তরা যথার্থ ভাবে শাস্তি পায়। ফাঁসির সাজা হয় দেখতে হবে।কলকাতা পুলিশ তদন্ত ভার নিয়ে ৯০ শতাংশ এগিয়ে রেখেছেন। মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয় সিবিআইয়ের হাতে তদন্ত ভার দিয়েছেন। এটা মর্মান্তিক ঘটনা। কেউ আমরা রাজনীতির রং ঢোকাতে চাইনা। কিন্তু যারা রাজনীতি করছে তারা বাংলার মানুষের কাছে জবাব দেবেন। এঘটনা রাজনীতি করার ব্যাপার নয়। আমাদের ও যদি কেউ জড়িত থাকে শাস্তি পাবে। কখনো বলিনি আমরা একথা। আমরা দোষীর ফাঁসি চাই। মেয়েদের রং তো বদলে যায় না। যদি প্রদেশ বদলায় তবে রং তো বদলে যায় না। সিবিআই কে ফাসির ব্যবস্থা করতে হবে। শনিবার দুপুরে আরজিকর কান্ডে নিহত মেয়েটির বিচারে অপরাধীর ফাঁসির দাবিতে সোচ্চার হয়ে নব বারাকপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিরাট মিছিলে যোগদান করে শহিদ মিনারে স্মৃতি স্তম্ভে উপস্থিত থেকে কথা গুলি বলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মন্ত্রী বলেন এর আগে তো কাউকে হাতরাসে যেতে দেখিনি, মনিপুরে বা উন্নাওতে প্রধানমন্ত্রীকে যেতে দেখিনি। কেউ তো আমরা কোনদিন চাইনি। আওয়াজ ও তোলেননি। প্রধানমন্ত্রী একবার মনিপুরে গেলেন না কেন। যেখানে সাতদিন ধরে মহিলাদের নগ্ন করে মিছিল করেছিল।রাজনীতি আমরি সব জায়গায় করি না। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ বিধায়ক মন্ত্রী দের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ঢুকতে গেলে বাধা দেওয়া হয়েছিল। অসমে এনআরসি সময় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা নেতৃত্ব দের বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আমরা সব জায়গায় রাজনীতি দেখাই না।

আমাদের দলের কেউ যুক্ত থাকলে শাস্তি পাবে।কখনো বলিনি এটা। নির্মম ঘটনা। মেয়েটির প্রতি সম্পূর্ণ সম্মান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কয়েক ঘন্টার মধ্যে একজন অভিযুক্ত কে ধরা হয়েছে। দোষীর ফাঁসি চাই। পরিবারের পাশে থাকার অঙ্গীকার পালনে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিত পথে নববারাকপুর শহরে তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র যুব মহিলারা শ্রমিকরা সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ ভাবে সামিল হয়েছেন বিরাট প্রতিবাদ মিছিলে। মেয়েদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি।আগামী রবিবার আট ঘন্টা অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে স্টেশন সংলগ্ন আমতলা মায়া রেডিওর সামনে। প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা,ভাইস উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস,টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুখেন মজুমদার, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি তথা পুর প্রতিনিধি সুমন দে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তথা পুর প্রতিনিধি মনোজ সরকার, তৃণমূল মহিলা নেত্রী তথা পুর প্রতিনিধি নির্মিকা বাগচী, নেত্রী মৃদুলা সাহা সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ও কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা।

প্রতিবাদী মিছিল নেতাজী ভবন তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু করে শহীদ মিনার স্মৃতি স্তম্ভে শেষ হয়। সেখানে মন্ত্রী নিহত মেয়েটির প্রতি সমবেদনা জানাতে বেদিতে ফুলের তোড়া দিয়ে এবং মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

ভদ্রেশ্বরে শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের ঝুলন লীলা উৎসব

মলয় সুর, হুগলি, ১৭ আগস্টঃ ভারতীয় বৈদিক সাহিত্যে শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের ঝুলন লীলা বা হিন্দোল লীলা এক বিশেষ প্রচলিত আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। সুপ্রাচীনকাল থেকে ঝুলন ও রাখি উৎসব ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় এবং সমাজ জীবনে এক অপরিসীম তাৎপর্য বহন করে চলেছে। আজও ধর্মপ্রাণ নরনারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এই উৎসব হয়ে ওঠে আনন্দমুখর। পাড়ায় পাড়ায় দেখা যায় ঝুলন মন্ডপ। শ্রাবণী পূর্ণিমাকে ঝুলন পূর্ণিমা ও রাখি পূর্ণিমা বলা হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নানা লীলার কেন্দ্রবিন্দু। ঝুলন তারই এক মনোরম প্রকাশ। এই ঝুলন লীলার অনুষ্ঠান মহাসমারহে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে ভদ্রেশ্বর সি সি রোডে গৃহকর্ত্রী কমলালয় দাস পরিবার আয়োজন করে চলেছেন। এটি ৫৫ বছরের ঝুলন উৎসব। বাড়ির মেজো ছেলে মৃত্যুঞ্জয় দাস এ প্রসঙ্গে বলেন , ১৯৬৮ সালে বাড়ির বড় ছেলে জ্যোতির্ময় দাস শৈশব থেকেই বাড়িতে ঝুলন শুরু করেন। তাদের বাড়িতে উত্তরপ্রদেশের বৃন্দাবন থেকে স্বর্গীয় পিতা বলহরি দাস অষ্টধাতুর রাধাগোবিন্দ মূর্তি নিয়ে এসে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। ঝুলন লীলা উৎসবের সময় বাড়িতে আট থেকে আশি শিশু ও প্রচুর আবাল বৃদ্ধ বনিতার পদার্পণ ঘটে। পরিবারের সকলেই আনন্দ উচ্ছ্বাসে পাঁচ দিন উপভোগ করেন। দাস পরিবারের প্রত্যেক স্ত্রীরা হলেন সুজাতা ,শিউলি , সহেলী ও দেবাশীষরা একনিষ্ঠভাবে অতিথি সেবা পরায়ণে যুক্ত থাকেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রসাদ বিতরণের সঙ্গে থাকছে আরতি , কীর্তন , উলুদ্ধনি ও ভক্তিমূলক গানের সঙ্গে এই উৎসব ধুমধাম এর সঙ্গে পালিত হয়।

গুড়াপের হাইস্কুলে সাইকেল শেডের উদ্বোধন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলি, ১৭ আগস্টঃ হুগলির গুড়াপে পলাশী হেমাঙ্গিণী সরোজিনী বিদ্যামন্দিরে আজ একটি সাইকেল শেডের উদ্বোধন করা হয়। এটির উদ্বোধন করেন হুগলির সাংসদ রচনা ব্যানার্জি। ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ধনিয়াখালীর বিধায়িকা অসীমা পাত্র, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সম্পাদক সদস্য বৃন্দ এবং এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান সহ জনপ্রতিনিধিরা। সাইকেল শেডের উদ্বোধন করে সংসদ রচনা ব্যানার্জি বলেন আমি বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে যোগদানে বিশেষ আগ্রহী কারণ ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে শিক্ষার সময়ে আনন্দে সময় কাটায় সেই আনন্দে অংশ নিতে আমি বিশেষ আগ্রহী তিনি বলেন শিক্ষার উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রীর চিন্তা ধারাকে আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই। তিনি বিদ্যালয়ের মেয়েদের শৌচালয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন সাথে সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের সুরক্ষার ওপর বিশেষভাবে নজর রাখার আহ্বান জানান।

তিনি সকল পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে পড়াশোনায় গুরুত্ব দিয়ে মানুষের মতো মানুষ হওয়ার আহ্বান জানান। ওই অনুষ্ঠানে ধনিয়াখালীর বিধায়িকা অসীমা পাত্র জানান অনুগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই সাইকেল শেডটি নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ প্রত্যেক বিধায়ককে তার এলাকায় বছরে দুটি স্কুলের দায়িত্ব নিতে হবে সেখানে যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন সেগুলি যথা শীঘ্র নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে আমরা তাই মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় বিদ্যালয় গুলিতে এই কাজকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আজকের অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক সহ বহু মানুষ সমাবেত হন।

বাসে অতিরিক্ত ভাড়া চাওয়ায় কন্ডাক্টরকে মারধর, আটক অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ আগস্টঃ বাসে অতিরিক্ত ভাড়া চাওয়ায় কন্ডাক্টরকে মারধর যাত্রীর, আটক অভিযুক্ত। অভিযোগ, মাল তোলার জন্য অতিরিক্ত ভাড়া চাওয়ায় চলন্ত বাসের মধ্যেই কন্ডাক্টরকে পেটান ওই যাত্রী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার দুপুরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় হাওড়ার ঋষি বঙ্কিম সেতুতে। খবর পেয়ে ট্রাফিক পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। আহত কন্ডাক্টরকে চিকিৎসার জন্য হাওড়া জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। অভিযুক্ত যাত্রীকে আটক করেছে পুলিশ। হাওড়া ট্রাফিক গার্ড সূত্রে জানা গেছে, এদিন ঘটনাটি ঘটে দুপুর সোয়া ২টো নাগাদ। হাওড়া ময়দানগামী ৭১নং বেসরকারি বাসে কলকাতার বড়বাজার থেকে উঠেছিলেন ওই যুবক। তাঁর সঙ্গে ছিল ভারী মালপত্র। কন্ডাক্টর ওই মালের জন্য অতিরিক্ত ভাড়া চাইলে তা নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। তখন আচমকাই কন্ডাক্টরের মুখে ঘুসি মেরে বসেন অভিযুক্ত যাত্রী। রক্তাক্ত অবস্থায় কন্ডাক্টরকে উদ্ধার করে পুলিশ। অভিযুক্তকে আটক করে থানায় পাঠানো হয়।

পুজো উপলক্ষে মালদা - দীঘা স্পেশাল ট্রেন

কলকাতা, ১৭ আগস্টঃ অতিরিক্ত ৬৩০০ বার্থ পাওয়া যাবে পুজোর সময় মালদা - দীঘা - মালদা স্পেশাল চালানোর ফলে। দীঘার সমুদ্রসৈকত বরাবরই বাঙালির প্রিয়। পুজোর সময় ভ্রমণপ্রিয় বাঙালির দীঘা ভ্রমণে কোনোরকম অসুবিধা যাতে না হয় , সেই কথা মাথায় রেখে পূর্ব রেল আগামী ৫ ই অক্টোবর থেকে ৩০ শে নভেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে প্রতি শনিবার (৯ ট্রিপ) মালদা থেকে দীঘা পর্যন্ত এবং ৬ই অক্টোবর থেকে ১লা ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে প্রতি রবিবার (৯ ট্রিপ) দীঘা থেকে মালদা পর্যন্ত স্পেশাল ট্রেন চালাবে। এর ফলে, মালদা থেকে সরাসরি দীঘা যাওয়া আরো সহজ হলো। আসন্ন দূর্গা পূজা, কালী পূজা ও ছট পুজোয় নিশ্চিন্তে ভ্রমণ করতে পারবেন আপামর বাঙালি। ০৩৪৬৫ এই স্পেশাল ট্রেনটি অক্টোবর মাসের ৫, ১২, ১৯ ও ২৬ তারিখ এবং নভেম্বর মাসের ২, ৯, ১৬, ২৩ ও ৩০ তারিখ প্রত্যেকটি শনিবার দুপুর ১২৫ মিনিটে মালদা থেকে ছেড়ে পরের দিন ভোরে ৪ টের সময় দীঘায় পৌঁছবে। অপরদিকে ০৩৪৬৬ স্পেশাল ট্রেনটি অক্টোবর মাসের ৬, ১৩, ২০ ও ২৭ তারিখ এবং নভেম্বর মাসের ৩, ১০, ১৭ ও ২৪ তারিখ প্রত্যেকটি রবিবার দীঘা থেকে ভোর ৫ টার সময় যাত্রা শুরু করবে এবং ওই দিন সন্ধ্যা ৬ টায় মালদায় পৌঁছবে।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে হাওড়া ব্রিজ অবরোধ, যানজট

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ আগস্টঃ আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই এর তরফ থেকে হাওড়া ব্রিজ অবরোধ করা হলো। শনিবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ হাওড়া ময়দান থেকে বাম ছাত্র যুব কর্মীরা বঙ্কিম ব্রিজের উপর দিয়ে মিছিল করে হাওড়া ব্রিজে পৌঁছান। তারা প্রায় কুড়ি মিনিট হাওড়া ব্রিজ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। ঘটনাস্থলে আসে বিরাট পুলিশ বাহিনী। অবরোধের জেরে হাওড়া ব্রিজে যান চলাচল ব্যাহত হয়। বিক্ষোভকারীরা দোষীদের কঠোর শাস্তিরও দাবি করেন। হাওড়া ব্রিজে আন্দোলনকারীরা বলেন, আরজি করের ঘটনায় রাজ্যের মান মর্যাদা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর প্রশাসন। আমাদের দাবি যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রকৃত দোষীরা গ্রেফতার হচ্ছে আমাদের আন্দোলন চলবে। সেখানে বসে একজন নয়, প্রভাবশালীরা রয়েছেন। সেখানে ড্রাগ র‍্যাকেট, সেক্স র‍্যাকেট, হাসপাতালে বেআইনি নিয়োগ, পাস করা থেকে সমস্ত অপরাধের বিরোধিতা করেছিলেন বলে ওই ডাক্তারি পড়ুয়াকে নৃশংসভাবে মরতে হলো। একজন মহিলার হাতে রাজ্যের ভার রয়েছে যিনি মহিলাদের নিরাপত্তাও দিতে পারেন না।

সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছে

কলকাতা, ১৭ আগস্টঃ সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে হেডকোয়ার্টার, গার্ডেন রীচে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়েছে। শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, জেনারেল ম্যানেজার, সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী, সিভিল ডিফেন্স, সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেড এবং ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডদের দ্বারা উপস্থাপিত আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা দিবসে মহাব্যবস্থাপক সকলকে শুভেচ্ছা জানান। সাম্প্রতিক সময়ে এসইআর-এর অর্জনগুলি তুলে ধরে, জেনারেল ম্যানেজার বলেছেন যে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, যা ব্লু চিপ রেলওয়ে নামে পরিচিত, ভারতীয় রেলের শীর্ষ মালবাহী লোডিং অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি। ২০২৩-২৪ সালে, এস ই রেলওয়ে ২১১.৬ মিলিয়ন টন মাল লোড করেছে যা আগের বছরের তুলনায় ৪.৪৪ বেশি। এপ্রিল থেকে জুলাই ২০২৪ সময়কালে, এসইআর ৭০.৩২ মিলিয়ন টন মালবাহী লোডিং অর্জন করেছে যা ২০২৩-২৪ সালের অনুরূপ সময়ের তুলনায় প্রায় ৫.৩২ বেশি। মহাব্যবস্থাপক আরো বলেন, পরিচালন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বছর এ পর্যন্ত ১৫৫ কিলোমিটার ডাবলিং৩য় লাইনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মহাব্যবস্থাপক বলেছেন যে যাত্রীদের আরও সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে, চলতি অর্থ বছরে বিভিন্ন স্টেশনে ২০টি লিফট এবং ১০টি এসকেলেটর চালু করা হয়েছে। তাছাড়া যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুবিধার্থে এ বছর এ পর্যন্ত ৩৯টি ফুট ওভার ব্রিজের কাজ শেষ হয়েছে।

এগুলি ছাড়াও, ৩৬টি প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ৩৪টি প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বিভিন্ন স্টেশনে ৮৭টি প্ল্যাটফর্ম শেড নির্মাণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় দূর করতে ৪৮৫টি বিশেষ ট্রেন চালানো হয়েছে। যাত্রীদের নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং লেভেল ক্রসিং থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য একটি বড় পদক্ষেপ হিসাবে, ৬টি রোড ওভার ব্রিজের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছে। তাছাড়া, গত আর্থিক বছরে এবং জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত ১৭টি লেভেল ক্রসিং বাদ দেওয়া হয়েছে। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে ৫ জোড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করা হয়েছে। তিনি যোগ করেছেন যে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে এসইআর-এর ৭২ টি স্টেশন তৈরি করা হচ্ছে এবং একটি স্টেশন এক পণ্য প্রকল্পের অধীনে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশনে ১০৮টি স্টল এবং ৪৮টি ট্রলি চালু করা হয়েছে। -এর বিশেষ প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে, জেনারেল ম্যানেজার বলেছেন যে এই বছর অপারেশন নানহে ফারিশতে এর অধীনে মোট ৯৮২ শিশুকে ট্রেন এবং স্টেশন চত্বর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং চাইল্ড লাইন বা তাদের পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। অপারেশন জীবন রক্ষা-এ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের কর্মীরা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ৬৩ জন যাত্রীর মূল্যবান জীবন বাঁচিয়েছেন। জেনারেল ম্যানেজার বলেছেন যে স্বাধীনতা দিবস স্মরণে হর ঘর তিরঙ্গা উদযাপন করেছে। এসইআর-এর সকল কর্মচারী হর ঘর তিরঙ্গা প্রচারণার সাথে যুক্ত ছিলেন। মহাব্যবস্থাপক কর্মচারীদের জাতির অগ্রগতির জন্য হাত মিলিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। এ উপলক্ষে দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানটি এসইআর হেডকোয়ার্টার কালচারাল টিম এবং এসইআর ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডের সদস্যরা উপস্থাপন করেন। খড়গপুর, আদ্রা, চক্রধরপুর এবং রাঁচির বিভাগীয় অফিসেও স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছে।

স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান প্রদর্শনী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ আগস্টঃ হাওড়ায় বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান প্রদর্শনী, গতানুগতিক শিক্ষার বাইরে অন্যান্য শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ বৃদ্ধিতে জোর। শনিবার সকালে হাওড়ায় একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান প্রদর্শনী হয়ে গেল শরৎ সদনে। ওই ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের পড়ুয়ারা এদিন বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন মডেল হাতে-কলমে তৈরি করে তা প্রদর্শনীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরেন। এদিনের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন শিবপুর আইআইইএসটির অধ্যাপক সি কে চন্দ্র সহ বিভিন্ন কলেজ ও স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা। উপস্থিত ছিলেন স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা। এদিনের প্রদর্শনীতে বিজ্ঞানের পাশাপাশি কর্মশিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ও ছাত্রছাত্রীরা উপস্থাপন করে। শিবপুর আইআইইএসটির অধ্যাপক সি কে চন্দ্র বলেন, এই ধরনের কর্মশালায় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রেও জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। এই ধরনের প্রদর্শনী ও কর্মশালা আরও বেশি করে করা প্রয়োজন। এতে পড়ুয়ারা আরও বেশি মাত্রায় উপকৃত হবে। এই স্কুলে শেষ ৪-৫ বছর ধরে বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে আসছি। একজন পুরনো শিক্ষক হিসেবে এদিনের অনুষ্ঠান উপভোগ করেছি। এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভালো ফল করছে। এই ৪-৫ বছরে স্কুলটি প্রভূত উন্নতি করেছে। এই স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা যেভাবে যে পথে ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করেছেন তা সত্যিই মুগ্ধ করে। শুধুমাত্র মেধাবী ছাত্র তৈরি নয় একজন দেশের প্রকৃত নাগরিক তৈরি করাই এই স্কুলের লক্ষ্য। স্কুলের এক শিক্ষক বলেন, এই ধরনের প্রদর্শনী হলে অভিভাবকদের উচিত তাদের ছেলেমেয়েদের অংশগ্রহণ করাতে। এই ধরনের কর্মশালায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করলে অভিভাবকরা বুঝতে পারে স্কুলে গতানুগতিক শিক্ষা ছাড়াও অতিরিক্ত যা শিখছে বা যা স্কুল থেকে কিনতে বলা হচ্ছে তার তাৎপর্য কি।

চির সবুজের ডাকে কয়েকশো চারাগাছ বিতরণ করা হল নামখানা ব্লকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নামখানা, ১৭ আগস্ট ঃ ডক্টর মৌমিতা দেবনাথ এর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অসুর শক্তির কঠোর শাস্তির দাবিতে নামখানা ব্লকের উত্তর শিবপুর আলাপন ক্লাবে ৭৮ তম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হলো। এই উপলক্ষে কয়েকশো সাধারণ মানুষকে চির সবুজের ডাকে চারাগাছ বিতরণ করা হয়। আলাপন ক্লাব স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে এই বছরও বাংলার সমাজ এবং সংস্কৃতির উৎকর্ষতার জন্য সামাজিক অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তাদের কর্ম প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছে। গৌরবের এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে প্রায় কয়েকশো ছাত্রছাত্রী এই দুটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে । অবাক করার বিষয় ছিল এই বছর ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় পাঁচটি বিভাগে প্রায় ২৬৩ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক প্রতিযোগির হাতে উপহার তুলে দেন। কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় কবি এবং শিক্ষক শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতি আরো উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত করে তুলেছিল এই প্রতিযোগিতাটিকে। ওই দিন সন্ধ্যায় তারা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যেখানে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় দেশাত্মবোধক নাচ, গান, আবৃত্তি ও ক্যারাটে-সেল্ফ ডিফেন্স কৌশলের অনুষ্ঠান মন জয় করেছে স্থানীয়দের। নামখানা ব্লকের দুঃস্থ এবং কৃতি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য শিল্পা স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করে অর্পিতা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট।

বিশিষ্টদের সংবর্ধনার পাশাপাশি কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের স্মারক প্রদানের মধ্য দিয়ে সম্মান জানানো হয়। তমাল কান্তি দাস,পবিত্র মাইতি, অদ্রিজ দোলই, দীপ্তি নায়েক, প্রীতম মল্লিক, অনিন্দিতা মাইতি-র মতো মেধাবী উজ্জ্বল ছাত্র-ছাত্রীদের আগামী দিনের পড়াশোনার কর্মপন্থা এবং প্রান্তিক এলাকার পরিবার থেকে উঠে আসার জীবন সকলকে অনুপ্রাণিত করেছে তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে। আলাপন ক্লাবের বর্তমান সভাপতি শিক্ষক অরিন্দম মান্না ও সম্পাদক শিল্পী পলাশ দাস আন্তরিকতার সহিত এলাকার সাধারন মানুষ ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন উত্তর শিবপুর দশমাইল বাজার ব্যবসায়ী সমিতিকে। ক্লাবের সকল সদস্য-সদস্যাদের নিরলস পরিশ্রম ও সহযোগিতাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন বিভিন্ন মহলের মানুষজন।

‘কথা-কর্ণভার’ এই নাটকে রন্ধে রন্ধে জড়িয়ে রয়েছে ইতিহাস

ইন্দ্রজিৎ আইচঃ বেঙ্গল রেপার্টরি বিগত প্রায় ১২ বছর ধরে পারফর্মিং আর্টের ক্ষেত্রে কাজ করছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু পরীক্ষামূলক স্টেজ পারফরম্যান্স করেছে তারা। উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা হল- মনন, বাসনা, অশ্বত্থামা, দ্য ওয়ার মেশিন, আবাহন, কথা-কর্ণভার, স্বর্ণ-সংহার, ঝুলন, জশন-এ-রঙ্গ ইত্যাদি। ভারত রঙ্গ মনোভাব, থিয়েটার অলিম্পিক সহ নানান আন্তর্জাতিক ও জাতীয় অনুষ্ঠানে এই দলটি অংশগ্রহণ করেছে। গ্রুপের শিল্পীরা নিয়মিত পারফর্মিং আর্ট অনুশীলন, গবেষণা এবং তীব্র প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে। ভারতীয় নাট্যতত্ত্ব ও কলার অনুশীলনে জোর দেয় বেঙ্গল রেপার্টরী। অঙ্গশুদ্ধি ও অঙ্গিকাভিনয়ের উপর দলটি বিশেষভাবে যত্নবান। শুরু থেকেই হঠযোগ অনুশীলন রেপার্টরীর অপরিহার্য অংশ। সদস্যদের আবৃত্তির অনুশীলন এবং প্রশিক্ষণে উৎসাহিত করা হয়। বেঙ্গল রেপার্টরী সর্বদা তার সদস্য ও শ্রোতাদের মধ্যে ভারতীয় দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে সচেষ্ট। সম্প্রতি ৪ঠা আগস্ট রবিবার, ভাস রচিত কর্ণভারম এবং রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ এই দুটি রচনার সংশ্লেষ ঘটিয়ে বেঙ্গল রেপার্টরীর প্রযোজনা ‘কথা-কর্ণভার’ মঞ্চস্থ হল কলকাতার জ্ঞান মঞ্চে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের দর্শকরা উপস্থিত ছিলেন এই বিখ্যাত সাহিত্যকর্মের নাট্য রূপান্তরের সাক্ষী হতে। সুমন সাহার পরিচালনায় এই কালজয়ী বিষয়টি এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর ব্যাখ্যা কর্ণের নৈতিক এবং দার্শনিক দ্বিধাগুলির উপর জোর দেয়, চরিত্রটির অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব এবং দৃঢ়তা তুলে ধরে। নাটকের প্রতি ক্ষেত্রে অপূর্ব প্রয়োগ নৈপুণ্য সে বুদ্ধিদীপ্ত মঞ্চ পরিকল্পনা থেকে নানা সরঞ্জামের প্রতীকী ব্যাবহার, সঙ্গীত, কুশীলবদের দলবদ্ধ শৈল্পিক সমন্বয় এবং সর্বোপরি পরিচালক সুমন সাহার কর্ণের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় একটার পর একটা মুগ্ধকর নাট্য-মুহূর্তের জন্ম দিয়েছে। সঙ্গীতে মনিত পল (সরোদ), শুভাসিস সরকার (তালবাদ্য) অনুপ ঘোষ (সহকারী পারকাশনিস্ট), এবং সাম্যব্রত মুখার্জী (এসরাজ) তাঁদের পারফরম্যান্সে অনবদ্য ছিলেন। তাঁদের অসাধারণ পারফরম্যান্স নাটকটিকে এক নতুন মাত্রায় নিয়ে যায়। সংস্কৃত নাটকের ধারা অনুযায়ী সঙ্গীত সহযোগে মঙ্গলাচরণ, সভাপূজা ইত্যাদি তার সাথে বাংলার ঢাকের প্রয়োগ অত্যন্ত সুবিবেচিত যার সঙ্গীত আয়োজনে ছিলেন শুভাশিস সরকার। মহাকাব্যের বিপুল ঘটনা স্রোত থেকে কর্ণের সঙ্গে জড়িত তিনটি ঘটনা কথা-কর্ণভারে একে একে বর্ণিত হয়। কর্ণকে কুন্তীর(অভিনয়ে পুজা রায়) নিজের পরিচয় জানিয়ে পাণ্ডব শিবিরে যোগদানের আহ্বান, ইন্দ্রের (সঞ্জয় মুখার্জী) ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে কর্ণের কাছ থেকে তার কবচ-কুণ্ডল দান গ্রহণ এবং অস্ত্রশিক্ষার সময় পরশুরামের অভিশাপ। পরশুরাম পর্বে কিশোর কর্ণের ভূমিকায় পিয়াংকা চক্রবর্তীর অভিনয় অভিভূত করেছে। নাটকটিতে আরেকটি বিশেষ সংযোজন কৃষ্ণের (চন্দ্রাণী সরকার)নিশুদ্ধ উপস্থিতি সারা নাটকটি জুড়ে। সহায়ক অভিনেতারা - হৃদয় পাল, অঙ্কুর ঘোষ, সম্রাট রায়, দেবজিত রায়, পারমিতা মন্ডল এবং সঞ্চারী মুখার্জী, গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, প্রতিটি তাদের নিজ নিজ ভূমিকার মাধ্যমে পুরো প্রযোজনার উপর প্রভাব ফেলেছেন। এই নাটকে ঐতিহ্যগত থিমগুলির সাথে আধুনিক মঞ্চায়নের কৌশলগুলির সংমিশ্রণটি প্রশংসিত হয়েছে, যা অভিজ্ঞ থিয়েটারপ্রেমী এবং নতুনদের উভয়ের-ই সমান ভাবে মন ছুঁয়ে গেছে। সব মিলিয়ে সকলের দেখার মতন প্রযোজনা এই নাটক।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৫৮ সংখ্যা, রবিবার, ১ ভাদ্র, ১৪৩১

ভারতীয় পুরাণ গ্রন্থে বিশ্ববীক্ষা

স্কন্দ পুরাণুসারে পৃথিবীর আগে মানুষের বাসভূমি মঙ্গল গ্রহ ছিল। তারও আগে মানুষের বাসভূমি ছিল বৃহস্পতি গ্রহে। স্কন্দ পুরাণে এও লেখা আছে, মানুষের আগামী বাসভূমি হবে শুক্র গ্রহে। আর তারপর হবে মহাপ্রলয়। অর্থাৎ আমাদের সূর্য একসময় মৃত নক্ষত্রে পরিণত হবে। আর অদ্ভুদভাবে আজকের বিজ্ঞানীরা সেই একই কথা বলছে। বিগত তিন এবং চার বছর ধরে স্কন্দ পুরাণে লিখিত কথাগুলোই আধুনিক বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রতিবেদনের মাধ্যমে সেই কথাগুলোই বলে যাচ্ছে। কোনো এক অজানা কারণে আমরা আমাদের পুর্বপুরুষের অধিকৃত বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্মৃত থেকে এখন পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে পড়ছি। যে বিজ্ঞান আমাদের স্মৃতিতে থাকার কথা, সেই বিজ্ঞানকে আমরা ওদের কাছ থেকে স্মৃতিতে ডাউনলোড করছি। আজকের অজ্ঞ প্রজাতির আমরা বিজ্ঞানকে আমরা ওদের কাছ থেকে নতুন করে জানছি। কোনো এক ইউরোপীয় বা আমেরিকার বিজ্ঞানী বিষয়টির সম্বন্ধে না বললে আমরা সেটার কথা বিশ্বাস করতে চাই না। প্রাচীন বিজ্ঞানের কথা বললেই আমরা তার কথাগুলোকে ভুল।প্রমাণ করতে সর্বপ্রথম জানতে চাই, এটার সত্যতা প্রমাণসাপেক্ষে তার কাছে বিদেশীয় বিজ্ঞানীর কোনো আর্টিকেল আছে নাকি। বৈদিক সভ্যতার কথাই ধরি। যে সভ্যতাকে কেবলমাত্র আজকের হিন্দুরা সংস্কৃতি হিসেবে জীবনযাপন করেনি। যে সভ্যতার ধারক বাহক কেবলমাত্র হিন্দুরাই ছিল না। সেই সভ্যতার ধারক ও বাহক সকল মহাদেশের মানুষজন ছিল। সেই প্রাচীন সভ্যতাকে ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকার লোকেরাও জৈবিক সংস্কৃতি হিসেবে জীবনযাপন করেছিল। কিন্তু কোনো এক সময় থেকে তারা এই জৈবিক সংস্কৃতি থেকে বিমুখ হয়ে নতুন নতুন সংস্কৃতির উদ্ভাবন করে ভিন্নধারার জীবনযাপন করতে লাগলো। স্কন্দপুরাণে বর্ণিত ব্রহ্মার প্রথম সন্তান দক্ষ প্রজাপতি ছিলেন সমগ্র পৃথিবীর রাজা। অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর মানুষ সে সময় একই সংস্কৃতির জীবনযাপন করতো। কলিযুগের প্রারম্ভে পঞ্চম দক্ষ প্রজাপতি অর্ধেক পৃথিবীর রাজা ছিলেন। অর্থাৎ সেই সময়ে পৃথিবীতে বৈদিক সংস্কৃতির ছত্রছায়ায় অর্ধেক পৃথিবীর মানুষজন। পৃথিবীর অর্ধেক মানুষজন প্রাচীন সংস্কৃতি থেকে বিমুখ হতে লাগলো। কিন্তু কেন? কৈলাস পর্বত একসময় পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। কিন্তু একটা সময় প্রকৃতিগত চাপে সেই কৈলাস পর্বত পূর্বে সরে এসেছে। ভারতীয় পুরাণ থেকে শুরু করে বেদ বেদান্ত যে পৃথিবীর সৃষ্টি কথা বলে তাকে আমরা দর্শন বলে থাখি। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র বহু প্রাচীন। এই সব দর্শন শাস্ত্র নিয়ে ইউরোপ চর্চা করছে। ভারতের পণ্ডিত সমাজ চর্চা করছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান যে সত্যের পথকে খুলে দিয়েছে তাকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই. ভারতীয় দর্শন নিয়ে চর্চা করা যেতে পারে। সেখানে যে পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে শুরু করে গ্রহণ নক্ষত্রের কথা বলা হয়েছে তাকে আমরা গ্রহণ করে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে ফেলে দিয়ে কোনটা সত্য তাকে আমরা গ্রহণ করে নিয়ে আর কোনও মতভেদ থাকবে না।

ভারত-ভাগ স্বাধীনতা ভুল?

বাংলাদেশে জমির সিএস পর্চার দিকে তাকালে দেখা যাবে, অধিকাংশ জমির মালিক ছিলেন হিন্দু জমিদাররা। আপনার দাদার বাবা কিংবা আপনার দাদার দাদা সেই জমিগুলো তাদের কাছ থেকে 'রায়তী' হিসেবে নিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের আগে থেকেই তারা নামমাত্র মূল্যে জমিজমা বেঁচে ভারতে পাড়ি জমানো শুরু করেন। সাতচল্লিশের পরে যেসব জমিদাররা থেকে গিয়েছিলেন, তারাও লক্ষ্য করলেন যে দাপট নিয়ে তারা একসময় চলতেন, এখন তাদের সেই দাপট আর নেই। ফলে তারাও তাদের সহায়সম্পদ বিক্রি করে কেউ ভারতে, কেউ ইউরোপ-আমেরিকায় চলে যান। এর ফলে এতোদিন চাষবাস করে খাওয়া, কিংবা সামান্য মাইনে চাকরি করা বহু বাঙ্গালী মুসলমান হঠাৎ করে এতো সম্পত্তির মালিক হয় যে তারা চাইলেই কয়েক পুরুষ কোনো চিন্তা ছাড়াই খেয়েপড়ে বেঁচে থাকতে পারে। আপনার পূর্বপুরুষরা জমিদারদের থেকে জমিগুলো এমনিএমনি পায় নি। এ জন্যে তাদের অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। উত্তরাধিকারসূত্রে বিশাল জমিজমার মালিক হয়ে অহংকার দেখানো বহু বাঙ্গালি মুসলমান জানে না, যার জন্যে তারা এতো বিশাল জমিজমার মালিক হয়েছে, যার জন্যে বাঙ্গালি মুসলমানরা বঙ্গদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করে খেতে পারছে, তাদেরকে করতে হচ্ছে না। ১৯৪৭ সালের ১৪ ই আগস্ট বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান গ্রহণ করে ইংরেজদের থেকে ও হিন্দু জমিদারদের শোষণ থেকে প্রথম আজাদি। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে সেখানকার মানুষ পেয়েছিল পাঞ্জাবিদের অত্যাচার থেকে স্বাধীনতা, যারা কিনা সাতচল্লিশের স্বাধীনতার চেতনার নামে আমাদের শোষণ করা শুরু করেছিলো। আর একাত্তরের চেতনার নামে যারা আমাদেরকে এতোদিন শোষণ করে এসেছে, তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলো মুজিবুরের নেতৃত্বে। উনিশো চল্লিশ সালের স্বাধীনতাকে বাংলাদেশের এতোদিন অস্বীকার করে এসেছে। বাংলাদেশের মানুষের প্রথম থেকেই সিদ্ধান্ত ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে না। বঙ্গবঙ্গ রদ হবার পর যেই মহাপুরুষরা বুকের রক্ত ঝরিয়ে আমাদেরকে হিন্দু জমিদারদের শোষণ থেকে মুক্ত করেছিলেন, তাদের জন্যে আমাদের শ্রদ্ধা। আশা রাখি, মহান ঈশ্বর সম্মান দেবেন। আমাদের প্রথম স্বাধীনতার প্রাক্কালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আলি জিন্না ভারত ভাগকে মেনে নিয়ে তিনি ভারতের শক্তিকে নষ্ট করেছেন। তিনি বুদ্ধিমান রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি কেন বারত ভাগকে মেনে নিলেন। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধিও ভারত ভাগকে রুখতে পারেনি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শিক্ষার দরকার। শিক্ষা গ্রহণ না করতে পারলে মানসিক শক্তি জাগরিত হবে না। মানসিক শক্তির বিকাশ করতে হবে। তবেই সৃষ্টিশীল গজ সৃষ্টি হবে। জগতে সবাই কাজ করতে এসেছে। সবার কাজ করা উটিত। কাজকে অবহেলা করা একেবারে উচিত নয়। যিনি কাজকে অবহেলা করেন তিনি বিপদে পড়েন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছিলেন কর্মহীন ব্যক্তির জগত অন্ধকার। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মকে কোনও রকম ভাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়া উচিত নয়। কর্মবীরকে সবাই সম্মান করে। কেউ কর্ম ছাড়া থাকতে পারে না।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। শ্যামা মা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। তিনি আবার ভুক্তি দান করেন। তিনি অভয় দান করেন। বাংলা তন্ত্র সাধনার জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু মা কালীকে তন্ত্র এবং ভক্তি রসে নিয়ে এলেন তারাপীঠের মা কালীই হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি জগদ্ধাত্রী। করালবদনী। তিনি ধ্যানযোগিনী। তিনি বিশ্বের ধারক এবং বাহক। তিনি সাধিকা। তিনি মন্ত্র সৃষ্টিকারিকা। ভক্তদের মনকে জাগ্রত করতে হবে। এক যোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনার দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। তারাপীঠের মা কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মাতৃশক্তি বড় শক্তি।

বিপ্লবী সমিতির কর্মকাণ্ডকে সচল রাখতে অর্থের অভাব দেখা দিলে ব্রিটিশ সরকারের কোষাগার আক্রমণ করে অর্থ সংগ্রহ করা সিদ্ধান্ত হয়

রবীন্দ্রকুমার শীল

বিপ্লবী অরবিন্দ ১৯০৬ সালে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি যদিও তার আগে থেকে বাংলায় গুপ্ত সমিতি তৈরি করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন তাঁর ভাই বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ। তিনি না থাকলে বাংলার বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি তৈরি হতে বহু দেরি হতো। সময় নিত। বিপ্লবী অরবিন্দ ভালো সংগঠক ছিলেন না। তিনি শুধু উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারতেন এবং কৌশল গ্রহণ করতে পারতেন। আর বিপ্লবী বারীন ঘোষ সশরীরে উপস্থিত থেকে বিপ্লবী সমিতি তৈরি করেছিলেন। তিনি উদ্যোগী হয়ে মুরারি পুকুরে বিপ্লবীদের গোপন বোমার আস্তানা নির্মাণ করেছিলেন। মেদিনীপুরে যে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি তৈরি হয়েছিল তাতে তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। চন্দননগরে বিপ্লবী সমিতি তৈরি করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন অরবিন্দ এবং তাঁর ভাই বারীন ঘোষ। বিপ্লবী সমিতির নামকরণ করা হয়েছিল 'যুগান্তর' দল। এই বিপ্লবী দলের একটি মুখপত্র ছিল সেই মুখপত্রের নাম দেওয়া হয়েছিল 'যুগান্তর'। এর সম্পাদক ছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। এই বিপ্লবী সমিতিকে আর্থিক দিক দিয়ে সহায়তা করতেন রাজা সুবোধ মল্লিক, উত্তর পাড়ার জমিদার থেকে শুরু করে বাংলার বেশ কয়েকটি শক্তিশালী জমিদাররা। তবে রাজা নবকৃষ্ণ দেবের পরিবারদের কোনও সদস্য বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তাঁরা সব সময়ে ইংরেজদের পক্ষে থাকতেন। বিপ্লবী বারীন ঘোষের উদ্যোগে বিপ্লবীদের মুখপাত্র 'যুগান্তর' পত্রিকা (১৯০৬) সালে প্রকাশ লাভ করে। অরবিন্দ আবার 'বন্দেমাতরম' (১৯০৬) পত্রিকা সালে প্রকাশ করেছিলেন। এই দুটি পত্রিকা বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করতে সাহয্য করে। মাত্র দুই বছরে বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন অরবিন্দ এবং বারীন ঘোষ। তাঁরা দ্রুত বেশ কয়েকজন ইংরেজ কর্তাদের মারার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেই সব পরিকল্পনা দ্রুত গ্রহণ করতে হয়েছিল তার একটি মাত্র কারণ ছিল যে তাঁরা বিপ্লবীদের অধিকার এবং স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেন। তাঁদেরকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ। যদিও বহু সমালোচকেরা বলে থাকেন যে বিপ্লবী অরবিন্দের গুপ্ত হত্যার সিদ্ধান্ত এত দ্রুত গ্রহণ করাটা ঠিক হয়নি। ইংরেজ প্রশাসকদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করাটা সেই যগের পরিবেশে সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি। তখন বাঙলায় সশস্ত্র সংগ্রাম করার মতো পরিবেশ ছিল না। সশস্ত্র সংগ্রাম জনগণকে নিয়ে করতে পারলে বিপ্লবী সংগ্রাম আরও শক্তিশালী হতো। সেটা অরবিন্দ না করে গুপ্তভাবে বিপ্লবী আন্দোলন করতে গিয়ে জনগণের কোনও সাড়া তিনি পাননি। জনগণও জানতে পারেনি যে অরবিন্দ এত সব বড় বড় বিপ্লবী পরিকল্পনা গ্রহণ করে ভারতকে স্বাধীন করার চেষ্টায় রত। তবুও বলা যেতে পারে যে অরবিন্দের বিপ্লবী সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামকে আর বেশি উজ্জীবিত করতে থাকে। মাত্র দুই বছর সময় হাতে পেয়েছিলেন অরবিন্দ বাংলায় সশস্ত্র সংগ্রামকে উপস্থিত করতে। এরই মধ্যে পূর্ব বাংলার লাট ফুলার, চন্দননগরের মেয়র তার্দিভেল, লাট ফ্রেজার হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। এমনকী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন অরবিন্দ। এই সব পরিকল্পনা সার্থক লাভ করেনি। তবে মজফফরপুরে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে গিয়ে বাংলার গুপ্ত সমিতির আন্দোলনের খবর প্রকাশ্যে এসে উপস্থিত হল। কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্ল চাকি। কিংসফোর্ডকে মারার জন্য যে ধরনের শক্তিশালী বোমা তৈরি করা হয়েছিল তাতেইংরেজ সরকার একেবারে ঘাবড়ে যায়। তারা আর দেরি না করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে যুক্ত সব সদস্যাদের গ্রেফতার করে জেলবন্দি করতে হবে। দেশ জুড়ে সশস্ত্র সংগ্রামীদের গ্রেফতার করতে শুরু করে ইংরেজ সরকার। প্রায় চল্লিশ জনের অধিক বিপ্লবীদের গ্রেফতার করে ছিল ইংরেজ সরকার। অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে ইংরেজ সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করে যা আলিপুর বোমা মামলা বলে ইতিহাসের পাতায় খ্যাতি লাভ করেছে। ১৯০৮ সালে গ্রেফতার হলেন বিপ্লবী অরবিন্দ, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন বোস সহ আরও অনেকে। আলিপুর আদালতে এক বছর ধরে এই মামলা চলেছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস অরবিন্দের হয়ে আদালতে সাওয়াল করেছিলেন। এই মামলার বিচারপতি ছিলেন অরবিন্দের কেমব্রিজ বন্ধু ব্রিচকফ। যদিও তিনি বলেছিলেন, অরবিন্দ ইংরেজ সরকারের কাছে একজন ভয়ঙ্কর ব্যক্তি। ২ মে, ১৯০৯ সালে অরবিন্দ কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। আর ৩০ মে, ১৯০৯ সালে উত্তর পাড়ায় বক্তৃতায় বিপ্লবী পথ পরিহার করে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চর্চার মগ্ন ভবিষ্যত কাটাবেন বলে উল্লেখ করলেন অরবিন্দ। পরে আমরা দেখতে পেলাম যে পণ্ডিচেরীতে গিয়ে বিপ্লবী অরবিন্দ ঋষি অরবিন্দে পরিণত হয়েছেন। তিনি বাংলা ছেড়ে পণ্ডিচেরীতে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করলেন এবং সেখানেই আশ্রম নির্মাণ করে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চর্চা করতে শুরু করেন। বহু সমালোচকরা বলেছেন যে অরবিন্দ বিপ্লবী আন্দোলনের পথ পরিহার করে পণ্ডিচেরীতে পালিয়ে গিয়েছিলেন নিজের আত্মরক্ষার জন্য। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন যে অরবিন্দ সেই সময়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলা এখনও সশস্ত্র সংগ্রামে উপযুক্ত নয়। বড্ড বেশি তাড়াহুড়ো করে সশস্ত্র সংগ্রামে নেমে পড়েছিল বিপ্লবীরা। তারা নিজেরাও প্রস্তুত ছিল না। তার ফলে সশস্ত্র সংগ্রামে যাঁরা লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কেউ কিন্তু সফল্য অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু বাংলার তরুণরা আর অপেক্ষা করতে পারছিল না। তারা মনে করেছিল যে ইরেজ প্রশাসনিক কর্তাদের হত্যা করতে শুরু করলেই সব ফেলে ইংরেজরা ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু ইংরেজরা যে কত শাক্তিশালী সেটা মাপতে পারেনি বিপ্লবীরা। তারা ভারতবর্ষের এসেছে শাসন করতে। খালি হাতে আসেনি সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে। দুউ দুটো বিশ্ব যুদ্ধকে সামাল দিয়ে অটুট ছিল ব্রিটিশ শক্তি। ভারত ত্যাগ করে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তকে ইংরেজারা আগে বাতিল করে দিয়েছিল। তার ফলে শক্তিশালী ইংরেজ সরকারের

সঙ্গে বিপ্লবীদের সরাসরি সংঘর্ষ শুরু হল। ইংরেজ শক্তির কাছে পরাস্ত হতে থাকলো বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবী দলগুলি।

বিপ্লবী অরবিন্দ পণ্ডিচেরী তো চলে গেলেন তাতেও কিন্তু বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন একেবারে থেমে থাকলো না। সাময়িক কয়েকটি বছর বিপ্লবীরা চুপ করে বসেছিল। তারপরেই আবার শুরু হয়ে গিয়েছিল গোপন তৎপরতা। এবারে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে এগিয়ে এলেন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, অনুকূল মুখার্জি, যতীন মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) এবং রাসবিহারী বসুসহ আরও অনেকে। বাংলার আবার বিপ্লবী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আলিপুর মামলার পরে অখণ্ড কেন্দ্রীভূত বিপ্লবী দলের অস্বিস্ত রাখা অসম্ভব হলেও দেখা গেল ছোট ছোট গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে। এই সব দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল (১) উত্তরবঙ্গ দল (২) পূর্ববঙ্গের অনুশীলন দল (৩) পশ্চিমবঙ্গের 'যুগান্তর' দল। প্রত্যেকটি দল এবার অবিনাশ চক্রবর্তীর পরামর্শ গ্রহণ করে চলতো। তিনি অরবিন্দের শূন্যস্থানকে পূরণ করেছিলেন। অবিনাশ চক্রবর্তী বিভিন্ন দলের যোগসূত্র হিসাবে কাজ করতে শুরু করলেন। অরবিন্দের বিপ্লবী দলের অধিকাংশ বলিষ্ঠ সদস্যরা আন্দামান কারাগার থেকে আসার পরে দেখা গেল যে তারা আর গুপ্ত সমিতির সঙ্গে কোনও সংযোগ রাখছে না। তাঁদেরকে আবার একটি সূত্রে গাঁথতে শুরু করে দিলেন অবিনাশ চক্রবর্তী। এবারে নতুন মুখ নিয়ে ছোট ছোট গুপ্ত সমিতিগুলি এক সাথে মিলেমিশে কাজ করতে শুরু করলো। 'আত্মোন্নতি সমিতি', 'বরাহনগর গোষ্ঠী' মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করলো। বিপ্লবীদের মুখপাত্র 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ করার ব্যাপারে আবার উৎসাহ দেখা দিল। কার্তিক চন্দ্র দত্ত এবং মোক্ষতা সামাধ্যায়ীর একটি দল তৈরি হল। তারপরে নিখিলেশ রায় আর একটি ভিন্ন দল তৈরি করলেন। প্রভাস চন্দ্র দেব, ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতির কেদার চক্রবর্তী, প্রিয়শঙ্কর সেন, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী 'পন্থা' প্রকাশক কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মতো নেতারা অন্যান্য বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে গোপনে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকলো। চোরবাগানের যোগেন্দ্রনন্দন ঠাকুরের ছাপাখানা এবং হ্যারিসন রোড (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধি রোড) এবং মির্জ্জাপুর স্ট্রিটের (বর্তমানে সূর্য সেন স্ট্রিট) সংযোগ স্থলে নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্তের 'বণিক প্রেস' থেকে গোপনে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকলো। ছাত্র ভাণ্ডারের দল শ্রমজীবী সমবায়ের অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রামচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করলেন। ছাত্র ভাণ্ডারের দলস্থ অধ্যাপক বিমলচন্দ্র দেব, লাডলিমোহন মিত্র (পরে বঙ্গবাসী কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক), যতীন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি বিদ্যাসাগর কলেজে ছাত্রদের সহযোগিতা নিয়ে 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রকাশ এবং প্রচার শুরু করা হল। এই রকম রাজনৈতিক পটভূমিকায় 'যুগান্তর' দলের সদস্য হরিশচন্দ্র সিকদার ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছন্নছাড়া দলকে আবার একটি ছাতার তলায় নিয়ে আসার উদ্যোগী হলেন। এই সময়ে ঢাকার অনুশীলন সমিতির দল ব্যতীত অন্য সব বিপ্লবী দলগুলি অবিনাশ চক্রবর্তীর নিদের্শকে পালন করতে থাকে। পরে তাঁর উপযুক্ত লোক হিসাবে এসে উপস্থিত হলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)। সব বিপ্লবী দলের সদস্যরা বাঘ যতীনের নেতৃত্বকে মান্যতা দিতে শুরু করলেন। সেই সময়ে যে সব গুপ্ত সমিতিগুলি গোপনে কাজ করছিল তাদের কথা কিন্তু ইংরেজ সরকার জানতো না। পরে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় ললিত চক্রবর্তীর স্বীকারোক্তির মধ্যে দিয়েই সব কিছু ফাঁস হয়ে গেল। ইংরেজরা মনে করেছিল অরবিন্দের গ্রেফতার এবং তাঁর পণ্ডিচেরী পলায়ন এবং বারীন ঘোষ সহ তাঁর বিপ্লবী সঙ্গীসাথীদের আন্দামানে কারাগারে নিক্ষেপের মধ্যে দিয়ে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রচেষ্টা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় ইংরেজ সরকার জানতে পারলো আবারও নতুন করে বিপ্লবী দল মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে। এই সব দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দল হচ্ছে (১) শিবপুর দল (২) কুর্চ্চি দল (৩) খিদিরপুর দল (৪) চাঙ্গরিপোতার দল (৫) ঝাউগাছা দল (৬) যুগান্তর দল (৭) মজিলপুর দল (৮) হলুদবাড়ী দল (৯) কৃষ্ণনগর দল (১০) নাটোর দল (১১) ছাত্র ভাণ্ডার দল ও (১২) রাজশাহী দল। এই দলগুলি ছাড়াও আর বহু দল ছিল। পূর্ব বঙ্গের অনুশীলন দল, বরিশালের প্রজ্ঞানন্দের দল, বগুড়ার যতীন্দ্র রায়ের দল যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। আলিপুর বোমা মামলায় বিপ্লবী অরবিন্দ এবং তাঁর সঙ্গীসাথীরা যখন অভিযুক্ত হতে শুরু করে দিয়েছেন তখন বাংলায় আর কেউই বিপ্লবী আন্দোলন করতে সাহস করছিল না। কিন্তু তারপরে চিত্রটা একেবারে পাল্টে গেল। ইংরেজরা বিপ্লবীদের প্রতি যে ধরনের অমানুষিক অবিচার শুরু হয়ে দিয়েছিল তার প্রতিকার করতে বদ্ধপরিকর হলেন গুপ্ত সমিতির সদস্যরা। তাঁরা এবারে শক্তিশালী অস্ত্রের সন্ধান করতে থাকলেন। তখন অস্ত্র পাওয়া খুবই মুশকিল ছিল। চোরা পথে অস্ত্র আসতো। কিন্তু তা অত্যাধিক দামে ক্রয় করতে হতো। বিপ্লবী দলগুলি এমনিতেই আর্থিক দিক দিয়ে ধুঁকছে। তার ওপরে বহু যুবকেরা দেশের হয়ে কাজ করতে আগ্রহী। গুপ্ত সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলো। এই সব তরুণ বিপ্লবী সদস্যদের শারীরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি অস্ত্র চালানো প্রশিক্ষণ দেওযা হতো। তবে খুবই গোপনে। কোনও সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে সেখানে তরুণ বিপ্লবীদের অস্ত্র চালানোর শিক্ষা গ্রহণ করছেন। গুপ্ত সমিতি পরিচালনা করতে অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। সেই সব অর্থ জোগাড় করা হতো চাঁদা তুলে। কিন্তু চাঁদা দেওয়ার লোকের সংখ্যা একেবারে নগণ্য ছিল।

বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব যতদিন বিপ্লবী অরবিন্দ দিয়েছিলেন ততদিন কিন্তু ডাকাতি করার কথা চিন্তা করেনি বিপ্লবীরা। অরবিন্দকে সেই সময়ে বাংলার বহু জমিদার থেকে শুরু করে ধনীরা আর্থিক সাহায্য দিত। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জমিদার ছিলেন রাজা সুবোধ মল্লিক এবং উত্তর পাড়ার জমিদাররা। ইনারা অরবিন্দকে আর্থিক সাহায্য করতো।

কলকাতার কয়েকটি বিখ্যাত রেস্তোরাঁ

বিশেষ প্রতিবেদক

স্বাদ বদল করতে কোথায় যাবেন বুঝতে পারছেন না, চিন্তা নেই এখানে কলকাতার ২০ টি সেরা রেস্তোরাঁর রয়েছে। রসগোল্লা থেকে শুরু করে আলুর বিরিয়ানি পর্যন্ত, কলকাতা দেশের সমস্ত ভোজনরসিকদের জন্য সেরা জায়গা। ১৯১১ সাল পর্যন্ত যখন কলকাতা দেশের রাজধানী ছিল, তখন থেকে এখন পর্যন্ত, অভিবাসী সংস্কৃতি এবং রন্ধনপ্রণালীর দ্বারা প্রভাবিত শহরটির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে খাবার, যা কলকাতার একটি সুপরিচিত সত্য। কলকাতায় দেশের প্রাচীনতম রেস্তোরাঁগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি অবস্থিত। শহরের সেরা ২০ টি প্রাচীনতম রেস্তোরাঁর তালিকা উপস্থাপন করা হলো।

১. ইন্ডিয়ান কফি হাউস ঃ কলেজ স্ট্রিটের মাঝখানে এই জায়গাটি কয়েক প্রজন্ম ধরে ছাত্রদের জন্য কফি এবং কাটলেট/পাকোড়া সহযোগে 'আড্ডা' দেওয়ার একটি অত্যাবশ্যকীয় স্টপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৪২ সালে অ্যালবার্ট হলে যা শুরু হয়েছিল তা এখনও বর্তমান যুবকদেরও একটি প্রিয় জায়গা। ব্যস্ততার মধ্যেও তারা কফি হাউসে আসার জন্য আড্ডা দেওয়ার জন্য সময় বরাদ্দ করে। এই জায়গাটি নিয়ে মান্না দে একটি আস্ত গান করে ফেলেছিলেন। কলকাতার প্রিয় কাফের সামাজিক অবদান ছাড়াও, এই জায়গাটি স্থাপত্যের দিক থেকেও অবদান রাখে। ফ্রেঞ্চ জানালা এবং দ্বিগুণ উচ্চতার ছাদ সহ এই জায়গাটি আমাদের বাঙালিদের একটা সেন্টিমেন্ট বহন করে। অবশ্যই ট্রাই করুন ঃ কোল্ড কফি উইথ ক্রিম, চিকেন আফগানি কাটলেট। ফ্লুরিজ ঃ ফ্লুরিজ ইংরেজ দের মধ্যে একটি জনপ্রিয় টিয়াররুম হিসাবে বিখ্যাত ছিল। ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, ফ্লুরিজ তার সমস্ত গ্রাহকদের মিষ্টি খাবার পরিবেশন করার জন্য বিখ্যাত। কেক এবং পেস্ট্রি ছাড়াও ফ্লুরিরের ইংরেজী প্রাতঃরাশ সকলে খুব পছন্দ করেন। আপনি যদি শহরের অন্যতম সেরা বেকড কেক, পেস্ট্রি এবং এই জাতীয় অন্যান্য সুইস এবং ইংরেজি সুস্বাদু খাবারের স্বাদ পেতে চান তবে এই জায়গাটি একেবারে মিস করবেন না! ফ্লুরিরের সবচেয়ে নিয়মিত গ্রাহকদের মধ্যে একজন ছিলেন সত্যজিৎ রায় যিনি প্রতি রবিবার সকালে প্রাতরাশ করতে করতে যেতেন। ৩. গোলবাড়ি ঃ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, গোলবাড়ি

এবং কষা মাংস সমার্থক হয়ে আসছে। এই জায়গাটি সম্পর্কে চমৎকার বিষয় হচ্ছে ৯৪ বছর ধরে চলার পরেও, এরা কখনও এর মেনু পরিবর্তন করেনি। একসময় নিউ পাঞ্জাবি রেস্তোরাঁ নামে পরিচিত এই স্থানটির গোলাকার সম্মুখ ভাগের ('গোল' অর্থ বাংলায় বৃত্ত) জন্য এর নাম পরিবর্তন করে গোলবাড়ি রাখা হয়েছে। এই জায়গাটি সম্পর্কে বেশিরভাগ লোক যা জানেন না তা হল বাঙালি খাবারের জন্য বিখ্যাত গোলবাড়ি কষা মাংসের একটি পাঞ্জাবি পদ শুরু করেছিলেন, যেটা মোটেই বাঙালি পদ নয়। আপনি যদি কলকাতায় থাকেন, তাহলে আপনার খাওয়া সার্থক হবে না যতক্ষণ না আপনি এদের গ্রেভির গাঢ় মখমলের টেক্সচারে রান্না করা নরম মাটন না টেস্ট করেন। এবং মনে রাখবেন, এদের কোন শাখা নেই! ৪. দিলকুশা কেবিন ঃ কলেজ স্ট্রিটের কেন্দ্রে এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে অবস্থিত দিলকুশা কেবিন একসময় কবিরাজি কাটলেট পরিবেশনের জন্য একটি বিখ্যাত স্থান ছিল। দিলকুশার আক্ষরিক অর্থ হল 'হৃদয়-প্রসন্ন', এবং এখনও এদের কিংবদন্তি কবিরাজি এবং কাটলেট বিখ্যাত। এটি পুরানো প্রজন্মের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। এই ১০৮ বছর বয়সী কেবিনের আরও ছয়টি কেবিন শহরে ছড়িয়ে আছে যেগুলি অনেক রোমান্সের আবাসস্থল ছিল। যদিও বাকি কেবিনগুলি ২০১১ সালে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, কলেজ স্ট্রিটের একটি এখনও টিকে আছে।

৫. অনাদি কেবিন ঃ শহরের আরেকটি খ্যাতিমান কেবিন। এটি সব বয়সের গ্রাহকদের সাথে নিরবধি খাওয়ার আউটগুলির মধ্যে একটি। আলু তরকারি এবং পেঁয়াজের সালাডের সাথে পরিবেশন করা কিমা ভরা মুঘলাই পরোটার জন্য বিখ্যাত, এর বিশেষত্বের স্বাদ এখন ৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে গ্রাহকদের রসনা তৃপ্ত করে আসছে।

৬. পিটার ক্যাট ঃ পার্ক স্ট্রিটে অবস্থিত, পিটার ক্যাট তার অনন্য চেলো কাবাবের জন্য জনপ্রিয়তা পেয়েছে ১৯৭৫ সাল থেকে। তাদের চেলো কাবাব প্ল্যাটার যা পোচ করা ডিম এবং গ্রিলড কাবাব এবং সবজির সাথে বাটারড রাইসের সংমিশ্রণ অনন্য। প্রায়শই এখানে গ্রাহকদের বিশেষ খাবারের স্বাদ নেওয়ার জন্য সারিবদ্ধভাবে দেখতে পাবেন, বিশেষ করে উৎসব এবং নববর্ষের সময়। ৭.চায়না -টাউন ঃ চায়না-টাউন, ভারতের একমাত্র চায়না-টাউন। একসময় এখানে ২০,০০০ টিরও বেশি জাতিগত চীনা ভারতীয় নাগরিকের বাসস্থান ছিল, এখন তাদের জনসংখ্যা প্রায় ২০০০। এখনকার চীনারা ১৮২০ সালে ভারতে অভিবাসন করেছিল যা সময়ের সাথে সাথে চায়না-টাউনের বিকাশের দিকে পরিচালিত করে যেমনটি আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি। বর্তমানে ট্যাংরার চায়না-টাউন হল একটি রেস্তোরাঁয় পূর্ণ এলাকা যা আপনাকে খাঁটি চীনা খাবার পরিবেশন করে। রেস্তোরাঁগুলি যত বড় বা ছোট হোক না কেন, এক বার যদি আপনি এখানকার চাইনিজ রেস্তোরাঁর স্বাদ পান, আপনি ফিরে আসতে বাধ্য। রেস্তোরাঁগুলি হল বেইজিং, বিগ বস, কিম লিং ইত্যাদি। পুরানো চায়না-টাউন টিরেটি বাজারের বাইরে অবস্থিত। ৮. মোকাম্বো ঃ মোকাম্বো হল সেইসব পরিবারের জন্য একটি নিয়মিত গন্তব্য যারা এর বংশের একটি কোর্স হিসাবে এই জায়গাটি পরিদর্শন করে আসছে। এখানকার বিনয়ী কর্মীরা গ্রাহকদের সাথে ভালো আচরণ করার জন্য সুপরিচিত, মোকাম্বো সমস্ত সঠিক কারণে এই তালিকায় রয়েছে। ফিশ এ লা ডায়ানা, চিকেন আলা কিয়েভ, অ্যাঞ্জেলস অন হর্সব্যাকের মতো খাবারে সেরা এই জায়গাটি শহরের বিদেশি এবং প্রবাসীদের কাছে প্রিয়। যারা এটি জানেন না তাদের জন্য, মোকাম্বো এমন একটি কিংবদন্তি রেস্তোরাঁ যে এটি বলিউডের সিনেমা কাহানিতে স্ক্রিপ্ট করা হয়েছিল। ৯. অ্যাম্বার ঃ যারা কলকাতায় বেড়ে উঠেছেন, তাদের অনেক পারিবারিক জমায়েতের গল্পে একটি কমন নাম অ্যাম্বার। অ্যাম্বার হল একটি চমৎকার ডাইনিং রেস্তোরাঁ যেখানে বেশিরভাগ পারিবারিক জমায়েত উত্তর ভারতীয় উপাদেয় খাবার।কন

সম্পাদক সমীপেষু

শিবরাম চক্রবর্তীর মুক্তারাম বাবু মেস

শিবরাম চক্রবর্তী ও বিকোসুল বৃত্তান্ত। আজকের বিখ্যাত লেখক সমরেশ মজুমদার তখন উদীয়মান সাহিত্যিক। প্রথম চাকরির দৌলতে এজমালি ভাড়াটে বাড়িতে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকেন। ভোর সাড়ে ছটায় স্নানটান সেরে দরজায় তালা ঝুলিয়ে বালক দত্ত লেন আর মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটের সংযোগস্থলে চায়ের দোকানে গিয়ে বসেন। উৎসুক পাঠকরা তাঁর এক জীবনে অনেক জীবন বইটা পড়ে দেখতে পারেন। চায়ের দোকানে চা ছাড়াও একটা আকর্ষণ ছিল বিনাপয়সায় খবরের কাগজ পড়া যেত।

একদিন চা খাওয়া শেষ হতে মুখ তুলে চমকে উঠলেন। একজন মধ্যবয়সি মানুষ ধুতি আর জাল জাল গেঞ্জি পরে বালক দত্ত লেনে হেঁটে এলেন। তার এক হাতে ভাঁড়, অন্য হাতে মিষ্টির প্যাকেট। এই মানুষটির কার্টুন সেই ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছেন। শৈল চক্রবর্তীর আঁকা চেহারার সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই। স্বপ্নের মানুষ। প্রায় দৌড়ে গিয়ে ওঁকে প্রণাম করলেন। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, অ্যাই মরেছে।

সমরেশ হকচকিয়ে গেলেন। শিবরাম বললেন, 'দেখছ রাবড়ির ভাঁড় আর সন্দেশ নিয়ে হাঁটছি। প্রণাম নিলে আশীর্বাদ করতে হয় না? করলে এসব পড়ে যাবে যে! কী নাম? কী করা হয়?

সমরেশ নাম বললেন, সঙ্গে জুড়লেন, 'লেখালেখির চেষ্টা করছি। এবার সমরেশের ভাষায় বলি, শিবরাম বললেন, আমার পিছন পিছন এসো। রাস্তায় দেওয়ালে টাঙানো চিঠিপত্রের ডাকঘরের বাক্সের সামনে গিয়ে বললেন, আমি বগল ফাঁক করছি, তুমি কাগজটাকে ধরো।

দেখলাম ওঁর বাঁ হাতের বগলের মধ্যে ভাঁজ করা সেদিনের আনন্দবাজার। তার ওপর কাগজ সেঁটে ধানবাদের ঠিকানা লিখে ২পয়সার স্ট্যাম্প মারা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, আজকের কাগজ ধানবাদে পাঠাচ্ছেন?

তোমার কি অসুবিধে হচ্ছে? বলেই গলার স্বর বদলালেন, আমি ফিরিতে ওই কাগজ পাই। পড়ার পর ফেলে দিই। তা জেনে আমার এক ভাগনি, যে ধানবাদে থাকে, সে একগাদা টিকিট কিনে দিয়ে বলল, পড়ার পর বুকপোস্ট করে দিতে। ওরা আঠারো পয়সার এই কাগজ দুপুরে পায়। দুপয়সা দিয়ে বিকেলে পেলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। ফেলে দাও। দিলাম। উনি আবার গলিমুখো হলে বললাম, আপনার কাছে যেতে পারি? বললেন,এসো। ঠিকানাটা? মুক্ত আরামে থাকি, জিজ্ঞাসা করলেই লোকে বলে দেবে। এইজন্যেই শিবরাম বলতেন, মুক্তারামের তক্তারামে শুয়ে শুখতারাম খেয়ে জীবন কাটিয়ে দিলাম। এইবয়সে এসে ৬০ বছর আমৃত্যু প্রায় ঐ মেসে জীবন কাটিয়ে দিলেন।

একবার আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। দুপুরে - তাই কথা ছিল। মেস বাড়িতে ম্যানেজার বাবুকে বললেন, চলে যান তিনি ঘরে আছেন। প্রদীপ গিয়ে দেখেন, একটা সাইকেল চেন দিয়ে দুটো কড়ায় বেঁধে তালা লাগানো। প্রদীপ ফিরে এসে ম্যানেজারবাবুকে বলতে, তিনি বললেন, দরজা ঠেলে ডাকুন। প্রদীপ তাই করলেন। দরজা ফাঁক হতে দেখলেন চৌকিতে একটা কাগজ মুখে ঢাকা দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। ডাক শুনে উঠে ঐ কাগজ দিয়েই মুখ মুছে উঠে বসলেন। বললেন, ও প্রদীপ, ঐ দরজা ঠেলে একটু ফাঁক করে ঢুকে এসো, আমি আর উঠতে পারছি না। প্রদীপবাবু একটা সময়ে ওঁকে ডাকতে এসে এসেছিলেন। প্রদীপ ঢুকে বললেন, শিবরাম দা, এভাবে তো সব চুরি হয়ে যাবে।

হোস্টেলে উদ্ধার মালদার ফার্মেসি ছাত্রের মৃতদেহ, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ আগস্ট ঃ আর জি কর কান্ডের আবহের মধ্যে এবারে জঙ্গিপুরের তৃণমূল বিধায়কের হোস্টেল থেকে উদ্ধার হল মালদার ফার্মেসি ছাত্রের মৃতদেহ। জাকির হোসেন ইনস্টিটিউট অফ ফার্মেসি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিল তোহিদ করিম। চলতি মাসের ১৩ তারিখ রাত্রে এই কলেজের হোস্টেল থেকে উদ্ধার হয় তোহিদের নিথর দেহ। পরিবারের অভিযোগ পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে তাদের ছেলেকে। কারণ মৃত ছাত্রের চোখ দিয়ে রক্ত বের হওয়ার চিহ্নের পাশাপাশি দেহে একাধিক আঘাতের দাগও রয়েছে। ঘটনার পর স্থানীয় রঘুনাথগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে গেলে অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে পুলিশ বলে অভিযোগ। বলা হয় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই অভিযোগ নেওয়া হবে। এখানেই শেষ নয় কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং থানা থেকে জানানো হয় সংবাদমাধ্যমে না জানানোর জন্য। মৃত ছাত্রের বাবা রেজাউল করিমের অভিযোগ, ১২ তারিখ রাত্রে ছেলের সাথে কথা হয়েছিল। ছেলে বাড়ি থেকে আমের আচার এবং ছাতু আনার কথা বলেছিল। কোনরকম মানসিক অবসাদে ছিল না আমার ছেলে। যদি মানসিক অবসাদে থাকত তাহলে ১২ তারিখ রাত্রে ছেলের কথা বার্তায় আমরা বুঝতে পারতাম। আমি পেশায় লরি চালক সেই সূত্রে ১৩ তারিখ আমি রঘুনাথগঞ্জে ছিলাম। সকাল থেকে আমার ছেলের ফোনে সুইচ অফ আসছিল। রাত ৯টা নাগাদ আমি হোস্টেলে যেতেই আমার ছেলের রুমমেট ফোন করে জানায় তোহিদ মারা গেছে। আমি হোস্টেলে গিয়ে দেখি আমার ছেলের নিথর দেহ মেঝেতে পড়ে রয়েছে। ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ আমাদের দেখানো হয়নি। আমাদের খবর দেওয়া হয়নি অথচ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছে। আমি না গেলে হয়তো জানতেই পারতাম না আমার ছেলে মারা গেছে দেহ হয়তো লোপাট করা হত। পরিকল্পিতভাবে আমার ছেলেকে খুন করা হয়েছে তাই বিভাগীয় তদন্তের দাবি তুলছি আমি। পুলিশ বলেছিল ময়নাতদন্ত হবার সময় আমাদের উপস্থিতিতে হবে অথচ আমাদের জানানো হয়নি এমনকি এখনো পর্যন্ত লিখিত অভিযোগ নেয়নি পুলিশ, পাল্টা আমাদের শাসানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। মালদার ইংলিশ বাজার থানার যদুপুর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তোহিদ করিম। পাড়াতে খুব মেধাবী ছাত্র বলে পরিচিত ছিল সে। তাই তার মৃত্যু কোনভাবেই আমরা মেনে নিতে পারি না। পুলিশ প্রশাসন কোন ব্যবস্থা না নিলে আরজিকরের ঘটনার মতো আমরা গ্রামবাসীরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করবো হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। পাশাপাশি দোষীদের শাস্তির দাবি তুলে শনিবার সোচ্চার হন তারা। তোহিদের ইচ্ছে ছিল বড় হয়ে ভালো কিছু হওয়ার। এই ছেলে আত্মহত্যা করতেই পারে না। পরিকল্পনা করে হোস্টেলেই মারা হয়েছে তাকে। যেহেতু ওই ইনস্টিটিউটা স্থানীয় তৃণমূল বিধায়কের। তাই পুলিশ এই ঘটনা ধামাচাপা দিতে লিখিত অভিযোগ নিচ্ছে না। অভিযোগ তুলে সোচ্চার হয়েছেন স্থানীয় যদুপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য সেনাউল ইসলাম।

জলপাইগুড়িতে রাজ্যে সরকারের সঙ্গীতের আসরকে তীব্র কটাক্ষ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ আগস্ট ঃ আরজিকর কাণ্ডের জেরে শনিবার ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের ডাকে দেশ ব্যাপী চলছে চিকিৎসকদের কর্মবিরতি। শনিবার দিনেও আরজিকর হাসপাতালের চিকিৎসক তথা ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় মূল অপরাধীদের গ্রেফতারের দাবিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পালিত হচ্ছে শোক, প্রতিবাদ। ঠিক সেই সময় রাজ্যে সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের উদ্যোগে জলপাইগুড়ি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ব্যবস্থাপনায় শনিবার থেকে শহরের সরোজেন্দ্র দেব রায়কত কলা কেন্দ্রে বসতে চলেছে কলকাতার নামিদামি সঙ্গীত শিল্পীদের উপস্থিতিতে 'শ্রদ্ধাঞ্জলি ' নামক দুদিন ব্যাপী সঙ্গীতের আসর। আরজিকর কাণ্ডের পর থেকেই নির্ধারিত এই সঙ্গীত আসর নিয়ে কানাঘুষো চলছিলো উত্তরের অন্যতম সংস্কৃতির পীঠ স্থান জলপাইগুড়িতে। অবশেষে এদিন সাধারণ মানুষের বর্তমান মানসিক অবস্থার বিচার করে, এই মুহূর্তে এমন সংগীতের আসরকে তীব্র কটাক্ষ করেন বিগত লোকসভা নির্বাচনে বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী পেশায় শিক্ষক দেবরাজ বর্মন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, মানুষের সুস্থ মানসিক বিকাশ এবং আনন্দের জন্য সঙ্গীতের অবদান অনেকটাই, তবে এই মুহূর্তে যখন জেলা, রাজ্যে, দেশ, জুড়ে আর জি কর হাসপাতালের চিকিৎসক তথা ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে আমজনতা শোকাহত সেই সময় এমন সঙ্গীতের আসর বাংলার রুচির পরিপন্থী।

শাকসবজির দাম নিয়ন্ত্রণে কড়া নজর প্রশাসনের

কলকাতা, ১৭ আগস্ট ঃ আসন্ন উৎসবের মরশুমে ফের যাতে শাক সবজির দাম অস্বাভাবিক বেড়ে না যায় রাজ্য সরকার সেদিকে কড়া নজর রাখছে। এজন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করা হবে বলে রাজ্যের কৃষি বিপণন দফতর সূত্রে জানা গেছে। বাজারে শাকসবজির জোগান স্বাভাবিক রাখা এবং কালোবাজারি বন্ধ করা যার মধ্যে অন্যতম। রাতের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানিয়েছেন, অনাবৃষ্টির কারণে উৎপাদন কম হওয়ায় সবজির দাম মাসখানেক আগে বেড়ে গিয়েছিল। এখন সেই দাম ৪০ শতাংশ কমেছে। সাধারণ মানুষ যাতে তাঁদের সাধ্যের মধ্যে সবজি কিনতে পারেন তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। বর্তমানে বাজারে আলুর দাম ৩০ থেকে ৩২ টাকার আশেপাশে দাঁড়িয়েছে। তা আরো কিছুটা কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। কৃষি বিপণনমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে সুফল বাংলার ৪৯৩ টি স্থায়ী এবং ১২৫টি অস্থায়ী কাউন্টার রয়েছে। সেখানে ২৮ টাকা কেজি দরে জ্যোতি আলু বিক্রি করা হচ্ছে। এছাড়া কম দামে মানুষকে আলু পৌঁছে দিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে আলু বিক্রির পরিকল্পনাকেও কার্যকর করা হচ্ছে। উৎসবের মরশুমে বাড়তি চাহিদার সুযোগ নিয়ে মধ্যস্বত্বভুমি ও কালোবাজারিরা যাতে সক্রিয় না হয়ে ওঠে সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে।

ABRIDGED TENDER NOTICE

NIT No. WBPMID/DasP2/EO/NIT-107(24-25), TENDER NO.- T-01 to 09/24-25

e- Tender is being invited by the Executive Officer, Daspur-II Panchayat Samity for 09 Nos. **Development Work (15th CFC & 5th SFC Fund) under Daspur-II Block.** Intending bidders may access detailed information and respond from e-procurement portal of Government of West Bengal at **https://www.wbtenders.gov.in** on and from **17th August 2024(Saturday) at 9.00 A.M to 24th August 2024 (Saturday) up to 5.00 P.M.**

Sd/- Executive Officer,
Daspur-II Panchayat Samity,
Sonakhali, Paschim Medinipur.

Office of the Durku Gram Panchayat
Purulia-I, Purulia
gp.durku@gmail.com
Notice Inviting Tender

The Pradhan, Durku Gram Panchayat, Purulia-I, Purulia invites online tender bearing **NIT No: - 01/DGP/24-25** Dated 16.08.24 for 6 nos work from bonafied, resourceful contractor. Last date of bid submission 26.08.24. Details of NIT may be seen at office notice board.

Sd/-
Pradhan
Durku Gram Panchayat

নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ আগস্ট ঃ শিলিগুড়িতে ৮ বছরের এক নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করলো প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রাকেশ রাই (৫৭)। প্রধাননগর থানা অন্তর্গত এলাকায় একটি অ্যাপার্টমেন্টে নিরাপত্তা কর্মী হিসেবে কাজ করতেন ব্যক্তি। ব্যক্তি মূলত সিকিমের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, শুক্রবার নাবালিকাকে কাপড় দেওয়ার অজুহাতে যৌন হেনস্থা করে ব্যক্তি। পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি জানার পরই প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতকে শনিবার শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

গলায় সুপারি আটকে মৃত্যু মহিলার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ আগস্ট ঃ সুপারি খেতে গিয়ে প্রাণ গেল এক গৃহিনীর, শোকের ছায়া এলাকায় । জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের আলতা গ্রামে শনিবার সকালে এক মর্মান্তিক ঘটনায় সুপারি খেতে গিয়ে প্রাণ গেল এক গৃহিনীর। মৃতার নাম রিঙ্কি পারভিন (৩০)। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সকালের জল খাবার শেষে রিঙ্কি পারভিন যখন সুপারি খাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ তার গলায় তা আটকে যায়। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা দেখা দেয়। এরপরই নজরে আসে পরিবারের লোকজনের। পরিবারের লোকজন তাকে তড়িঘড়ি ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকরা তাকে বাঁচাতে পারেননি। কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহের ময়নাতদন্তের পর তা পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে কর্মবিরতির প্রভাব, খোলা জরুরি বিভাগ

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১৭ আগস্ট ঃ আরজি কর কান্ডের প্রতিবাদে চিকিৎসকদের যে কর্মবিরতি চলছে, তার প্রভাব পড়েছে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। শনিবার সকালে শুনশান ছিল হাসপাতাল চত্বর। জরুরি বিভাগ খোলা ছিল। রোগীদের খুব একটা দেখা মেলেনি। হাসপাতালে জরুরি বিভাগ ছাড়া অন্য পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। শনিবার সকালে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে সেই রকমটাই দেখা গেল। ডাক্তারদের সর্বভারতীয় সংগঠন, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন শনিবার সকাল ৬টা থেকে রবিবার সকাল ৬টা পর্যন্ত ২৪ ঘন্টার কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে।

৫১৫ বছরে পদার্পণ বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ির মনসা পুজো

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ আগস্ট ঃ জলপাইগুড়ির ঐতিহ্যবাহী বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ীর মনসা পুজো বলেই পরিচিত। এবার এই পুজো ৫১৫ বছরে পদার্পণ করল। রাজবাড়ির সদস্যদের কথায়, রাজবাড়িতে মা অষ্টমূর্তিতে পূজিত হন। রয়েছে অষ্টনাগের মূর্তি। বেহুলা, লখিন্দর, গোদা- গোদানির মূর্তিও আছে। আর সেই ঐতিহ্যবাহী পুজোর সাক্ষী থাকতে উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, অসম, বিহার থেকেও প্রচুর মানুষ আসেন এখানে। এই পূজার বিশেষত্ব আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে উত্তরবঙ্গের প্রাচীন বিষহরির গান এবং সাত দিনব্যাপী মেলাও। বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির পুজোয় মূর্তির যে চালচিত্র ব্যবহার করা হয়, তাতে মনসামঙ্গলের রীতিনীতির স্পষ্ট ছাপ আছে। বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে যে মূর্তিতে পুজো করা হয়, সেই রকম উত্তরবঙ্গের কোথাও নেই বলে দাবি করেছেন অনেকে। । পুজোর তিনদিন ভিন্ন রকমের ভোগ তৈরি করা হয়।

পুজো শুরুর দিনে ভোগ হিসেবে থাকে সাদা ভাত। দ্বিতীয় দিনে খিচুড়ি তৈরি করা হয়। শেষদিনে ভোগ হিসেবে দেওয়া হয় মিষ্টি। সেইসঙ্গে ভোগে পাঁচ ধরনের মাছও (ইলিশ, বোয়াল, চিতল, শোল এবং পুঁটি) থাকে। ঐতিহ্যবাহী সেই পুজোর পাশাপাশি বৈকুণ্ঠপুরের রাজবাড়িতে অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হল প্রাচীন বিষহরির গান। পুজোর তিনদিন সেই গান হয়। শনিবার সেই বিখ্যাত জলপাইগুড়ি ঐতিহ্যবাহী মনসা পূজো সম্পন্ন হল রাজপুরোহিত সদস্যদের উপস্থিতিতে । সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল পুজো। পুজো দেখতে অসংখ্য মানুষ এখানে প্রতিবছর এসে থাকে এই বছরেও এসেছিল।

ডাক্তারদের ধর্মঘটের মাঝে হাসপাতালের পরিষেবা খতিয়ে দেখতে এলেন উদয়ন গুহ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি, ১৭ আগস্ট ঃ ডাক্তারদের ধর্মঘটের মাঝে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের পরিষেবা খতিয়ে দেখতে হাসপাতালে এলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী তথা দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান উদয়ন গুহ। এদিন হাসপাতালে এসে হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার এবং নার্সদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি বিভিন্ন ওয়ার্ড এবং ওপিডি বিভাগ ঘুরে দেখেন মন্ত্রী। পাশাপাশি ওপিডি বিভাগে যে সমস্ত ডাক্তার এখনো বসেনি তাদেরকে দ্রুত বসার জন্য হাসপাতাল সুপার ডঃ রঞ্জিত মন্ডলকে নির্দেশ দেন। আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে বন্ধ আউটডোর পরিষেবা, সমস্যায় রোগীরা। অন্যদিকে, আরজিকরের ঘটনার প্রতিবাদে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালেবন্ধ আউটডোর পরিষেবা, সমস্যায় রোগীরা। আরজিকরের ঘটনায় উত্তাল দেশ থেকে শুরু করে গোটা রাজ্য। এবং এই ঘটনার প্রতিবাদে সারা দেশে ২৪ ঘণ্টার কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে আইএমএ। শনিবার এর প্রভাব পড়ল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। এদিন সকাল থেকেই বন্ধ রয়েছে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের টিকিট কাউন্টার। যার কারণে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রোগী থেকে শুরু করে রোগীর পরিজনদের। তবে আউটডোর বন্ধ থাকলেও খোলা রয়েছে ইমারজেন্সি বিভাগ সেখানেই চলছে রোগী দেখা। অনেকে জানিয়েছেন দূর-দূরান্ত থেকে তারা এসেছেন চিকিৎসা করাতে তবে বন্ধ থাকার কারণে তাদের ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। জলপাইগুড়িতে সিপিএম বিজেপির চক্রান্ত মানছিনা মানবনা এই স্লোগান উত্তাল জলপাইগুড়ি। তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আরজিকর কান্ডের প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি জলপাইগুড়িতেও প্রতিবাদ মিছিল তৃণমূলের। জলপাইগুড়ি বেলাকোবার কলেজ মোড় থেকে এই মিছিল শুরু হয় শেষ হয় শিকারপুরহাট পর্যন্ত। যেখানে দোষীদের শাস্তির পাশাপাশি বিরোধী শিবির বিজেপি এবং বামেদের কটাক্ষের স্লোগান তোলা হয়। মিছিলে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তথা রাজগঞ্জ বিধায়ক খগেশ্বর রায়, ব্লক সভাপতি অরিন্দম ব্যানার্জি, সহ তৃণমূল স্তরের নেতাকর্মীরা এবং ছাত্র পরিষদের সদস্যরাও পা মেলান। অন্যদিকে, চিকিৎসকদের কর্ম বিরতি ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে বহির্বিভাগ বন্ধ। আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও নৃশংস হত্যার ঘটনায় দেশ জুড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভের মধ্যেই ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে ওই হাসপাতালে দুষ্কৃতীদের তান্ডব এবং আন্দোলনরত ডাক্তার ও ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে 'ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন'। ২৪ ঘন্টার কর্ম বিরতিরডাক দিয়েছে। আন্দোলনে সারা দিয়ে জরুরী পরিষেবা বাদে বহির্বিভাগে রোগী পরিষেবা বন্ধ ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে। শনিবার সকাল ৬'টা থেকে রবিবার সকাল ৬'টা পর্যন্ত জরুরী বাদে সমস্ত পরিষেবা বন্ধ রাখা হবে। চিকিৎসকদের কর্ম বিরতির কারণে এদিন বহির্বিভাগে ডাক্তার দেখাতে আসা রোগীদের ফিরে যেতে হচ্ছে। বহির্বিভাগ বন্ধ থাকায় জরুরি বিভাগে রোগীদের ভিড় ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে।

আরজিকর কান্ডে দোষীদের ফাঁসির দাবীতে প্রতিবাদ জামালপুর ব্লক তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৭ আগস্ট ঃ আরজিকর হাসপাতালের নৃশংস ঘটনায় দোষীদের ফাঁসির দাবিতে ও সিপিএম ও বিজেপির সারা রাজ্য জুড়ে অরাজকতার সৃষ্টির প্রতিবাদে স্যার রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকের সাথে জামালপুর ব্লকেও শুরু হলো প্রতিবাদ ও অবস্থান বিক্ষোভ । জামালপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন পার্টি অফিসের সামনে চলছে প্রতিবাদ ও অবস্থান বিক্ষোভ। এই প্রতিবাদ ও অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক সহ সমস্ত শাখা সংগঠনের সভাপতি, প্রধান, উপ প্রধান, অঞ্চল সভাপতিরা। আজ আর আগামীকাল চলবে এই অবস্থান বিক্ষোভ। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান জানান দলনেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁদের নেতা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে দোষীদের কঠোরতম শাস্তি ফাঁসির কথা বলেছেন। সিবিআই এর হাতে তদন্তভার তুলে দেওয়া হয়েছে। তারপরেও রাজ্যের জন বিচ্ছিন্ন দুটি দল এই ঘটনা কে নিয়ে রাজ্য জুড়ে রাজনীতি করতে নেমেছে। তারা একটা অরাজকতার সৃষ্টি করতে চাইছে। তিনি বলেন তাঁরাও দোষীদের দ্রুত শাস্তি চাইছেন। যারা এই কাজের সাথে যুক্ত তাদের যেনো ফাঁসি হয়। কিন্তু তিনি দেশে ঘটে যাওয়া সব নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রেও কি এই সিপিএম ও বিজেপি একই ভূমিকা পালন করে? মনিপুরে ঘটে যাওয়া ঘটনায় কজন বাইরে বেরিয়েছিলেন? বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি বলেন বিজেপি ও সিপিএম ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে। কিন্তু সে আশাতেও জল । বাংলার মানুষ জানেন বাংলার মানুষই শেষ কথা বলবেন। যে ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয। সেই জন্য স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন দোষীদের ফাঁসি দেওয়া হোক। মুখ খুলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এরপরেও বিজেপি ও সিপিএম এই ঘটনাকে নিয়ে মিথ্যা রাজনীতি করছে। সঠিক সময়ে মানুষ এর জবাব দেবে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের আরো ৫টি নুতন গাড়ি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ আগস্ট ঃ শহরের জঞ্জাল পরিস্কার করবার জন্য ১ কোটি ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা খরচ পুরনিগম আরো ৫টি নুতন

গাড়ি পথে নামালেন। শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিস্কারের জন্য ৩৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের দুটি গাড়ি এবং জঞ্জাল পরিস্কার করবার জন্য ১০ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকার মূল্যে ৩ টি ট্রাক্টর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেন মেয়র গৌতম দেব, মেয়র পারিষদ মানিক দে, দুলাল দত্ত, সোভা সুব্বা ও সিন্ধা দে বসুরায় ও ৭ নম্বর ওর্য়াড কাউন্সিল পিন্টু ঘোষ। এই ছোট অনুষ্ঠানে পতাকা নাড়িয়ে সূচনা পর্বের শেষে মেয়র গৌতম দেব জানান এই গাড়ি গুলো শহরের জঞ্জাল পরিস্কারের ক্ষেত্রে অনেক সহায়তা করবে। এছাড়াও সেসপুল গাড়ি সংখ্যা দুটি বের ৯টি হলো। এর ফলে আরো ওয়েটিং করতে হবে সাধারণ মানুষ কে ।

মনসা পুজোর আয়োজন করেছেন জলপাইগুড়ির বৃহন্নলারা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ আগস্ট ঃ জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মনসা পুজোর আয়োজন করেছেন জলপাইগুড়ির বৃহন্নলারা। শহরের রায়কতপাড়া এলাকায় নিজস্ব বাসভবনে এই পুজোর আয়োজন করেন তারা। মনসা পুজো উপলক্ষ্যে পুজোমণ্ডপ গড়ে তোলা হয়েছে। দেবী মায়ের প্রতিমার পাশেই রয়েছে দুই সহচরী। তাদের একজনের কোলে রয়েছে একটি ছোট্ট শিশু। জমজমাট এই মনসা পুজোয় চলে নাচ, গান, খাওয়াদাওয়া। বাজানো হয় বিভিন্ন রকমের বাদ্যযন্ত্র। অংশ নেন জলপাইগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আসা অসংখ্য স্থানীয় মানুষ। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে পিপাসা হিজড়া বলেন, বছরের পর বছর ধরে এই পুজো করে আসছেন তারা। এই পুজোর মধ্য দিয়ে শিশুদের পাশাপাশি সকলের মঙ্গল কামনা করা হয়। জলপাইগুড়ি শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও আমাদের এই পুজোয় সামিল হন। মূলতঃ নবজাতক শিশুদের কল্যাণের জন্যই মনসা দেবীর পুজোর আয়োজন করি আমরা।

টক টু মেয়রে অভিযোগ ক্ষুদের, শীঘ্রই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ আগস্ট ঃ ৮০ তম টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্রের করা অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে শুনলেন এবং অতি শীঘ্রই সমস্যা সমানের চেষ্টায় ব্রতী মেয়র গৌতম দেব। শনিবার মানেই অভাব অভিযোগ শোনবার পালা শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের। সেই মতে আজ ২৮ জন নানান অভিযোগ জানান। এরই মাঝে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২ নম্বর ওয়ার্ড থেকে চতুর্থ শ্রেণীর ঋষি বিশ্বাস নামে এক ছাত্র তাঁর এলাকার একি রাস্তার সচনীয় অবস্থার কথা মেয়রকে জানান। শিশুরা হল ভগবান তাঁর কথা গুরুত্ব সহকারে শুনে অতি শীঘ্রই এই সমস্যা সমাধানের কথা জানান। মেয়র জানান শিশুদের কে খুব ভালোবাসেন তিনি। বাঘাযতীন কলোনির সেই ছোট্ট শিশুটি প্রতিদিন সকালে স্কুলে যাবার সময় ভাঙাচুরা রাস্তার জন্য তার খুব অসুবিধা হচ্ছে। এই কথা শুনেই প্রথমে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা তিনি করবেন।

আরজিকরের ঘটনা ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সুরক্ষার দাবিতে বাগডোগরা হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৭ আগস্ট ঃ আরজিকর ঘটনার পর ডাক্তারদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অন ডিউটি

চিকিৎসককে ধর্ষণ অত্যাচারের পর নৃশংসভাবে ভাবে খুন করা হয়েছে। তার প্রতিবাদে সরব হয়েছে আইএমএ। শনিবার সকাল সাড়ে এগারোটায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট জেলা সদর হাসপাতালের বহির্বিভাগের সামনে প্রতীকী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন চিকিৎসকরা। শনিবার সকাল থেকেই পুরো আউটডোর পরিষেবা বন্ধ থাকবে বলেই আগেই আইএমএ'র তরফে জানানো হয়েছে। সেই মতো এদিন বালুরঘাট সদর হাসপাতালের আউটডোর পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। এদিকে চিকিৎসা করাতে এসে সমস্যায় পড়ছেন দূর দূরান্ত থেকে আসা রোগীরা। এদিকে চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বহির্বিভাগ বিভাগ বন্ধ থাকলেও এমার্জেন্সির পরিষেবার তারা চালু রেখেছেন। বাগডোগরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সমস্ত ডাক্তার নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীরা কর্মবিরতি রেখে আরজিকরের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান। যদিও জরুরী বিভাগ স্বাভাবিক রাখা হয়েছে এদিন। এদিন হাসপাতালের নার্সরা জানান, বাগডোগরা হাসপাতালে রাতে তাদের সুরক্ষা নেই। একটি নিরাপত্তা কর্মীও নেই হাসপাতালে। বিভিন্ন সময় নানানভাবে হেনস্থার শিকার হতে হয় তাদের। অবিলম্বে বাগডোগরা হাসপাতালে নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগের দাবি জানান তারা।

একাধিক দাবি নিয়ে সিঙ্গেল অভিযানের পদযাত্রা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ আগস্ট ঃ মালদার গাজোলে আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের পক্ষ থেকে একাধিক দাবী নিয়ে পথে নামলেন আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের সদস্য রা। যেমন আর জি কর যে ঘটনার কান্ডে এর পাশাপাশি (নাদুর, পূর্ব বর্ধমানের হত্যাকাণ্ড ও জাঙ্গীপাড়া হুগলি শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের, ও হত্যাকাণ্ডে এই সব হত্যাকাণ্ডে দৃষ্টান্তমূলক দোষীদের ফাঁসির সাজা চাই। গ্রাম ও শহর সর্বোচ্চ মহিলাদের সুরক্ষার সুনিষ্ঠ করতে হবে । মহিলাদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ পুলিশ মন্ত্রী পদত্যাগ চাই। তাই এই বিষয় নিয়ে আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের উদ্যোগ বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচি পালন। তারা প্রথমে গাজোলের তাদের আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের পার্টি অফিস থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে গাজোল শহর বিভিন্ন জায়গায় পরিক্রমা করে, এসে গাজোল বিদ্রোহী মোড় ৫১২ নং জাতীয় সড়কের উপর তাদের আদিবাসী কর্মীদের নিয়ে ৩০ মিঃ পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। তাদের বিক্ষোভ সমাবেশ দেখা না হলে। এরপর তারা তাদের পার্টি অফিসে এসে কর্মসূচি সমাপ্তি করেন। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের সকল নেতৃত্বরা রতন রায়, শ্যামল হাঁসদা, আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের পশ্চিমবঙ্গ প্রেসিডেন্ট মহান হাঁসদা, থেকে শুরু করে আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন ।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৭৪/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখ ঃ ১৩-০৮-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নংঃ ২৪-এপি-II-২০২৪। কাজের নাম** ঃ আলিপুরদুয়ার জং.-এঃ এসএসই/ডব্লিউ/I/আলিপুরদুয়ার জং. অধিক্ষেত্রের অধীনে (দুই) বছরের জন্য ক্লোরিনেশন প্ল্যান্ট-এর রক্ষণাবেক্ষণ সহ ফিল্টার হাউসে ফিল্টার মিডিয়ার পরিবর্তন সহ পিএস ট্যাংক ইত্যাদির ডিসিলিং এবং মেরামতি। টেন্ডার মূল্যঃ ২১,৪৯,১০৯.৮০ টাকা; বায়নার ধনঃ ৪৩,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১০-০৯-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ১০-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ABRIDGED TENDER NOTICE

NIT No. WBPMID/DasP2/EO/NIT-105(24-25), TENDER NO.- T-01

e- Tender is being invited by the Executive Officer, Daspur-II Panchayat Samity for construction of Main Gate and Boundary Wall **Work under Daspur-II Block**. Intending bidders may access detailed information and respond from e-procurement portal of Government of West Bengal at **https://www.wbtenders.gov.in** on and from **16th August 2024(Friday) at 9.00 A.M to 24th August 2024 (Saturday) up to 5.00 P.M.**

Sd/- Executive Officer,
Daspur-II Panchayat Samity,
Sonakhali, Paschim Medinipur.

পথের স্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস সংখ্যা. ৭৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে **তারিখঃ** ১৪-০৮-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. ২৫-এপি-II-২০২৪। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** নিউ বঙ্গাইগাওঁএর এডিইএন/ফকিরাগ্রাম জংশনের অধীনের ২০০/৪ কিলোমিটার থেকে ২৪২/০ কিলোমিটার পর্যন্ত গোসাইগাঁওহাট-ডাংটল খণ্ডে ট্র্যাকের সুরক্ষার জন্যে পথের স্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,৫৭,৬৬,৮৩৮.৩৯ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৭৮,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১২-০৯-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১২-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ABRIDGED TENDER NOTICE

NIT No. WBPMID/DASP2/EO/NIT-108(24-25), (Two Cover System)

e- Tender is being invited by the Executive Officer, Daspur-II Panchayat Samity for 01 No. **Construction of Concrete Road Work (Rastashree, FY-2024-25 Fund) under Daspur-II Block.** Intending bidders may access detailed information and respond from e-procurement portal of Government of West Bengal at **https://www.wbtenders.gov.in** on and from **17th August 2024(Saturday) at 9.00 A.M to 24th August 2024 (Saturday) up to 5.00 P.M.**

Sd/- Executive Officer,
Daspur-II Panchayat Samity,
Sonakhali, Paschim Medinipur.

Office of the Durku Gram Panchayat
Purulia-I, Purulia
gp.durku@gmail.com
Notice Inviting Tender

The Pradhan, Durku Gram Panchayat, Purulia-I, Purulia invites online tender bearing **NIeT NO:- WBPUR/DGP/NIeT-03/24-25 Dated:16/08/2024** for 18 nos work from bonafied, resourceful contractor . Last date of bid submission 28.08.24. Details of NIeT may be seen at **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Pradhan
Durku Gram Panchayat

Panchghara Gram Panchayat
Joykrishnapur, Begampur, Hooghly.
NOTICE OF INVITING E-TENDER

The Pradhan, Panchghara Gram Panchayat invited interested agencies or bidder or participator to participate for the following tenders: NIT NO: PGP/328/2024, DT: 14/08/2024, Sl No: 1 to 7, NIT NO: PGP/330/2024, DT: 16/08/2024, Sl No: 1 & 2, NIT NO: PGP/331/2024, DT: 16/08/2024, Sl No: 1 & 2, NIT NO: PGP/332/2024, DT: 16/08/2024, Sl No: 1 to 3 Bid submission start date (Online) 16/08/2024 at 7.00 pm and last date for online Bid submission up to 24/08/2024 at 2.00 pm. The details information and uploading / Downloading are available in the website.

Sd/-
Pradhan,
PANCHGHARA GRAM PANCHAYAT

OFFICE OF THE KUMBHIRA GRAM PANCHAYAT
Vill.: Noornagar, P.O.: Sabdalpur, P.S. : Baishnabnagar, Dist : Malda
NOTICE INVITING TENDER No. 05/KUM/GP/2024

Sealed Tenders of are hereby invited by the undersigned in prescribed forms of this Office from the resourceful, bonafide and experienced Contractors for execution of following 53 (Fifty Three) nos. Scheme. Date & Time of Application: 14.08.2024 to 26.08.2024 upto 1:30 pm. Date & Time of Submitting participation fees: 26.08.2024 upto 3:00 pm. Date & Time for issuing tender paper:- 27.08.2024 upto 3:00 pm. Date & Time for dropping tender paper (chember of Prodhan, Kumbhira GP): 28.08.2024 upto 2:30 pm. Date of opening (office chember of Prodhan, Kumbhira GP): 28.08.2024 upto 3:30 pm.

Sd/-Pradhan
Kumbhira Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/টেলি,** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডারটি ০৩.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিটে খোলা হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতায় জিএম বাংলো এবং জিএম অফিসে ব্যবহারের জন্য টাটা স্কাই ডিটিএইচ এইচডি কানেকশনের সার্ভিস প্যাক সহ রিচার্জ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৫৩,৫০৫ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৩,১০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৩৬ মাস। টেন্ডারটি **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। টেন্ডারদাতা/বিডদাতাদের অবশ্যই ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্টার্ড থাকতে হবে। কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতা/বিডদাতারাই ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময়ে সকল সংশ্লিষ্ট নথিপত্র অবশ্যই আপলোড করতে হবে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এসঅ্যান্ডটি/ওয়ার্ক_২০-২০২৪

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

খাওয়া- দাওয়া

শৈশবের এক অমোঘ আকর্ষণের নাম ললিপপ, চীন ও আরবের লোকেরা বানাত

শৈশবের এক অমোঘ আকর্ষণের নাম ললিপপ। সোজা বাংলায় যাকে বলে কাঠি-লজেন্স বা লাঠি-লজেন্স। মিষ্টি স্বাদযুক্ত বহু বর্ণের এই খাবারটি শিশুদের অতি প্রিয়। শিশুদের শান্ত করার এক অব্যর্থ ওষুধ। শিশু কাঁদছে, কোনো কিছু নিয়ে জেদ করছে, হাত-পা ছুড়ছে, থামছে না কিছুতেই, এমন পরিস্থিতিতে হাতে একটি লাঠি-লজেন্স ধরিয়ে দিন, থেমে যাবে। লাঠি-লজেন্সের কথা এলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কবিতা 'কেউ কথা রাখেনি'র সেই পঙ্‌ক্তিটি চলেই আসে, 'লাঠি-লজেন্স দেখিয়ে দেখিয়ে চুষেছে লস্কর বাড়ির ছেলেরা।' শৈশবের হাজারটা আক্ষেপের ভিড়ে লাঠি-লজেন্স কিনতে না পারার সেই আক্ষেপ পরিণত বয়সে এসেও কেমন ঘাপটি মেরে বসে থাকে।

ললিপপের ইতিহাস বহু পুরোনো। প্রাগৈতিহাসিক যুগে গুহাবাসীরা মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহের জন্য লাঠি ব্যবহার করত। লাঠির গা বেয়ে মধু নেমে আসত, সেটি চুষে খেত গুহাবাসী প্রাচীন মানুষ। ফলে এটিকে ললিপপ বা লাঠি-লজেন্স উদ্ভাবনের প্রাথমিক পর্ব হিসেবে ধরা যেতে পারে। প্রাচীন মিসর, চীন ও আরবের লোকেরা বিভিন্ন ফল, বাদাম ও মধুর মিশ্রণে তৈরি করত একজাতীয় মিষ্টান্ন। তাতে লাঠি ঢুকিয়ে চুষে চুষে খেত। লাঠি-লজেন্সের এটিও এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। ১৭ শতকে চিনির উৎপাদন প্রাচুর্যের দরুন ললিপপের জগতে রীতিমতো বিপ্লব ঘটে যায়। ১৮ শতকে এসে আজকের চেহারা পায় ললিপপ। ১৯০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাডলি স্মিথ কোম্পানির মালিক জর্জ স্মিথের হাত ধরে উৎপাদিত হয় ললিপপের প্রচলিত রূপ। ১৯৩১ সালে এর ট্রেডমার্কও নিজের করে নেন তিনি। ২০ জুলাই পালিত হয় ললিপপ তথা লাঠি-লজেন্স দিবস। কবে কীভাবে এই দিবসের সূচনা হয়েছিল, তা অবশ্য জানা যায় না। তাতে কী! শৈশবের স্মৃতিজড়ানো প্রিয় লাঠি-লজেন্স নিয়ে একটা দিন পালন করা যেতেই পারে।

রবীন্দ্র সদন মেট্রো স্টেশনে মেট্রো আরপিএফ কখনও কোনও যাত্রীকে স্লোগানে স্পর্শ করেনি

কলকাতা,১৭ আগস্টঃ ১৫.০৮.২০২৪ (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যা আনুমানিক ১৮.২০ ঘটিকায়, ১০-১৫ জন যাত্রী হঠাৎ রবীন্দ্র সদন মেট্রো স্টেশনে প্রবেশ করে এবং আইনশৃঙ্খলা লঙ্ঘন করে আক্রমণাত্মকভাবে উই ওয়ান্ট জাস্টিস স্লোগান দিতে শুরু করে। কর্তব্যরত মহিলা কনস্টেবল এবং অন্যান্য কর্মীরা তাদের আইনানুগ দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও বারবার তাদের মেট্রো স্টেশনের অভ্যন্তরে স্লোগান না করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন কারণ এটি অন্যান্য যাত্রীদের বিরক্ত করছে। এই উচ্ছৃঙ্খল যাত্রীরা আরপিএফ কর্মীদের অনুরোধে কোন মনোযোগ দেয়নি এবং তাদের সাথে তর্ক শুরু করে। তারা স্টেশনের উত্তর দিকের এএফসি-পিসি গেট অবরোধ করে যাত্রীদের চলাচলে বাধা দেয়। খবর পেয়ে, সাব-ইন্সপেক্টর এবং অন্যান্য কর্মীরা কালিঘাট পোস্ট থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে রবীন্দ্র সদন মেট্রো স্টেশনে ধ্বংসযজ্ঞকারী যাত্রীদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। এই অনড় যাত্রীরা শান্ত হতে অস্বীকার করে এবং পরিবর্তে নিরাপত্তা কর্মীদের সহ স্টেশন কর্মীদের সাথে দুর্ব্যবহার শুরু করে।তা সত্ত্বেও, মেট্রো ধৈর্য দেখিয়েছিল এবং একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধানে পৌঁছানোর উপায় খুঁজে বের করতে থাকে। ভবানীপুর থানাকেও খবর দেওয়া হয় এবং ওই থানার পুলিশ সদস্যরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে, এই দলটি ১০ - ১৫ জন যাত্রী উত্তর দিকের - গেটগুলিকে অবরোধ করছিল, কিছু যাত্রী প্ল্যাটফর্মে প্রবেশপ্রস্থান করতে অসুবিধা বোধ করায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। প্রতিক্রিয়ায় এই বিঘ্নিত যাত্রীরা তাদের মারধর করে এবং প্রতিক্রিয়ায় একটি - গেট ক্ষতিগ্রস্ত করে।এই ধরনের পরিস্থিতি ঘন্টার পর ঘন্টা চলতে থাকে এবং মেট্রো অত্যন্ত যত্ন, ধৈর্য এবং সংবেদনশীলতা দেখিয়েছিল পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনা করার জন্য। ভবানীপুর পি.এস-এর পুলিশ কর্মীরাও একই চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা তাদের দাবি বদলাতে থাকে। সমস্যা সমাধানের জন্য, কর্মীরা তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তা সত্ত্বেও এই শৃঙ্খলাহীন দলটি নড়তে অস্বীকার করে। এমনকি তারা ডিউটি মেট্রো কর্মীদের বাণিজ্যিক সময়ের পরে স্টেশন বন্ধ করতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। অবশেষে তারা ২৩.২০ মিনিটে স্টেশন চত্বর ছেড়ে চলে যায়।উল্লেখ্য যে এই বিক্ষোভকারীদের কাউকেই আরপিএফ কর্মীদের দ্বারা থামানো বা স্পর্শ করা হয়নি বলে অভিযোগ করা হয়েছে। স্টেশনের সিসিটিভি ফুটেজেও বিষয়টি উঠে এসেছে।তাদের অপকর্ম থেকে মনে হচ্ছে এই দলটি মেট্রো চত্বরে বিঘ্ন ঘটাতে বদ্ধপরিকর। মেট্রো আরপিএফ তাদের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর (মামলা নং ১৫০, তারিখ ১৫০৮২০২৪ - ১৩২১২০(১)৫৪-এর -২০২৩ এবং আইন-১৯৮৪-এর -৩) দায়ের করেছে। ঘটনার পর সেদিন ভবানীপুর থানায় সরকারি কর্মচারীদের তাদের আইনগত দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়া এবং লাঞ্ছিত করা এবং স্টেশন এলাকায় আইনশৃঙ্খলা লঙ্ঘন করা।

তীব্র নিন্দা, পাকিস্তান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট ঃ আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিত্‌সককে ধর্ষণ-হত্যার মতো নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে এবার লিখিত বিবৃতি জারি করল পাকিস্তান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন শনিবার সকালে দিল্লিতে পৌঁছেছে সেই বিবৃতি তাতে বলা হয়েছে, ওয়ার্ল্ড মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুক, দোষীকে গ্রেপ্তারে পদক্ষেপ নিক গত ৯ আগস্ট রাতে কর্তব্যরত অবস্থায় আর জি কর হাসপাতালে মর্মান্তিক পরিণতির শিকার হন তরুণী চিকিত্‌সক হাসপাতালের সেমিনার রুম থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয় পুলিশ ধর্ষণ-খুনের মামলা দায়ের করে মূল অভিযুক্ত সন্দেহে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তারও করা হয় এবিষয়ে দ্রুত কিনারার দাবিতে কলকাতা হাই কোর্টে একাধিক জনস্বার্থ মামলার ভিত্তিতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয় এনিয়ে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে গোটা দেশেই ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে কর্মবিরতি চলছে শনিবার প্রতিবাদে কলকাতা ও দেশের অন্যান্য শহরেও গর্জে উঠেছে সব মহল শুধু তাই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তেও মহিলারা পথে নেমেছেন ঘটনায় দোষীদের কঠোরতম শাস্তি চেয়ে এবার প্রতিবেশী দেশের তরফে নিন্দা জানানো হয়েছে লিখিত বিবৃতির মাধ্যমে পাকিস্তান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ আবদুল গফুর শোরো বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বিশ্বের সর্বত্র স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে জড়িত মহিলারা তাঁদের কাজের জন্য নিরাপদ পরিবেশ রাখতে হবে ঘটনার কথা শুনে পাকিস্তানের চিকিত্‌সক মহল অত্যন্ত ব্যথিত এবং মৃতার পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছেন বলে বিবৃতি সংগঠনের আর জি কর হাসাপাতালের ঘটনা নিয়ে প্রতিবেশী দেশের এমন বিবৃতিতেই স্পষ্ট, এর ভয়বহতা কতটা প্রভাব ফেলেছে

লাল পতাকায় উত্তাল কোচবিহার

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১৭ আগস্টঃ আরজিকরের ঘটনায় সারা রাজ্য সারা দেশ উত্তাল। প্রতিবাদে যেন গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে মানুষের। কোচবিহার ও তার ব্যতিক্রম নয়। আরজি কর মেডিকেল কলেজে পাঠরতা দ্বিতীয় বর্ষের স্নাতকোত্তর ছাত্রীকে অমানবিক অত্যাচার করে ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে এবং সাক্ষ্য প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে আরজি কর মেডিকেল কলেজে পরিকল্পিত আক্রমণের প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি সাজানো মামলায় গ্রেপ্তার শ্রমিক নেতা অমিত দত্ত, শিক্ষক নেতা সুজিত দাস ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী আন্দোলনের নেতা পার্থপ্রতিম দেবের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে শনিবার কোচবিহারের রাজপথে ছিল লাল পতাকার ঢেউ। দীর্ঘদিন পর বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে উত্তাল করা হলো রাজপথ। উপস্থিত ছিলেন প্রচুর মানুষ।

একদিকে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ অপরদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিয়ত কর্মসূচিতে রীতিমতো কোণঠাশা শাসক দল। শনিবার বামফ্রন্টের সব কটি দল মিলিতভাবে কোচবিহারের বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করল।

শিয়ালদাহ থেকে মালাতিপাতপুর স্পেশাল ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল

কলকাতা, ১৭ আগস্টঃ ভেবেছিলেন ১৫ ই আগস্ট এর টানা ৫ দিন ছুটিতে ফ্যামিলি নিয়ে একটু পুরী ঘুরে আসবেন, কিন্তু ট্রেনের বার্থ রিজার্ভেশন হলো না ! তাই মনটা খারাপ হয়ে গেল। না মন খারাপের প্রয়োজন আর নেই, পূর্ব রেল আগামী ১৪ই আগস্ট শিয়ালদা থেকে পুরীর খুবই নিকটবর্তী একটি স্টেশন মালাতিপাতপুর পর্যন্ত একটি স্পেশাল ট্রেন চালাবে। শুধু আপনাদের মালাতিপাতপুর স্টেশন থেকে পুরী পর্যন্ত যাওয়ার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। ট্রেনটি আগামী ১৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখে রাত ১১৫০ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে এবং ১৫ তারিখ সকাল ৯৩৫ মিনিটে মালাতিপাতপুর স্টেশনে পৌঁছবে। সম্পূর্ণ ট্রেনটিতে স্লিপার ক্লাস শ্রেণির বন্দোবস্ত আছে ও মোট ১১৫০ টি বার্থ উপলব্ধ হবে। এছাড়াও ট্রেনটিতে যারা কলকাতা থেকে দক্ষিণ - পূর্ব রেলের বিভিন্ন স্টেশন যেমন আন্দুল, খড়গপুর, বালেশ্বর, ভদ্রাক, কটক, ভুবনেশ্বর, খুরদা রোড ইত্যাদি স্টেশনে সরাসরি যেতে চান, তারাও এই ট্রেনে চড়তে পারেন, যাতে সহজেই ওই স্টেশনগুলোতে পৌঁছানো যায়। তাহলে আর অপেক্ষা কিসের? টিকিট কেটে নিন আর পুরীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকে আর.জি.কর হাসপাতালের ন্যক্কারজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িত দোষীদের ফাঁসির দাবিতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল।

মানবিক মুখ চিকিৎসক ও নার্সদের

বসিরহাট, ১৭ আগস্টঃ বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলায় পরিষেবা সচল। শনিবার সকাল থেকে বসিরহাটের সীমান্ত থেকে সুন্দরবনের দশটি ব্লক ও তিনটি পৌর এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে যেসব মুমূর্ষু রোগীরা আসেন তাদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর চিকিৎসক থেকে শুরু করে হাসপাতালে কর্মীরা। যেখানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মেডিকেল কলেজ, সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল ও জেলা হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্সদের কর্মবিরতির ছবি উঠে আসছে। সেখানে এক প্রকার ভিন্ন ছবি দেখা গেল বসিরহাট জেলা হাসপাতাল ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। আরজি কর কাণ্ডে প্রতিবাদে সরব হয়েও মানুষের চিকিৎসার পরিষেবার কোনোরকম শান্তি রাখছেন না হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। বিশেষ করে দূরারোগ্য ব্যাধিতে যারা আক্রান্ত হচ্ছেন পাশাপাশি হঠাৎ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যাদের অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন তাদের দিকে বিশেষ করে গুরুত্ব দিচ্ছেন ডাক্তাররা।

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনে প্রকৃত মৃতের সংখ্যার রিপোর্ট দিল রাষ্ট্রসংঘ

ঢাকা, ১৭ আগস্ট ঃ সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশ। ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনে রক্তাক্ত হয়েছে দেশের নানা প্রান্ত। এই বিক্ষোভ-প্রতিবাদে প্রকৃত মৃতের সংখ্যা কত? সেই নিয়েই রিপোর্ট দিল রাষ্ট্রসংঘ। জেনেভা থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে রাষ্ট্রসংঘের দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী। বাংলাদেশে আন্দোলনের সময় ৩২ শিশু-সহ ৬৫০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ১০ পাতার রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ১৬ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ৪০০ জন। আর ৫ থেকে ৬ আগস্টে প্রাণ গিয়েছে ২৫০ জনের। নিহতদের মধ্যে আছে বিক্ষোভকারী, পথচারী, সাংবাদিক এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। রিপোর্টে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে। হাসিনা সরকার শক্তি প্রয়োগ করে আন্দোলনকারীদের দমন করার চেষ্টা করে গিয়েছে। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে নির্বিচারে রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড এবং প্রাণঘাতী গোলাবারুদ-সহ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারেরও অভিযোগ আনা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় বিক্ষোভকারীদের হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য আগামী সপ্তাহে রাষ্ট্রসংঘের একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় যাবে।

দুষ্কৃতীদের নতুন ভাষা - আর জি কর বানিয়ে দেবো

সমীর দাসঃ আর জি করের মর্মান্তিক ঘটনা থেকে কোনো শিক্ষা তো নেয় নি, বরং সমাজ বিরোধীদের হুমকির নতুন ভাষা -আর জি কর বানিয়ে দেবো। এই ঘটনাই ঘটেছে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে। শুক্রবার ছিল ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাউন্ডেশন ডে। সেই উপলক্ষেই আয়োজন করা হয়েছিল এক সেমিনার। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যখন বক্তব্য রাখা শুরু করেন, তখন ২৫৩০ জন দুষ্কৃতী ঢুকে তান্ডব চালায় বলেই অভিযোগ। এদিন ছিল কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাউন্ডেশন ডে। তারই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন দেবাশিসবাবু। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষিক কর্মীদের নিয়ে সেমিনার হলে চলছিল অনুষ্ঠান। অভিযোগ, সেখানেই একদল দুষ্কৃতী এসে অশান্তি পাকাতে শুরু করে। অশিক্ষক কর্মীদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এক বিশেষ ভাবে সক্ষম অশিক্ষক মহিলা কর্মীকেও হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ। ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন উপাচার্য। ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়েক অন্যান্য কর্মীরাও। উপাচার্যের স্পষ্ট অভিযোগ, 'আরজি কর বানিয়ে দেব' বলেই লাগাতার হুমকি দিচ্ছিল ওই দুষ্কৃতীরা। উপাচার্য বলছেন, ''দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবের কারণে ২৯ জুলাই থেকে আমি বাড়ি থেকে কাজ করছিলাম। আজ প্রতিষ্ঠা দিবস বলে এসেছিলাম। কিন্তু, আমি যখন কথা বলতে শুরু করে প্রায় ৩০ জন ভিতরে ঢুকে আমাকে শাসাতে শুরু করে। অশিক্ষক কর্মীরা তখন ওদের বাধা দেয়। বাধা পেতেই অশিক্ষক কর্মীদের মারধর করা হয়। যদিও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি অভিনব মুখোপাধ্যায় বলছেন, ''সেমিনার হলে কোনও বহিরাগত নয়, পড়ুয়ারা প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছিল। যা বলা হচ্ছে সবই মিথ্যা অভিযোগ।

হাসপাতালে পরিষেবা দেওয়া শুরু করা হয়েছে

হুগলি,১৭ আগস্টঃ আরজিকরের ঘটনা পান্ডে আজ সারা রাজ্যে সকাল ছটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। সকাল থেকে হুগলি জেলা হাসপাতালে ছবিটা ঠিক একই রকম। আউটডোরের সমস্ত বিভাগ বন্ধ রাখা হয়েছে চুঁচুড়া জেলা হাসপাতালে। কিন্তু আই এম এ ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ও কর্মচারীবৃন্দ এবং বেঙ্গল কেকেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজিত সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে যৌথ প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে হুগলী জেলা ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে পরিষেবা দেওয়া শুরু করা হয়েছে। যাতে সাধারণ মানুষ হসপিটালে এসে ফিরে যেতে না হয়। কিন্তু সকাল থেকেই বহু মানুষ হসপিটালে এসে ফিরে যেতে হয়েছে। এখনো পর্যন্ত কালো ব্যাচ পড়ে প্রতিরোধ মঞ্চ সেই ব্যাচের লেখা, সেই ব্যাচ পড়ে বেশ কিছু ডাক্তাররা একত্রিত হয়ে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিচ্ছে। এই বিষয়ে ডক্তর পার্থ ভৌমিক জানান এই পরিষেবার দেওয়া হবে বিকেল চারটা পর্যন্ত। বিকেল চারটের পর একটি পথযাত্রা আয়োজন করেছে সমস্ত ডাক্তাররা মিলে একত্রিত হয়ে।

স্বাধীনতার ৭৮ তম বর্ষে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও ছবির প্রদর্শনী লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ে

নববারাকপুর, ১৭ আগস্টঃ স্বাধীনতার ৭৮ তম বর্ষ। স্বাধীনতার রং টা ফিকে হয়ে যাচ্ছে। এতে আমরা ভুলে যাচ্ছি ইতিহাসকে। যত বেশি ভুলে যাব তত বেশি মোহগ্রস্ত হয়ে অন্য একটা পৃথিবীতে যাব। যেখানে গিয়ে উন্নতির কোন রাস্তা খোলা থাকবে বলে মনে হচ্ছে না। অর্থাৎ যে আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা এসেছিল। তাকে মনে রাখাটা জরুরী।যে বিপ্লবী রা আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে এই স্বাধীনতা পেয়েছিল। সেই আত্মত্যাগকে কখনো ভুলে না যাই। আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে সেই মানুষগুলোর কথা প্রতি মুহূর্তে মনে রাখি। ভুলে না যাই।শহীদ ক্ষুদিরাম বসু, মাস্টার দা সূর্য সেন, ভগৎ সিং, বিনয় বাদল দিনেশ, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রনাথ দাস, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, মাতঙ্গিনী হাজরারার মতো অমর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। স্বাধীনতার ৭৮তম বর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর শহীদদের প্রতি

শ্রদ্ধা নিবেদনে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও ছবির প্রদর্শনী হয়ে গেল ১৪-১৬ আগস্ট দুপুর ১২ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের ড. এপিজে আবদুল কালাম নামাঙ্কিত অডিটোরিয়ামে।

সহযোগিতায় তথ্যসূত্র গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পত্রিকা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার রায় জানান পড়ুয়াদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ উন্মেষ ঘটনোর উদ্দেশ্যই এই প্রদর্শনীর আয়োজন। অতি সম্প্রতি পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া অস্থিরতা সে দেশের ছাত্র সমাজ কতৃক বঙ্গবন্ধু জাতির পিতাকে চরম অপমান এবং তার মূর্তিতে কুঠারাঘাত যেন ছাত্র সমাজের চরম অবনতির নিদর্শন। ছাত্র দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সঞ্চারে ব্যর্থতা। আমাদের দেশের পরবর্তী প্রজন্মকে অর্জিত স্বাধীনতাকে রক্ষা করা এবং বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যই বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এই প্রয়াস। সিংহভাগ না হলেও কিছু ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই ভাবনা সঞ্চারিত করতে পারি তাহলে এই প্রয়াস হবে বলজ মনে করি। তথ্যসূত্র গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক সুব্রত রায় চৌধুরী জানান চরমপন্থি আন্দোলনের পাশাপাশি অসহযোগ কংগ্রেসে আন্দোলন কিংবা গান্ধীবাদী ভাবনা চিন্তার দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও ছবি স্হান পেয়েছে প্রদর্শনীতে। মূলত সন্ত্রাসনের ধারা কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারার প্রায় শতাধিক বই ও ল্যামিনেশন বাঁধানো ছবি রয়েছে।ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয় গান পরাধীন ভারতবর্ষের ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত বিপ্লবীদের আংশিক তালিকার পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কারাবরন করেছেন সেইসব নারীদের নামের আংশিক তালিকা ও প্রকাশিত হয়েছে প্রদর্শনীতে। এছাড়া ও রূপ থেকে রূপান্তরে জাতীয় পতাকার ছবি ও রয়েছে।১৪ আগস্ট দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও ছবির প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন সাংসদ অধ্যাপক সৌগত রায়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি ও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী, শিক্ষা ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ সজল দাস, বিলকান্দা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপা পাইক, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার রায়, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার পাল, অধ্যাপক সুব্রত রায় চৌধুরী সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা। বিভিন্ন মানুষ ও বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা তাদের অভিভাবক রাও শিক্ষক শিক্ষিকা প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। তিন দিন ধরে প্রদর্শনী ঘিরে পড়ুয়াদের উন্মাদনা উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো।

প্রদর্শনী ঘুরে দেখে রীতিমতো খাতা ডাইরি তে নোট করতে ও দেখা গিয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর পড়ুয়াদের ।

Name Change

আমি, Phani Bhusan Ghosh (পুরাতন নাম) পিতা Late Radheshyam Ghosh, ঠিকানা Hatthuba, Habra (m), Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743263, West Bengal, India, বারাসাত (উত্তর ২৪ পরগনা) নোটারি পাবলিক, Dated 25.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Phani Ghosh (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Phani Ghosh (নতুন নাম) এবং Phani Bhusan Ghosh (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

আমি, Amiya Kumar Sain (পুরাতন নাম) পিতা Sasthi Sain, ঠিকানা- Nayanagar, P.O.- Olipur Nayanagar, P.S.- Haripal, Dist.- Hooghly, Pin- 712301, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 16.08.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Amiya Sain (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Amiya Sain (নতুন নাম) এবং Amiya Kumar Sain (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I SUBERNA , W/O DIPESH PRASAD, R/O KRISHNANAGAR, WARD NO 5, MIRIK, DARJEELING -734214, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBERNA RAI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT SUBERNA AND SUBERNA RAI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I DEEPESH PRASAD, S/O NARAYAN PRASAD, R/O KRISHNANAGAR MIRIK , DARJEELING-734214, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIPESH PRASAD, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT DEEPESH PRASAD AND DIPESH PRASAD ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,MILAN KUMAR,SON OF SIKENDRA THAKUR, RESIDING AT CHATALPARA , GUSKARA, PS - AUSGRAM, PURBA BARDHAMAN -713128,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MILAN KUMAR THAKUR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024.THAT MILAN KUMAR AND MILAN KUMAR THAKUR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I RAJ GOENKA, S/O BIHARI LAL GOENKA, R/O CK-223, SALT LAKE CITY, SECTOR-2, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700091, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJ KUMAR GOENKA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT RAJ GOENKA AND RAJ KUMAR GOENKA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUSMITA GHOSH, W/O SWARUP KUMAR GHOSE, R/O 87/2/2, DASARATH GHOSH LANE, SALKIA, PS GOLABARI, HOWRAH -711106, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSMITA GHOSE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/08/2024, THAT SUSMITA GHOSH AND SUSMITA GHOSE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MD. KALIMUDDIN, S/O LATE CHAND BISWAS, R/O NARAYANPUR, PS MANIK CHAK, MALDA, PIN-732202, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KALIMUDDIN BISWAS, VDIE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE MALDAH ON 13/08/2024, THAT MD. KALIMUDDIN AND KALIMUDDIN BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SAHADAT HOSSAIN, S/O LATE ABDUL RASHID, R/O 3C/H/12, DR MANINDRA CHATTERJEE SARANI, PS NARKELDANGA, KOLKATA - 700009, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHADAT HUSSAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE KOLKATA ON 24/07/2024, THAT SAHADAT HOSSAIN AND SAHADAT HUSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ARABINDU MANDAL,S/O NARAYAN MONDAL,R/O 346,UTTAR PANCHANNA GRAM, PO-VIP NAGAR,PS-ANANDAPUR, KOLKATA-700100, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARABINDU MANDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/08/2024, THAT ARABINDU MONDAL AND ARABINDU MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, SHISHIR KUMAR TARAPADA BALA, SON OF LATE TARAPADA BALA, RESIDING AT BODAI NABAPALLY, PO-JUGBERIA, NEW BARRACKPORE, NORTH 24 PARGANAS -700110, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHISHIR KUMAR BALA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/08/2024.THAT SHISHIR KUMAR TARAPADA BALA AND SHISHIR KUMAR BALA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SHAKSHI SHISHIR KUMAR BALA,WIFE OF SHISHIR KUMAR BALA, RESIDING AT BODAI NABAPALLY,PO-JUGBERIA,NEW BARRACKPORE, NORTH24PARGANAS -700110,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAKSHI BALA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/08/2024.THAT SHAKSHI SHISHIR KUMAR BALA AND SHAKSHI BALA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SHAKSHI BALA,WIFE OF SHISHIR KUMAR BALA, RESIDING AT BODAI NABAPALLY,PO-JUGBERIA, NEW BARRACKPORE, NORTH 24 PARGANAS - 700110,DO HEREBY INFORMED THAT MY MINOR DAUGHTER BIVA SHISHIR KUMAR BALA SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIVA BALA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/08/2024.THAT BIVA SHISHIR KUMAR BALA AND BIVA BALA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, URMITA BANIK W/O Sri Debabrata Banik resident of Charmajdia, P.O. Charbrahmanagar, P.S. Nabadwip, Dist. Nadia do hereby solemnly affirm & declaring my actual name URMITA BANIK instead of URMITA SARKAR, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Nabadwip, Nadia on 03/01/2024. URMITA BANIK and URMITA SARKAR both are the same and one identical person.

Name Change

I SUBHAS DAS, S/O BALARAM DAS, R/O 137, RISHI BANKIM ROAD, KALI MUNSHI BAGAN, BIRATI,PS-NIMTA,NORTH 24 PARGANAS, PIN-700051, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBHASH DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT SUBHAS DAS AND SUBHASH DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NOWAZ BEGUM(OLD NAME),W/O LATE SK JALAL UDDIN & UDDIN SK JALAL,R/O 12,KUSTIA MASJID BARI LANE,PS-TILJALA,KOLKATA-700039,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAWAZ BEGUM(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/08/2024,THAT NOWAZ BEGUM AND NAWAZ BEGUM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I BHAVNA BHAMBANI AND BHAVNA PAWAN BHAMBANI(OLD NAME)W/O LATE PAWAN MAHESH BHAMBANI AND PAWAN BHAMBANI,R/O 35/1,JAWAHARLAL NEHRU ROAD,FLAT-7C,KAILASH BUILDING,PS -SHAKESPEARE SARANI,KOLKATA-700071,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BHAVNA P BHAMBANI(NEW NAME)VIDE AN AFFIDAVIT NO 27,SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/08/2024,BHAVNA BHAMBANI AND BHAVNA PAWAN BHAMBANI ALSO BHAVNA P BHAMBANI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SOFIKUL ISLAM, S/O MADAR MOLLA, R/O CHARATALA MOLLA PARA, CHAPRA, NADIA-741123, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAFIKUL MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT SOFIKUL ISLAM AND SAFIKUL MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Alauddin Molya (old name) S/O Azizar Rahaman, residing at Uttar Mouli Das Para, P.O.- Malancha, Basirhat, 743425, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Alauddin Molla (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/08/2024. Md Alauddin Molla (new name) and Alauddin Molya (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Mahima Bibi (old name) W/O Md Alauddin Molla, D/O Md Yunus Ali Jamader, residing at Uttar Mouli Das Para, P.O.- Malancha, Basirhat, 743425, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mohima Begam (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/08/2024. Mohima Begam (new name) and Mahima Bibi (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sukrona Bibi (old name) W/O Sk Ataul, residing at Vill- Tentral, P.O.- Kshetia, P.S.- Dewandighi, Dist.- Purba Bardhaman, Pin- 713102, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sekh Shukrana Khatun (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/08/2024. Sekh Shukrana Khatun (new name) and Sukrona Bibi (old name) both are same identical person.

Name Change

I MOHAMMED SOUD BADSHA,S/O BAHAR ALI MONDAL,R/O U-4 KARBALA ROAD,PO-BARTALA,PS-RAJABAGAN,KOLKATA-700018,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SAUD BADSHA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024,THAT MOHAMMED SOUD BADSHA AND MD SAUD BADSHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SHAIKH ALI MONSUR, S/O JAMAT ALI SHAIKH, R/O BARAANDULIA, NADIA -741124, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALI MONSUR SHAIKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT SHAIKH ALI MONSUR AND ALI MONSUR SHAIKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I JAMIR UDDIN SK, S/O FIROJ SK, R/O VILL NETTANA, PO MESTAKHALI, DIAMOND HARBOUR, DIST SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ZAMIR UDDIN SK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT JAMIR UDDIN SK AND ZAMIR UDDIN SK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I JAMAT SHAIKH, S/O PANCHU SHAIKH,R/O BARAANDULIA, NADIA -741124, WEST BENGAL, , SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAMAT ALI SHAIKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT JAMAT SHAIKH AND JAMAT ALI SHAIKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, SANJAY BANERJEE,SON OF SAMIR BANERJEE, RESIDING AT 53 KALUPUKUR MAIN ROAD,CHANDANNAGAR, PS- CHANDANNAGAR,HOOGHLY-712136,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJOY BANERJEE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024.THAT SANJAY BANERJEE AND SANJOY BANERJEE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

চিকিৎসকদের কর্মবিরতিতে অন্য ছবি মালদা হাসপাতালের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ আগস্ট ঃ চিকিৎসকদের কর্মবিরতিতে অন্য ছবি মালদা জেলায়। হাসপাতালের আউটডোর ও ইনডোর পরিষেবা এবং ব্যক্তিগত চেম্বার চালু রেখেছেন চিকিৎসকরা। এর আগেই গত বৃহস্পতিবার মালদায় কর্মবিরতি পালন করেছিলেন জেলার চিকিৎসকরা। এই কারণেই এদিন আই এম এ-র কর্মবিরতিকে সর্বাত্মক সমর্থন জানানো হলেও রোগী স্বার্থে পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্ত। মালদা মেডিকেল কলেজে আউটডোরের বিভিন্ন বিভাগের সকাল থেকেই প্রায় স্বাভাবিক ছবি। টিকিট কাউন্টার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ওপিডি বিভাগে হাজির রোগী। তবে চিকিৎসকের সংখ্যা অনেকটাই কম ছিল। ফলে কিছুটা হলেও চিকিৎসা পরিষেবা পেতে হয়রানি শিকার হন রোগী এবং রোগীর আত্মীয়রা। ভঅন্যদিকে মালদা মেডিকেল কলেজে আজও অব্যাহত কর্মবিরতি। ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি। প্রাক্তন অধ্যক্ষের হাজতবাসের দাবিতে চলছে স্লোগান। চিকিৎসক মৃত্যুর ঘটনায় অভিযোগ জানাননি পুলিশে, অথচ নিজের নিরাপত্তা নিয়ে কেন এতটা চিন্তিত প্রাক্তন অধ্যক্ষ? প্রশ্ন তুললেন মালদা মেডিকেলের আন্দোলনকারীরা। রাজনীতির উর্ধ্বে ঘটনায় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি। জুনিয়র ডাক্তার, ইন্টার্ন চিকিৎসকদের লাগাতার কর্মবিরতি চলছে।

রেশন গ্রাহকদের সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্যের

কলকাতা, ১৭ আগস্ট ঃ রেশন গ্রাহকদের সুবিধায় রাজ্য সরকার বাড়িতে বসেই রেশন কার্ডের ঠিকানা, ডিলার পরিবর্তন সহ বেশ কিছু সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর থেকে সব জেলাশাসকদের নির্দেশ পাঠিয়ে এই ব্যবস্থায় আধার সংযোগ থাকা মোবাইল ফোন থেকেই গ্রাহকরা বাড়িতে বসেই এই সুবিধা নিতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে। এই সুবিধায় দপ্তরের নিজস্ব পোর্টাল food.wb.gov.in এ গিয়ে সেলফ সার্ভিস ফর রেশন কার্ড ক্লিক করে মোবাইল নম্বর পরিবর্তন করার পাশাপাশি রেশন কার্ডের তথ্য সংশোধন ও সংযোজন করার সুবিধাও পাবেন। এই নিয়ে সাধারনকে সচেতন করতে দপ্তরের তরফে সব জেলাশাসককে সমাজমাধ্যম সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচার চালানোর কথা বলা হয়েছে বলে জানা গেছে।

অনলাইনে স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার জন্য যাত্রীদের সুবিধার্থে ক্যাম্প এবং UPI পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিটিং সিস্টেমের প্রচার

কলকাতা, ১৭ আগস্ট ঃ মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন ডিজিটাল পেমেন্ট মোড চালু করেছে। যাত্রীরাও ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন এবং এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এটি তাদের সুযোগ দিয়েছে এবং সেইসাথে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ছাড়াই বাড়ির সুবিধা এবং দরপত্রের ভাড়া অনলাইন থেকে টিকিট কেনার নমনীয়তা দিয়েছে। ফলস্বরূপ, যাত্রীদের অন-লাইন টিকিট সিস্টেম ব্যবহার করতে সক্ষম

করার জন্য চালু করা 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপটি মেট্রো ব্যবহারকারীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করছে। এই অ্যাপ সম্পর্কে আরও যাত্রীদের সচেতন করার জন্য তাদের এটি ব্যবহার করতে সক্ষম করে তুলতে, মেট্রো কর্মীরা নিয়মিত বিরতিতে সমস্ত মেট্রো স্টেশনে বিশেষ ক্যাম্প পরিচালনা করছে। ব্লু লাইন এবং গ্রীন লাইন মেট্রো স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশনগুলিতে বিশেষ প্রচারমূলক চলচ্চিত্র (কিভাবে এই যাত্রী-বান্ধব অ্যাপটি ডাউনলোড এবং ব্যবহার করবেন সে সম্পর্কে) দেখানো হচ্ছে। এই অ্যাপটিকে জনপ্রিয় করতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিও ব্যবহার করা হচ্ছে। এদিন ১৭.০৮.২০২৪ তারিখে ব্লু লাইন এবং গ্রীন লাইনের সমস্ত স্টেশনে মেট্রো কর্মীদের দ্বারা মেট্রো ব্যবহারকারীদের এই অ্যাপ এবং কীভাবে এটি ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে সচেতন করার জন্য বিশেষ ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়েছিল। মেট্রো কর্মীরা UPI পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেমের সাহায্যে যাত্রীদের ASCRM মেশিনের মাধ্যমে টোকেন কিনতে এবং তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ কিনতেও সাহায্য করেছিল। আশা করা হচ্ছে যে এই ধরনের ক্যাম্প মেট্রো যাত্রীদের এই ব্যবহারকারী বান্ধব অ্যাপ এবং UPI পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেমের সাথে পরিচিত হতে সাহায্য করবে। এটি মেট্রো যাত্রীদের তাদের মূল্যবান সময় বাঁচাতে সাহায্য করছে কারণ তাদের স্মার্ট কার্ড পুনরায় চার্জ করতে বা কেনার জন্য বা কিউআর কোড ভিত্তিক টিকিট কেনার জন্য বুকিং কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না।

আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে বাংলাদেশেও মেয়েদের রাতে সমাবেশ

চট্টগ্রাম, ১৭ আগস্ট ঃ আর জি কর হাসপাতালের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের নানা প্রান্তে আন্দোলন হয়েছে। শুক্রবার রাতে এর সমর্থনে রাতের ঢাকা, চট্টগ্রামের দখল নিল বাংলাদেশের প্রচুর মেয়ে। দেশটির কিছু জেলায় একইভাবে মহিলাদের জমায়েতের খবর এসেছে। গভীর রাত পর্যন্ত বড় জমায়েত হয় ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে। সেখানে কয়েক হাজার নারী মোমবাতি হাতে হাজির হয়ে আর জি কর হাসপাতালে ধর্ষণ-খুনের শিকার চিকিৎসক এবং বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। সেখানে হাজির ছিলেন ঢাকা-সহ রাজধানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও। সেখানে রাতভর চলে ভাষণ, প্রতিবাদী গান ও স্লোগান। উপস্থিত নানা বয়সের নারীরা সমাজকে পুরুষতন্ত্রের জাঁতাকল থেকে মুক্ত করার কথা বলেন। এপারের মতো ওপারেও মহিলাদের আন্দোলনে হাজির ছিলেন বহু পুরুষ। উপস্থিত ছিলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ। চট্টগ্রাম শহরের বিপ্লব উদ্যানের সমাবেশে বড় ব্যানারে লেখা ছিল 'মেইফুয়া অক্কল রাইত দহল গরো', অর্থাৎ মেয়েরা রাত দখল করো। চট্টগ্রামের জমায়েতে বাংলাদেশে ধর্ষণ-খুনের শিকার হওয়া নারীদের স্মরণ করা হয়। রাত দখলের আন্দোলন হয় জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের বেশ কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে, যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার্থীরা হাসিনা উৎখাতের আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

বর্ধমানে আদিবাসী তরুণী খুনের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবী মৃতার বাবার

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৭ আগস্ট ঃ মেয়ে খুন হওয়ার ৭২ ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও দোষীদের গ্রেপ্তার করতে না পারায় পুলিশের উপরে আস্থা রাখতে না পেরে সিবিআই তদন্ত দাবী করলেন বর্ধমান-১ ব্লকের নান্দুর গ্রামের মৃতা আদিবাসী তরুণীর বাবা। ঘটনার প্রায় ৭২ ঘন্টা অতিক্রান্ত হতে চললেও পূর্ব বর্ধমানের নান্দুর গ্রামে নৃশংসভাবে তরুণী খুনের ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি বর্ধমান থানার পুলিশ বলে অভিযোগ। মূল অভিযুক্তদের খুঁজে বার করতে না পারায় সিবিআই তদন্ত চাইছে পরিবারের সদস্যরা। তাদের সেই দাবীর কথা তুলে ধরলেন বিজেপির এস.টি মোর্চার প্রতিনিধিদের কাছে। শনিবার আদিবাসী পরিবারের সাথে দেখা করতে আসেন বিজেপির রাজ্য এস.টি মোর্চার সভাপতি তথা মালদার হাবিবপুরের বিধায়ক জুয়েল মুর্মু। সঙ্গে ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিত তা সহ জেলার অন্যান্য নেতৃত্বরা। বিধায়ক জুয়েল মুর্মু বলেন, এখানে শুধু মেয়েটি খুন হয়নি আরো অনেক কিছু হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে কিন্তু এখন পর্যন্ত দোষীদের ধরতে পারছে না পুলিশ। আদিবাসী তরুণী খুনের ঘটনায় প্রমাণ লোপাট করে দোষীদের বাঁচানোর চেষ্টা চলছে বলে দাবী তোলেন তিনি। পূর্ব বর্ধমান গাঙ্গপুরে নান্দুরে ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবী করেন বিজেপি বিধায়ক জুয়েল মুর্মু। তরুণী খুনে সঠিক বিচার ও দোষীদের ফাঁসির দাবীতে পথ অবরোধ থেকে থানা ঘেরাও বিভিন্ন কর্মসূচি নেবে পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপি বলে বিজেপি সূত্রে খবর। মৃতার বাবা সুকান্ত হাঁসদা জানান, মেয়ের খুনের অনেকটা সময় পেরিয়ে গেলেও পুলিশ কাউকে এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি, এর জন্য সিবিআই তদন্ত চাইছি আমরা। সেই সঙ্গে মেয়ের খুনিদের ফাঁসির দাবী করেছেন তিনি। এদিকে শুক্রবারেই পূর্ব বর্ধমান জেলার পুলিশ সুপার আমনদীপ (আই পি এস) এক সাংবাদিক সম্মেলনে দাবী করেছেন যে ওই আদিবাসী তরুনীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে যে প্রচার চলছিল তা সঠিক নয়। ময়না তদন্তে ধর্ষণের কোন প্রমান মেলে নি। পুলিশ সুপার আরও জানিয়েছিলেন যে একটা এক্সপার্ট টিম গঠন করা হয়েছে যারা অভিযুক্তদের খোঁজ করবে। পুলিশ সুপারের এই দাবীর ২৪ ঘন্টার মধ্যেই পুলিশের বিরুদ্ধে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ তুললো বিজেপি, এমনকি পুলিশি তদন্তে আস্থা নেই বলে সাফ জানিয়ে দেয় মৃতা তরুণীর বাবাও। আরজিকর কান্ডে এমনিতেই রাজ্য জুড়ে তোলপার চলছে, তার উপর বর্ধমানের এই আদিবাসী তরুণীর নৃশংস খুনের ঘটনায় অনেকটাই চাপে রয়েছে রাজ্যের শাসকদল থেকে জেলা প্রশাসন। বিরোধীরাও মাঠে নেমে পরেছে। প্রসঙ্গত, গত ১৪ আগষ্ট সন্ধ্যায় শৌচকর্ম করতে গিয়ে বাড়ির অদুরে খুন হন আদিবাসী তরুণী প্রিয়াংকা হাঁসদা। গলা কাটা অবস্থায় মাঠের মধ্যে থেকে তরুণীর মৃহ দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাটি বর্ধমান থানার অন্তর্গত নান্দুর গ্রামের ঘটনা।

প্রতিবাদের নাটক না করে পদত্যাগ করুক মুখ্যমন্ত্রী দাবি বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ আগস্ট ঃ একদিকে আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে পথে তৃণমূল। অন্যদিকে একই ঘটনার প্রতিবাদে পথে বিজেপিও। দোষীর শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলে হাঁটলেন তৃণমূলের মন্ত্রী, জেলা পরিষদ সদস্য ব্লক সভাপতি থেকে শুরু করে তাবড় তাবড় নেতারা। মুখ্যমন্ত্রীর সুরে সুর মিলিয়ে তারাও দোষীর ফাঁসির দাবি তুললেন। বিরোধীরা রাজনীতি করছে সেই অভিযোগও তুললেন। অন্যদিকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ বিজেপির। বিজেপির দাবি সরকারে রয়েছে তৃণমূল। তবে প্রতিবাদটা ওরা কার বিরুদ্ধে করছে। প্রতিবাদ না করে মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করুক। আরজিকর কান্ডের পর এক সপ্তাহ পার। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে বিক্ষোভের আগুন। শুক্রবার কলকাতায় পথে নামেন মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার রাজ্য জুড়ে ব্লকে ব্লকে হচ্ছে তৃণমূলের প্রতিবাদ কর্মসূচি। তার অঙ্গ হিসেবে এদিন বিকেলে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর সদরে শহীদ মোড় থেকে শুরু হয় তৃণমূলের বিক্ষোভ মিছিল। হরিশ্চন্দ্রপুরের রাজপথে এই মিছিলে পা মেলান স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন, জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান, হরিশ্চন্দ্রপুর ১ (এ) ব্লক তৃণমূল সভাপতি জিযাউর রহমান, হরিশ্চন্দ্রপুর ১ (বি)ব্লক সভাপতি তথা জেলা পরিষদ সদস্যা মর্জিনা খাতুন সহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। শহীদ মোড় থেকে মিছিল শুরু হয় সমগ্র সদর এলাকা পরিক্রমা করে পুনরায় শহীদ মোড়ে এসে সহ মিছিল। মিছিলে বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড। দোষীর ফাঁসির দাবিতে উঠতে থাকে স্লোগান। তৃণমূলের দাবি মুখ্যমন্ত্রী প্রথম থেকেই দোষীর ফাঁসির দাবী জানিয়েছেন। এখন সিবিআই তদন্ত করছে। দ্রুত তদন্তের কিনারা হোক। পাশাপাশি বিকেলে প্রতিবাদ মিছিল করে বিজেপিও। বিজেপির অভিযোগ তৃণমূলের পুলিশ এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই ঘটনাকে সম্পূর্ণ

ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন হলে অনেক বড় মাথা বেরিয়ে আসবে। নিজেরা সরকারি থেকে বিক্ষোভ মিছিলের নাটক না করে পদত্যাগ করুক। ব্লক সভাপতি মর্জিনা খাতুন বলেন, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা এখনো নিরাপদ নয়। যে ঘটনা ঘটেছে তা নারকীয়। আমরা দোষীর ফাঁসির দাবী জানাচ্ছি। আরেক ব্লক সভাপতি জিয়াউর রহমান জানান, সিবিআই তদন্ত শুরু করেছে। সঠিকভাবে তদন্ত হোক এটাই চাইবো। আর দোষী বা দোষীদের ফাঁসি দিতে হবে। জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান বলেন, আমরা প্রথম থেকে আন্দোলনে আছি। বিরোধীরা এটা নিয়ে রাজনীতি করছে। আমাদের স্পষ্ট দাবি দোষীর ফাঁসি দিতে হবে। স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের বক্তব্য, গতকাল মুখ্যমন্ত্রী পথে নেমেছিলেন। আজ আমরা পথে নেমেছি। এই ঘটনার প্রতিবাদ করছি। দোষী কে ফাঁসি দিতে হবে। পাল্টা বিজেপি নেতা তথা মণ্ডল সভাপতি অজয় পাসওয়ানের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং পুলিশ মন্ত্রী। তৃণমূল কাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছে। এটা সম্পূর্ণ নাটক। বাংলা জুড়ে একটাই দাবি মমতা পদত্যাগ করুক।

বাঁকুড়া সম্মীলনী মেডিক্যাল হাসপাতালের ন্যায্য মূল্যের ওষুধ দোকান বন্ধ, ক্ষোভ রোগীর পরিজনদের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৭ আগস্ট ঃ আর জি কর কান্ডের প্রতিবাদে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনে সমস্ত চিকিৎসকরা যোগ দেওয়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে উদ্বিগ্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীর আত্মীয় পরিজনরা। আরও চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে হাসপাতালে নায্য মূল্যের ওষুধের দোকান বন্ধে। গত ১৫,আগস্ট থেকে বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বন্ধ হয়ে গেছে ন্যায্য মূল্যের ওষুধ দোকান। এনিয়েই সরব রোগীর আত্মীয় পরিজনরা। এক্ষেত্রেও অনিয়ম ও দুর্নীতি থাকতে পারে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তারা। জুনিয়ার চিকিৎসকদের কর্মবিরতিতে বিপর্যস্ত জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবা। তার ওপর শনিবার কর্ম বিরতিতে সামিল হন সর্ব স্তরের চিকিৎসকেরা। এতে চরম সমস্যায় পড়েন রোগী ও তার পরিজনেরা। যদিও এই কর্মবিরতিকে প্রায় সকলে একবাক্যে সমর্থন করলেও তাদের সমস্যার কারন অন্য। স্বাস্থ্য পরিষেবার এই ডামাডোল পরিস্থিতির মাঝেই টেন্ডার শেষ হয়ে যাওয়ায় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বন্ধ হয়ে গেছে ন্যায্য মূল্যের ওষুধ দোকান।এতেই চরম সমস্যায় পড়েছেন রোগীরা। এই ওষুধের দোকানের টেন্ডার গত ১৪ আগস্ট ২৪ শেষ হয়ে গেছে। তাই ওই দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে। এই নিয়েও রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরে দিকেই আঙ্গুল তুলছেন অনেকেই। তাদের বক্তব্য গত ২০১২ সালে রাজ্যের অধিকাংশ মেডিক্যাল কলেজ, মহকুমা হাসপাতাল ও কিছু সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ন্যায্য মূল্যের ওষুধ দোকান চালু হয়। টেন্ডার ডেকে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয় এই দায়িত্ব। এই দোকানগুলি থেকে ৫০ শতাংশের বেশি ছাড় পেতেন ক্রেতারা। প্রথম টেন্ডার ডাকা হয় ৪ বছরের জন্য। সেই অনুসারে ২০১৬ সালে টেন্ডারের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। সেই সময় কথা ছিল ৪ বছর পর ফের টেন্ডার ডাকা হবে। কিন্তু অজানা কারনে ফের টেন্ডার আর হয়নি। সেই টেন্ডারের মেয়াদ সময়সীমা বারবার বাড়িয়ে প্রথমবার বরাত পাওয়া সংস্থাগুলিকেই ন্যায্য মূল্যের ওষুধ দোকানগুলি চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়। গত ১৪ আগস্ট বর্ধিত সেই মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। নতুন করে টেন্ডার ডাকা হয় । এতে দায়িত্ব পায় নতুন নতুন সংস্থা। নতুন বরাত পাওয়া সংস্থাগুলি বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ সহ অন্যান্য হাসপাতালগুলিতে পরিকাঠামো তৈরি করে উঠতে না পারায় নাকি চালু করতে পারেনি দোকান। তাতেই সমস্যায় রোগী থেকে রোগীর পরিজনরা। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শনিবার রোগীর পরিজন অসিত সাউ ও হেমন্ত সাউ জানান, যে গত কয়েকদিন ধরে তাদের রোগী ভর্তি রয়েছে। সারা রাজ্যে যা চলছে তাতে উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছ না। এতে চিকিৎসকদের কিছু করার নেই। তারাও তাদের আন্দোলনকে সমর্থন করছেন। তবে ভেবে ছিলেন হাসপাতাল থেকেই ওষুধ কিনে এই দু'একটা দিন চালিয়ে নেবে। সেই সুযোগও বন্ধ।

সুশাসনের জন্য দ্রুত এবং দক্ষ বিচার ব্যবস্থা অপরিহার্য ঃ অর্জুন রাম মেঘওয়াল

কোচি, ১৭ আগস্ট ঃ ভারতীয় ন্যায় সংহিতা দেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে আধুনিক করে তুলবে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল শনিবার বলেছেন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দেশের অপরাধমূলক বিচার ব্যবস্থাকে বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক করে তুলবে। কোচিতে কেরল হাইকোর্টে কেন্দ্রীয় সরকারের কৌঁসুলিদের রাজ্য স্তরের সম্মেলনের উদ্বোধন করে তিনি বলেছেন, সুশাসনের জন্য দ্রুত এবং দক্ষ বিচার ব্যবস্থা অপরিহার্য। দ্রুত বিচার প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার বলেও মন্ত্রী পর্যবেক্ষণ করেন। যথাযথ প্রস্তুতি বা পরামর্শ ছাড়াই ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আনা হয়েছিল এমন অভিযোগ তিনি খারিজ করে দেন। তিনি বলেন, ২০১৯ সাল থেকে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে।

হিমাচল প্রদেশে মেঘভাঙা বৃষ্টি, অবরুদ্ধ হয়ে গেল অসংখ্য রাস্তা

শিমলা, ১৭ আগস্ট ঃ মেঘভাঙা বৃষ্টিতে আবারও বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশ। ব্যাপক জলের তোড়ে ভেসে গেছে একাধিক রাস্তা। প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৫৮টি রাস্তা। আবহাওয়া দফতর শুক্রবারই হিমাচল প্রদেশের ১২টি জেলার মধ্যে ১০ টিতেই ব্যাপক ভারী বর্ষার সম্ভাবনা জানিয়ে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। সেই সম্ভাবনা সত্যি করেই শুরু হয়েছে মেঘভাঙা বৃষ্টি। উদ্বেগজনক বিষয় হল, আগামী ২২ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। মেঘভাঙা বৃষ্টির প্রথম ধাক্কা এসেছে শিমলার রামপুর সাব-ডিভিশনের তাকলোচ এলাকায়। ভারী বৃষ্টিতে একটি রাস্তার প্রায় ৩০ মিটার অংশ ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদিও দুর্ঘটনার জেরে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। আরও বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় হিমাচলে বাড়ছে বন্যার আশঙ্কাও। চাম্বা, শিমলা, কাংরার মতো জেলায় বন্যার জেরে ফসল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

ভোটার তালিকা সংশোধন শুরু হবে ২৮ আগস্ট

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ১৭ আগস্ট ঃ আগামী ২৮ আগস্ট থেকে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হবে। ঐদিন থেকে বুথ লেভেল অফিসাররা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু করবে। এই কাজ চলবে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত। তারপর ৩১ অক্টোবর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। সেই তালিকায় কোন ভুল থাকলে সংশোধন করার আবেদন জমা দেওয়া যাবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ২০২৫ সালের ৬ জানুয়ারি। শনিবার জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন।

এইচআইভি / এইডস সম্পর্কিত সচেতনতা র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত কৈলাসহরে

কৈলাসহর, ১৭ আগস্ট ঃ এইচআইভি / এইডস সম্পর্কিত সচেতনতা র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে। মারণব্যাধি এইচআইভি/ এইডস সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রতি বছর ১ ডিসেম্বর দিনটিকে বিশ্ব এইচআইভি এইডস সচেতনতা দিবস হিসেবে উদ্যাপন করা হয়। প্রসঙ্গত, বর্তমান পরিস্থিতিতে এইচআইভিএইডস রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন সচেতনতামূলক র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হচ্ছে রাজ্যব্যাপী। ইতিমধ্যে একটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে এইচআইভি এইডস রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে রাজ্যে যুব সমাজের মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে তিনি জানান। শনিবার দুপুর বারটা থেকে আবহমান সামাজিক সংস্থা, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী, আশা কর্মী, সর্ব সমর্পণ সংস্থা, এনএসএস ও বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র- ছাত্রীদের নিয়ে মারণব্যাধি এইচআইভি এইডস সম্পর্কে সচেতনতা র‍্যালি কৈলাসহরের আরজিএম হাসপাতালের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে এসে শেষ হয়। তারপর এইচআইভি এইডস সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ঊনকোটি কলাক্ষেত্রের ২ নং হলে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার, জেলা ম্যালেরিয়া আধিকারিক ডাঃ শঙ্খ শুভ্র দেবনাথ, জেলা শিক্ষা আধিকারিক প্রশান্ত কিলিকদার, পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায় সহ অন্যান্যরা। ত্রিপুরা এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ও ঊনকোটি জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আয়োজিত হয় এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা ম্যালেরিয়া আধিকারিক ডাঃ শঙ্খ শুভ্র দেবনাথ রাজ্যে এইচআইভি / এইডস আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে রাজ্যে যুবাদের মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে তিনি জানান। এর মধ্যে বেশিরভাগই এক সিরিঞ্জ দিয়ে একাধিক ব্যক্তি নেশা সামগ্রী গ্রহণ করার জন্য সংক্রমিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সকলের সচেতন হওয়া এবং অন্যদেরকে সচেতন করার আহ্বান রাখেন ডাঃ শঙ্খ শুভ্র দেবনাথ। বক্তারা এইচআইভি এইডস সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন এবং কিভাবে এই মারণব্যাধি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা যায় সেই সম্পর্কে গঠনমূলক আলোচনা করেন।

শহর জুড়ে প্রতিবাদ মিছিল ও নবদ্বীপ থানায় বিক্ষোভ ডেপুটেশন কর্মসূচী

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৭ আগস্ট ঃ সম্প্রতি রাজ্য সহ দেশ জুড়ে এখন আন্দোলনের একটাই আওয়াজ তিলোত্তমার বিচার চাই। তথা কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রতিবাদ। আর প্রতিদিনই রাজ্যের কোথাও না কোথাও সঠিক বিচারের দাবীতে চলছে বিক্ষোভ

আন্দোলন। আর এই আন্দোলনের সাথে নদীয়ার নবদ্বীপ শহরেরও নারীদের নিরাপত্তা ও শহরে পর্যাপ্ত আলো ও সিসিটিভির ব্যাবস্থা করার দাবী নিয়ে শনিবার বিকেলে নবদ্বীপে শহর জুড়ে এক বিক্ষোভ প্রতিবাদী মিছিল ও থানায় ডেপুটেশন কর্মসূচী পালন করলো শহটের মহিলাদের দ্বারা তৈরি সমাজ মাধ্যমের গ্রুপের সদস্যারা। এদিন শহরের রাধাবাজার মোড় এলাকা থেকে মিছিল শুরু হবার কথা থাকলেও পরে তা মতিরায়ের বাঁধ এলাকা থেকে শুরু হয়ে শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পথ ঘুরে নবদ্বীপ থানার সামনে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও থানায় একাধিক দাবী নিয়ে একটি ডেপুটেশনও দেয়। সমগ্র মিছিলে একাধারে যেমন তিলোত্তমার বিচারের দাবী তোলে পাশাপাশি রাজ্যে ও নবদ্বীপ শহরেও নারীদের নিরাপত্তার ব্যাবস্থারও জোরদার করার দাবী তোলে, পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন এলাকায় সিসিটিভি লাগানোর দাবী ও শহরে পর্যাপ্ত আলোর বয়াবস্থা করারও দাবী তোলে বিক্ষোভকারীরা। এদিন এই কর্মসূচীর আয়োজকেরা জানায় আমাদের দাবী পুরোন না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামারও হুমকি দেয়, বিভিন্ন সময়ে নারীদের ওপর অত্যাচারেরও তীব্র ধিক্কার জানান তারা। সম্পূর্ন অরাজনৈতিক সংগঠনের আয়োজনে নবদ্বীপ শহরের বুকে মহিলাদের উদ্যোগে এহেন উদ্যোগে সংগঠনের সদস্যারা ছাড়াও অসংখ্য মহিলারা এই কর্মসূচীতে অংশ নিতে দেখা যায়।

নন্দীগ্রামে মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারধর, অভিযুক্ত গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ১৭ আগস্ট ঃ নন্দীগ্রামের গোকুলনগর এলাকার পঞ্চানন তলায় এক গৃহবধূকে বিবস্ত্র করে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটে নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের অন্তর্গত একটি গ্রামে, যেখানে অভিযুক্ত বিজেপি নেতা তাপস দাসকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, দাস পরিবার, যাদের কর্তা চেন্নাইতে কাজ করেন, সম্প্রতি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। এরপর থেকেই তাদের ওপর বিজেপির চাপ বাড়তে থাকে পুনরায় দলবদলের জন্য। অভিযোগ অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার রাতে কিছু স্থানীয় দুস্কৃতী ও বিজেপি নেতৃত্ব এই পরিবারের বাড়িতে হামলা চালায়, যেখানে নাবালিকা মেয়ের সাথে একা ছিলেন ওই গৃহবধূ। হামলার পর মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারধর ও দৌড় করানোর অভিযোগ ওঠে। মহিলার স্বামী লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন, যা ভিত্তিতে পুলিশ তাপস দাসকে গ্রেফতার করে। তবে বিজেপি নেতৃত্ব ও জেলা কমিটির সদস্য অভিজিত মাইতি এই ঘটনার সাথে কোনো রাজনৈতিক যোগ নেই বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, এটি একটি পারিবারিক বিষয়, যা তৃণমূল রাজনৈতিক রং লাগিয়ে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। আইন তার নিজস্ব পথে চলবে। এই ঘটনার পর স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে, এবং এলাকার নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

AMGACHIA GRAM PANCHAYAT
BISHNUPUR – I PANCHAYAT SAMITY
VILL – KRISHNARAMPUR, P.O.- AMGACHIA, DIST.- SOUTH 24 PGS, PIN – 700104
email id :amgachiagp91@gmail.com
NOTICE OF INVITING e-TENDER
Amgachia Gram Panchayat has invited 6 nos. N.I.eT. on 16.08.2024 vide N.I.eT. No. 1107/AGP/TN/2024 SL. NO. 1 TO 4 and N.I.eT. No. 1108/AGP/TN/2024 & N.I.eT. No. 1109/AGP/TN/ scheduled to be opened on 30.08.2024 and last date of submition is on 27.08.2024 (upto specified time in portal). For more details visit :- https://wbtenders.gov.in.
Sd/-
Amgachia Gram Panchayat

Joypur Gram Panchayat
Joypur Amta Howrah.
E.mail Joypur 2012@gmail.com
Notice inviting e-Tender
This office has been published e-Tender of 10 Nos work under 15th FC for year 2024-25 for wide circullation. Dete of Publishing 17.08.24 on 6:00 pm. Last Date of bidding 27.08.24 on 6.00 Date of opening 29.08.24 on 6:00 pm. The Tender ID's are mentioned as follow 735362_1, 735472_1, 735542_1 , 735567_1, 735602_1, 735856_1, 735862_1, 735864_1 , 735868_1, 735874_1. For more details go to the website www.wbtenders.gov.in
Prodhan
Joypur Gram Panchayt

CHANDITALA GRAM PANCHAYAT
Vill-CHANDITALA PO-CHANDITALA Dist-Hooghly West Bengal
E-Tender are invited by the Prodhan of CHANDITALA Gram Panchayat under Chanditala II Dev Block, CHANDITALA, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work **SL NO 1 NIT no-228/CGP dt 16.08.2024 Tenderid- 2024_ZPHD_735707_1 Publish Date-17.08.2024 10.00 AM , Name of The Work - Construction of CC Road from H/O Goutam Dolui to Nityananda Karmakar at Sansad XIV UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT ;; Estimated Amount-Rs. 131001.00**
SL NO 2-NIT no- 229/CGP dt 16.08.2024 Tenderid- 2024_ZPHD_735714_1 Publish Date-17.08.2024 10.00 AM, Name of The Work - Construction of Pucca Drain from H/O Asit Manna to Samir Manna at Sansad I UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT ; Estimated Amount-Rs. 149626.00
SL NO 3- NIT no-230/CGP dt 16.08.2024 Tenderid- 2024_ZPHD_735716_1 Publish Date-17.08.2024 10.00AM; Name of The Work - INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AT SWM PROJECT UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT; Estimated Amount- Rs. 373957.00
SL NO 4- NIT no-231/CGP dt 16.08.2024 Tenderid- 2024_ZPHD_735716_1 Publish Date-17.08.2024 10.00 AM; Name of The Work - Construction of CC Road from PMGSY Road to H/O Shibsankar Bhattacharya at Old Sansad 8 UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT ; Estimated Amount-Rs. 588637.00 Completion Time-15 days. Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:- 24.08.2024, 11.00 AM, DATE of opening technical & Financial BID 27.08.2024 11.00 AM For details visit website https://wbtenders.gov.in

BEFOUND MOVEMENT LIMITED
Formerly known as Regency Trust Limited
CIN: L27109WB1988PLC045119
Reg. Office: 39 R B C Road, Ground Floor, Near DumDum Central Jail, Kolkata - 700028
Website: www.regencytrust.co.in | **Email ID:** rtltd2011@gmail.com
EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024
(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30-Jun-24 Unaudited	Three Months ended 31-Mar-24 Audited	Quarter ended 30-Jun-23 unaudited
1	Total Income from Operations	10.00	57.00	20.00
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	-12.11	3.75	0.00
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-12.11	3.75	-6.27
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-12.11	1.99	-6.27
5	Total Comprehensive Income for the period (after tax)	-12.11	1.99	-6.27
6	Equity Share Capital (Face Value of Re. 1/- each)	100.00	100.00	100.00
7	Earnings Per Share (of Re. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic :	0.00	0.04	0.00
	2. Diluted :	0.00	0.04	0.00

Notes:
a. The above Results have been reviewed by the Audit Committee and taken on Record by the Board of Directors at its meeting held today.
b. The result is provisional and unaudited and subject to change, regrouping and restatement.
c. The Segment - wise details are not applicable to the Company as the Company has only one segment.

BEFOUND MOVEMENT LIMITED
Formerly known as Regency Trust Limited
sd/-
Rajesh Kapoor
Managing Director
DIN: 02757121
Date : August 13, 2024
Place : Mumbai

আর জি কর নিয়ে গ্যালারিতে প্রতিবাদের আশঙ্কা, আজ হচ্ছে না ডার্বি ম্যাচ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ১৭ আগস্ট ঃ মোহন বাগান ও ইস্টবেঙ্গল দুই প্রধানের বিরুদ্ধে রবিবার মুখোমুখি একরকম প্রায় পাকা ছিল। তবে আচমকা ছন্দপতন। রাজ্য সরকারের তরফেও এ নিয়ে সব কিছু খতিয়ে দেখার জন্য সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে । ১৩৩-তম ডুরান্ড কাপ ফুটবল এর খেলার ঠিক আগে। জল ঢেলে দেওয়া হয়েছে ফুটবল প্রেমীদের আবেগে। এনিয়ে পারদ চড়েছিল আগেভাগেই। রাজ্য প্রশাসনের কাছে খবর পৌঁছেছে চির প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রধানের খেলায় সল্টলেকের বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গ্যালারিতে আর জি কর হাসপাতালের ঘটনায় তীব্র ও জোরদার প্রতিবাদে সামিল হতে চলেছে দুই দলের কর্মী ও সমর্থকরা। এর পর সিদ্ধান্ত বদল করা হয়েছে। ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জরুরি এক বৈঠকে যোগ দেন ও খতিয়ে দেখা হয় ওই পরিস্থিতি। আপাতত খেলা স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী দিন পরে ঘোষণা করা হবে। নিরাপত্তার কারণ দর্শানোর পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলার বিষয়টিকে ও সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার পর এমন সিদ্ধান্ত বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিকে, এই ডার্বি ম্যাচকে ঘিরে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল

এবং টিকিট ও অনলাইন ও অফলাইনে বিক্রি হয়। দর্শকাসনের চাহিদা মাথায় রেখে আগেই সব টিকিট ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই খেলাকে কেন্দ্র করেই বেশি দামে ও অনেকে টিকিট কিনেছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে টিকিট হাতে নিয়ে কপাল চাপড়াচ্ছেন তাদের মধ্যে সিংহভাগ। অন্যদিকে, বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ডুরান্ড কাপ কর্তৃপক্ষ খেলার পরবর্তী পদক্ষেপ জানাতে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। এই মুহূর্তে কলকাতা লিগের ডার্বি নিয়ে ইস্ট-মোহন প্রেমীদের তেমন উৎসাহ ছিল না। সেই ডার্বিতে অবশ্য ইস্টবেঙ্গল জিতেছে। ডুরান্ড ডার্বিকে নিয়ে সমর্থকদের উৎসাহটা অনেক বেশি। গতকাল থেকে দুই প্রধানের তাঁবু থেকে টিকিট বিক্রি চলছে। এই বৃষ্টির মধ্যেও প্রবল উৎসাহ নিয়ে লাইনে দাঁড়াচ্ছে সমর্থকরা। এবার দুই দলই শক্তিশালী। বিশেষ করে ইস্ট বেঙ্গল গত কয়েক বছরের তুলনায় অনেক ভালো দল করেছে। আজ রবিবার মোহনবাগানের সমর্থকরা ডার্বি ম্যাচে দেখতে চায় জেমি ম্যাকলারেন, দিমিত্রিয়স ডিয়ামানটাকোস জুটিকে। কিন্তু সমর্থকদের সেই আশা পূরণ হল না। কারণ দুই ফুটবলারই কিছুটা চোট আঘাতে বিপর্যস্ত। বিশেষ করে মোহনবাগানের ম্যাকলারেনের চোট সমস্যা কিছুটা বেশি। তাই অস্ট্রেলিয়ান বিশ্বকাপারের এই আঘাত কিছুটা চিন্তায় রেখেছে কোচ মোলিনাকে। তার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাচও বন্ধ রাখা হয়েছে।

কালীঘাটের বিরুদ্ধে চার গোলে বড় জয়, কলকাতা লিগে শীর্ষস্থান ধরে রাখল ইস্টবেঙ্গল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ আগস্ট ঃ কলকাতা লিগে ছুটছে ইস্টবেঙ্গলের অশ্বমেধের ঘোড়া। কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোশিয়েশনকে উড়িয়ে লিগে অপরাজিত রইল লাল-হলুদ বাহিনী। শুধু জয় নয়, একের পর এক বিশ্বমানের গোলও উপহার দিলেন আজাদ, ভনসপালরা। বিনো জর্জের দল জিতল ৪-০ গোলে। ঘরের মাঠে ম্যাচের শুরু থেকেই রাশ ছিল ইস্টবেঙ্গলের হাতে। জেসিন টিকেদের আক্রমণে সেভাবে মাথা তুলতে পারেনি কালীঘাট। যার সুফল মিলল ম্যাচের ২৬ মিনিটে। তন্ময় দাসের কর্নার থেকে ভেসে আসা বল হেডে বিপক্ষের জালে জ।য়িয়ে দিলেন জেসিন। প্রথমার্ধে এক গোলের লিড নিয়েই ড্রেসিংরুমে ফিরে যায় ইস্টবেঙ্গল। যদিও আসল খেলা দেখা যায় দ্বিতীয়ার্ধে। ৫৬ মিনিটে দুরন্ত গোল ভনসপালের। বক্সের বাইরে থেকে দূরপাল্লার শটে গোল করে যান তিনি। বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি

আক্রমণ শানালেও কালীঘাটের ম্যাচে ফেরার আশা ওখানেই শেষ হয়ে যায়। তার পর আরও একটি বিশ্বমানের গোল উপহার দেয় ইস্টবেঙ্গল। এবার নায়ক আজাদ। বক্সের বাঁদিক থেকে তাঁর বাঁকানো শট শরীর ছুঁ।ওে আটকাতে পারেনি কালীঘাটের গোলকিপার। ৮০মিনিটে ভনসপালের আরও একটি গোলে ম্যাচ পকেটে ভরে নেয় লাল-হলুদ বাহিনী।

আরজিকর কাণ্ডে ঋদ্ধিমান সাহাও সরব হলেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ আগস্ট ঃ আরজিকরে তরুণী চিকিৎসকের যৌন হেনস্তা-হত্যাকাণ্ডের রেশ আছড়ে পড়েছে দেশের প্রতিটি জায়গায়। প্রতিবাদের ঝড় দেখা যাচ্ছে সর্বত্র। ফুটছে শহর কলকাতা। আরজি কর কাণ্ডে রাত জেগেছে তিলোত্তমা। ক্রিকেটাররা সরব হচ্ছেন। জশপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজের মতো ক্রিকেট-ব্যক্তিত্ব মুখ খুলেছেন। এবার ঋদ্ধিমান সাহাও সরব হলেন আরজিকর কাণ্ডে। একজন কন্যার পিতা হিসেবে তিনি যে ব্যথিত, যন্ত্রণাকাতর তা বললেন সোশাল মিডিয়ায়। একই সঙ্গে তিনি যে চিন্তিত সে কথাও ফুটে উঠল তাঁর সোশাল মিডিয়া বার্তায়। ঋদ্ধিমান লিখলেন, আমার শহর কলকাতায় হওয়া ঘৃণ্য ঘটনায় আমার হৃদয় ভেঙেচুরমার হয়ে গিয়েছে। বাবা হিসেবে আমি যন্ত্রণাবিদ্ধ, সেই সঙ্গে ক্ষুব্ধও। আমাদের বাচ্চাদেরই সুরক্ষা দিতে পারি না, তাহলে আমরা নিজেদের কীভাবে মানুষ বলে আখ্যায়িত করতে পারি? এই সমাজের এখন জেগে ওঠা উচিত। বিশ্বে আরও ভালো জায়গা দরকার মহিলাদের। মেয়েদের নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। ভয়-ভীতি ব্যতিরেকে সহজ-সাবলীল ভাবে যাতে মেয়েরা ঘুরে বেড়াতে পারে, সেদিকে নজর দিতে হবে। এমন প্রেক্ষিতে ঋদ্ধিমান সাহা কিন্তু আরও কড়া হওয়ার কথা বলেছেন সোশাল মিডিয়ায়। দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে বলেছেন প্রশাসনকে। ঋদ্ধি লিখেছেন, আমাদের এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে এমন ঘৃণ্য কাজ করতে ভয় পায় অপরাধীরা। এই রাক্ষসদের শায়েস্তা করার জন্য আইনে পরিবর্তন করা হোক। আমি একজন ক্রিকেটার হিসেবে বা পাবলিক ফিগার হিসেবে লিখছি না, একজন বাবা, মানুষ হিসেবে লিখছি। ঋদ্ধি এমন এক পৃথিবী তৈরির পক্ষে সওয়াল করেছেন, যেখানে আমাদের বাচ্চারা ভয়ডরহীন ভাবে বেড়ে উঠতে পারে।

অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষিদ্ধ শ্রীলঙ্কার নিরোসান দিকভেলা

কলম্বো, ১৭ আগস্ট ঃ ডোপিং আইন ভাঙার অভিযোগে শ্রীলঙ্কার নিরোসান দিকভেলা সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ হলেন। পরবর্তী নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত তার শাস্তি বহাল থাকবে। চলতি বছরের শ্রীলঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ চলার সময় শ্রীলঙ্কার অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি পরীক্ষাটি চালিয়েছিল। সেখানে দেখা গেছে দিকভেলা আইন ভঙ্গ করেছেন। আর তার ফলস্বরূপ এই শাস্তি পেলেন দিকভেলা। শুক্রবার এক বিবৃতি দিয়ে দিকভেলার নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি জানিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট। উদ্যোগটি নিয়েছে ক্রীড়া মন্ত্রক এবং ওয়ার্ল্ড অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি ওয়াডা। এর উদ্দেশ্য হলো ক্রিকেটকে নিষিদ্ধ পদার্থের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট, দেশের ক্রীড়া মন্ত্রক এবং এসএলএডিএ এক হয়ে ঘরোয়া টুর্নামেন্টের সময় এন্টি-ডোপিং পরীক্ষা পরিচালনা করে।'

বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে বাঙালির সাফল্য তুলে ধরেছিলেন সাঁতারু ব্রজেন দাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ আগস্ট ঃ এশিয়ার প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ব্রজেন দাস প্রথম সাঁতার কেটে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন। ১৯৫৮ সালের ১৮ আগস্ট অর্থাৎ আগামীকাল বিপদ সংকুল ইংলিশ চ্যানেল জয় করে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গণে বাঙালির সাফল্যের প্রথম স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন। ১৯৫৮ সালে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের সাঁতার প্রতিযোগিতায় মোট ২৩টি দেশ অংশ নেয়। উপমহাদেশ থেকে অংশ নিয়েছিলেন একমাত্র ব্রজেন দাস। ১৯৫৮ সালের ১৮ আগস্ট প্রায় মধ্যরাতে ফ্রান্সের তীর থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রচন্ড প্রতিকূল পরিবেশে সাঁতার কেটে পর দিন বিকেলে প্রথম সাঁতারু হিসেবে ইংল্যান্ড তীরে এসে পৌঁছান ব্রজেন দাস। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে মোট ছয়বার চ্যানেলটি অতিক্রম করেন তিনি। এর মধ্যে ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বরে সাড়ে ১০ ঘণ্টা সময় নিয়ে দ্রুততম ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার রেকর্ড গড়েন। এর আগে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে অতিক্রম করার সর্বনিম্ন রেকর্ড সময় ছিল ১০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট। ব্রজেন দাস ১৯৭৬ সালে পান জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার। ১৯৯৮ সালের ১ জুন মৃত্যু হয় তাঁর। পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৯৯ সালে স্বাধীনতা পদকে (মরণোত্তর) ভূষিত হন তিনি।

দুই প্রধানের সামনে টিকিটের বিশাল লাইন, ডার্বি, জেগে উঠেছে কলকাতার ফুটবল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ আগস্ট ঃ রবিবার ডুরান্ড ডার্বি। শেষ

মুহূর্তের প্রস্তুতিতে তুলির টান দিচ্ছে দুপ্রধান। লড়াইটা যেমন দুপ্রধানের। তেমনই দুই স্প্যানিশ কোচেরও। মোহনবাগানের রিমোট কন্ট্রোল হোসে মোলিনার হাতে। কার্লেস কুয়াদ্রাতের হাতে ইস্টবেঙ্গল। ফলে দুই স্প্যানিশ কোচের মগজাস্ত্রের লড়াইও দেখা যাবে ডার্বিতে।

মোহন-ইস্টের ফুটবল-যুদ্ধকে গিরে ইতিমধ্যে প্রবল আগ্রহ তৈরি হয়েছে। শুক্রবারের ময়দান দেখেছে টিকিট প্রত্যাশীদের ভিড়। যে ভিড় কলকাতা ফুটবলের একান্তই ব্যক্তিগত টিপছাপ। দুই প্রধানের তাঁবুর সামনে চোখে পড়ে বিশালাকায় সর্পিল লাইন। ডার্বির উন্মাদনায় ফুটছেন দুদলের সমর্থকরা। দিনের শেষে টিকিট না পেয়ে হাহুতাশও করতে দেখা গিয়েছে কয়েকজন সমর্থককে।

ডুরান্ড কাপে এখনও পর্যন্ত মোহন-ইস্ট দুটি করে ম্যাচই জিতেছে। রবিবারের ম্যাচ গ্রুপে শীর্ষস্থানে পৌঁছনোর লড়াই। মোহনবাগানের নব্য বিশ্বকাপার জেমি ম্যাকলারেনকে ছাড়াই অনুশীলন করছে সবুজ-মেরুন শিবির। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে সদ্য নেমেছেন আনোয়ার আলি। তাঁকে নিয়েও উচ্ছ্বাস ছিল দেখার মতো। দুই প্রধানের লড়াইয়ের পারদ চড়তে শুরু করে দিয়েছে। ভোররাত থেকে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সমর্থকরা ভিড় জমিয়েছিলেন। টিকিট বিক্রি শুরু হতে খানিক দেরি হয় বলে অভিযোগও ওঠে। টিকিট হাতে না পেয়ে অনেকেই হতাশায় ফিরে গিয়েছেন। আবার বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কাদা মাঠে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতেও দেখা গিয়েছে দুই প্রধানের সমর্থকদের। যে ছবি ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরু হওয়ার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই টিকিট নিঃশেষিত বলে খবর। আবার কালোবাজারির অভিযোগও এসেছে। ডুরান্ড ডার্বিকে কেন্দ্র করে নতুন করে যেন জেগে উঠেছে কলকাতার ফুটবল।

বড়সড় সংস্কারের পথে বাংলাদেশ ক্রিকেট

৭ আগস্ট ঃ অশান্ত বাংলাদেশের পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি। চলতি মাসের প্রথম থেকে যে অচলাবস্থা শুরু হয়েছে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নিলেও তার পুরোপুরি সুরাহা মেলেনি। এমনকী মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সেই দেশে আদৌ হবে কিনা, সেটা নিয়েও উঠছে প্রশ্নচিহ্ন। এরই মধ্যে জানা গেল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতির পদ থেকে সরে যেতে পারেন নাজমুল হাসান পাপন। তাঁকে নিয়ে বাংলাদেশে ক্রিকেটে প্রশ্ন অনেকদিন ধরেই। তাঁর পদত্যাগও চাওয়া হচ্ছে। পাপন শুধু আওয়ামি লিগের সাংসদই নন, হাসিনা সরকারের আমলে মন্ত্রীও ছিলেন। টানা চতুর্থবার তিনি বিসিবি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব থাকলেও আপাতত তিনি দেশের বাইরে। বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের আবহেই আত্মগোপনে গিয়েছেন তিনি। আপাতত বিসিবির দায়িত্ব সামলাচ্ছেন সিইও নিজামুদ্দিন চৌধুরী সুজন। সূত্রের খবর, ১৪ আগস্ট বিসিবির কয়েকজন কর্মকর্তা ঢাকায় মিটিংয়ে বসেন। সেখানে ফের উঠে আসে পাপনের পদত্যাগের প্রসঙ্গ। তাঁদের এক কর্মকর্তা জানান, আমাদের একজনের সঙ্গে পাপনের যোগাযোগ রয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, পাপন সরকারের সঙ্গে সমস্ত সহযোগিতা করতে রাজি। তার সঙ্গে তিনি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরে যেতে চান। বিসিবিকে আমরা নতুন করে সাজাতে চাই।

মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনে আগ্রহী জিম্বাবুয়ে

কলকাতা, ১৭ আগস্ট ঃ এই বছর মহিলাদের টি-টোয়েঃিট বিশ্বকাপের আয়োজক নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে অশান্তি বিরাজ করছে। সেই প্রেক্ষাপটে বিকল্প ভেন্যুর কথা ভাবছে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি। বিকল্প ভেন্যু হিসেবে আলোচনায় আছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির নাম। এবার এই তালিকায় যুক্ত হল জিম্বাবুয়ের নাম। তারাও এই মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করতে আগ্রহী বলে জানিয়েছে। বিশ্বকাপ আয়োজনের বিষয়ে জিম্বাবুয়ে বেশ কিছু বিষয় নিজেদের অনুকূলে দেখছে। কারণ, তারা ২০১৮ ও ২০২৩ সালে বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব আয়োজন করেছে। সামনে ২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ এবং ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক তারা। জিম্বাবুয়ে, আরব আমিরশাহি আর বাংলাদেশের মধ্যে কোন দেশ মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট আয়োজন করবে তা ঠিক হবে আইসিসির ২০ আগস্ট-এর মিটিং-এ। চলতি মাসের শুরু থেকেই অশান্ত বাংলাদেশ। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হলেও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়নি। এদিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছে মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। উদ্বেগজনক অবস্থায় সেপ্টেম্বরে আদৌ সেই দেশে টুর্নামেন্ট আয়োজন করা যাবে কিনা সেটা নিয়ে চিন্তিত আইসিসিও।

প্যারিস থেকে দেশে ফিরলেন ভিনেশ, দিল্লি বিমানবন্দরে চোখের জলে ভাসলেন কুস্তিগির

১৭ আগস্ট ঃ প্যারিসে হৃদয় জিতে নিয়েছেন তিনি। হারানো রুপোর জন্যও ক্রীড়া আদালতের দ্বারস্থও হয়েছিলেন। সেই আবেদনও নাকচ হয়ে যায়। অবশেষে শনিবার দেশে ফিরে এলেন ভিনেশ ফোগাট। দিল্লি বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন অনেকে। উপস্থিত ছিলেন কুস্তিগির বজরং পুনিয়া, সাক্ষী মালিকও। পদক না এলেও তাঁর জন্য এমন আবেগী অভ্যর্থনা দেখার পরে আর স্থির থাকতে পারেননি ভিনেশ ফোগাট। কেঁদে ফেলেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিতে দেখা যায় বজরং পুনিয়া ও সাক্ষী মালিককে। শনিবার বিনেশের জন্য ফুলের তোড়া হাতে দিল্লি বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়েছিলেন অনেকে।

তাঁকে ঘিরে তৈরি হওয়া এমন উৎসাহ-উদযাপন দেখে স্থির থাকতে পারেননি ভিনেশ। কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। প্যারিসে ইতিহাস তৈরি করেন ভিনেশ ফোগাট। একইদিনে তিন কুস্তিগিরকে মাটি ধরিয়ে ফাইনালের ছাড়পত্রও জোগাড় করেছিলেন। কিন্তু ফাইনালের দিনই ঘটে গেল বিপর্যয়। ওজন করে দেখা যায় নির্দিষ্ট ওজনের থেকে একশো গ্রাম ওজন বেশি ভিনেশের। তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয় রুপোর পদক। ফাইনালেও তাঁকে নামতে দেওয়া হয়নি। হারানো রুপোর পদক ফিরে পাওয়ার জন্য ক্রীড়া আদালতের কাছে আবেদন করেন ভিনেশ। কিন্তু তাঁর সেই আবেদনও নস্যাৎ হয়ে যায়। অবশেষে প্যারিস থেকে দেশে ফিরে এলেন ভিনেশ। কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারলেন না। ভেঙে পড়লেন কান্নায়।

‘ডার্বিতে খেলিয়ে দিতাম আনোয়ারকে’ বলছেন মনোরঞ্জন

১৭ আগস্ট ঃ ইস্টবেঙ্গলের প্র্যাকটিস করছেন আনোয়ার। ডার্বির আগে কতটা ফিট সত্যিই জানা নেই। একজন কোচ দল তৈরির আগে যেভাবে খুব কাছের থেকে তাঁর প্রত্যেকটি ফুটবলারকে দেখতে পারেন, আমি সেই জায়গায় নেই। ফলে আনোয়ার ডার্বির জন্য কতটা তৈরি, তা সত্যিই আমি বলার জায়গায় নেই। তবে আমোয়ার যদি সত্যিই খেলার মতো জায়গায় থাকে, তাহলে এটুকু অন্তত বলতে পারি আমি যদি ইস্টবেঙ্গলের কোচ হতাম,তাহলে আনোয়ারকে রবিবারের ডার্বিতে নামাতাম। ইস্টবেঙ্গলর প্রাক্তন ডিফেন্ডার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য একথা বলেন।তিনি বলেন, অলটিন আসারের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচটা দেখছিলাম। সত্যি বলতে ডিফেন্স লাইন দেখে আমি হতাশ। কুয়াদ্রাতের সিষ্টেমে ডিফেন্ডাররা দেখলাম পুরো ডিফেন্সলাইনটাকে অনেকটা তুলে নিয়ে খেলছে। এরকম সিষ্টেমে খেলতে হলে ডিফেন্ডারদের অনেক দ্রুত গতির হতে হয়।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগঃ জয় দিয়ে শুরু করল ম্যানইউ

ম্যানচেস্টার, ১৭ আগস্ট ঃ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের নতুন মরসুমের শুরুটা জয় দিয়ে শুরু করল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। শুক্রবার রাতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ফুলহ্যামকে হারাল জিকর্জির করা শেষ মুহূর্তের গোলে। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে শুরু থেকেই প্রাধান্য নিয়ে খেলেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। সুযোগ তৈরি করেও রেড ডেভিলরা গোল পায়নি। অন্যদিকে প্রতি আক্রমণে উঠেও ইউনাইটেডের রক্ষণ ভাঙতে পারেনি ফুলহ্যাম। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ৮৭ মিনিটে গোল করেন ইয়োশুয়া জিকর্জি। আর তারই গোলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনী ম্যাচেই জয় পেল টেন হাগের দল।

জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণই থাকবেন

নতুন এনসিএ-তে প্রস্তুতি সারতে পারবেন সকলেই, ঘোষণা জয় শাহর

১৭ আগস্ট ঃ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নতুন জাতীয় অ্যাকাডেমিতে ভবিষ্যতে যদি বিরাট কোহলি আর নীরজ চোপড়াকে যদি পাশাপাশি প্র্যাকটিস করতে দেখেন, তাহলে কি অবাক অবাক হবেন, মোটেই না। কারণ এখন থেকে এি এনসিএতে সকলেই তাদের খেলার অভ্যাস করার সুযোগ পাবেন। শুধু নীরজ একা নন, ভারতের অলিম্পিক অ্যাথলিটরা ইচ্ছে করলেই নতুন এনসিএতে গিয়ে প্রস্তুতি সারতে পারবেন জানিয়েছেন ভারতীয় বোর্ড সচিব জয় শাহ। বেঙ্গালুরু এয়ারপোর্ট থেকে খুব বেশি সময় লাগবে না। বড়জোর মিনিট পনেরো। বিশাল জায়গা জুড়ে সেখানেই তৈরি হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। বর্তমানে চিন্নাস্বামীতে এনসিএ রয়েছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ঠিকানা স্থানান্তরিত হতে চলেছে। তিনটে সুবিশাল মাঠ থাকছে সেই অ্যাকাডেমিতে। থাকছে অত্যাধুনিক ব্যবস্থাপনা। থাকছে ৪৫টি প্র্যাকটিস উইকেট। ভারতীয় টিমের বিদেশ সফরের কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন ধরনের পিচ তৈরি করা হয়েছে। যাতে বাইরে খেলতে যাওয়ার আগে ওই উইকেটে খেলে প্রস্তুতি সারতে পারেন

ক্রিকেটাররা। আরও আছে। বিশেষ ধরনের ইন্ডোর তৈরি করা হয়েছে। অলিম্পিক সাইজের পুল থাকছে। এর সঙ্গে থাকছে আধুনিক মানের রিকোভারি ও স্পোর্টস মেডিসিন সেন্টার। এক কথায় বলতে গেলে অ্যাথলিটদের নিজেদের দারুণভাবে প্রস্তুত করার জন্য যে যে সুবিধে দরকার, তার সবকিছুই থাকছে নতুন জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে। বিসিসিআই সচিবের কথায়, ‘ চোপড়ার মতো দেশের অলিম্পিক অ্যাথলিটরাও এই অ্যাকাডেমি ব্যবহার করতে পারবেন।''এর সঙ্গে আরও একটা খবর থাকছে। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান হিসেবে ভিভিএস লক্ষ্মণকেই রেখে দেওয়া হচ্ছে। সেই কথাও জানিয়ে দিয়েছেন জয় শাহ। সেপ্টেম্বরে ভিভিএসের সঙ্গে চুক্তি শেষ হচ্ছে বোর্ডের। শোনা যাচ্ছিল যে ভিভিএস দায়িত্ব ছেড়ে দিতে পারেন। তাঁকে ফের দেখা যেতে পারে আইপিএল দুনিয়ায়। বিকল্প এনসিএ প্রধান হিসেবে ভারতীয় টিমের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোরের নামও শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু শেষমেশ ভিভিএসকেই রেখে দেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় বোর্ড সচিব জানিয়ে দিয়েছেন খুব শীঘ্রই ভিভিএসের সঙ্গে নতুন চুক্তি করে নেওয়া হবে।

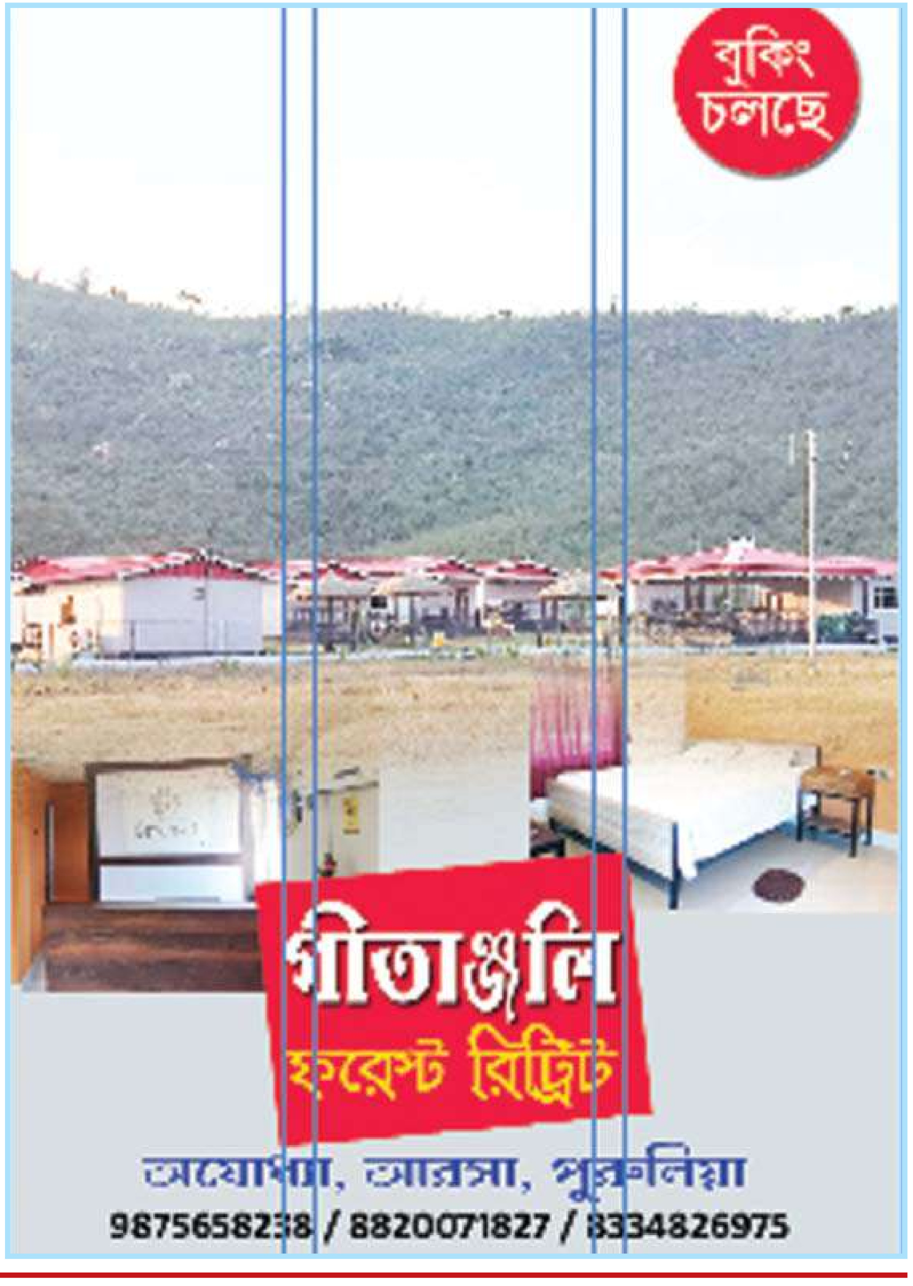

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com